নবনির্মিত
রাজস্ব ভবন
উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
শুভ আগমন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

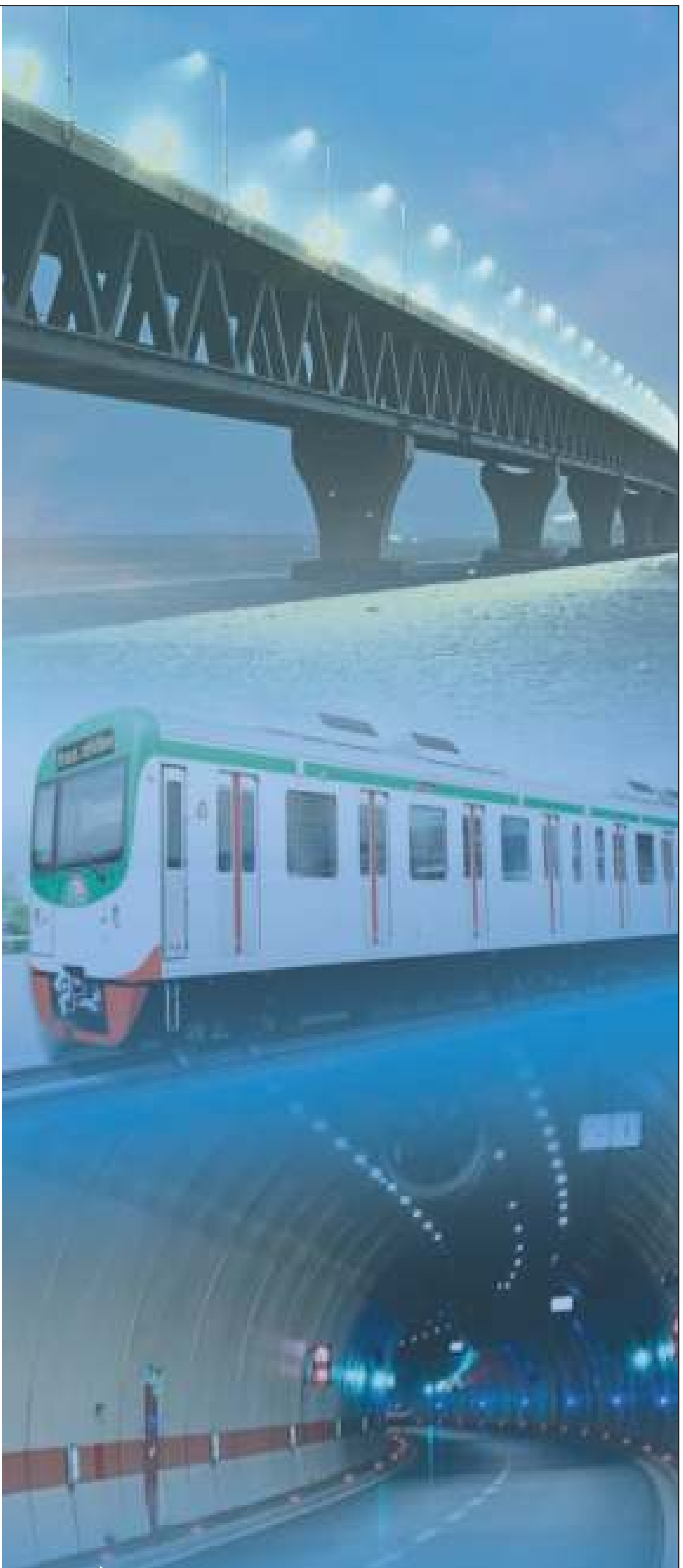

# রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩

# রাজস্ব সম্মেলন
## ২০২৩
## স্মরণিকা

নবনির্মিত
রাজস্ব ভবন
উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
শুভ আগমন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

রাজস্ব
সম্মেলন
২০২৩

নবনির্মিত
রাজস্ব ভবন
উদ্বোধন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
শুভ আগমন
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
রাজস্ব
সম্মেলন
২০২৩

## প্রকাশনা উপ কমিটি

### আহ্বায়ক

**মোবারা খানম**
কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

### সদস্য

**আব্দুল্লাহ আল মামুন**
উপ কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**মোঃ আল আমিন**
উপ কর কমিশনার
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা

**রেজাউল করিম**
উপ কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**খন্দকার আসাদুল্লাহিল গালিব**
সহকারী কর কমিশনার
কর অঞ্চল-২, ঢাকা

### সদস্য সচিব

**কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীন**
অতিরিক্ত কমিশনার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ ভিশন

প্রকাশকাল
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

প্রকাশনায়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

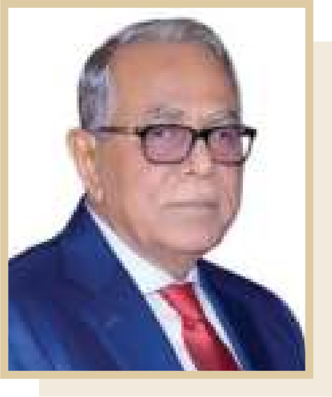

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ মাঘ ১৪২৯
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

# বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ঢাকায় দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকার আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের বাজেটের বড় অংশের যোগানদাতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবকাঠামোগত বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের যোগান অতীব জরুরী। এলক্ষ্যে এনবিআরকে কর আদায়ের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে আরো দক্ষ হতে হবে। এজন্য দরকার কর্মীবান্ধব পরিবেশ। এনবিআর আওতাধীন আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের জন্য নির্মিত নতুন ভবন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও কর্মচারিদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সহজতর করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি রাজস্ব সম্মেলনে কর কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, করদাতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে একটি করবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। রাজস্ব আহরণের চলমান গতিধারাকে আরও বেগবান করতে আমি সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাসাধারণসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আইনানুযায়ী রাজস্ব প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

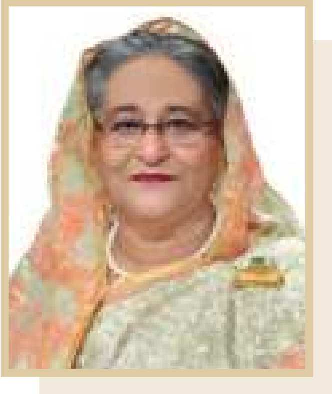

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ মাঘ ১৪২৯
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

# বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একই সময়ে ঢাকার আগারগাঁতে নব নির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে, যা রাজস্ব সম্মেলনকে আরও অর্থবহ এবং স্মরণীয় করে রাখবে। এই শুভক্ষণে আমি দেশের জনগণ, করদাতা, রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৪ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময়। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমরা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন করছি এবং একটি সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গড়ে তোলার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।

রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থা সুসংহত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে এনবিআরের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ শীঘ্রই এলডিসি হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এনবিআর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে 'লক্ষ্যমাত্রা ১৭.২' বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

রাজস্ব সম্মেলন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি চমৎকার উদ্যোগ; একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণে আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় এবং সহযোগিতা সম্প্রসারনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। রাজস্ব সম্মেলনের মাধ্যমে কর আহরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ফুটে উঠবে এবং তা উত্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলে সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রাশিয়া-ইউক্রেন চলমান সংঘাতের ফলে বৈশ্বিকসহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আরও উদ্যোমী হয়ে কাজ করবে বলে আমি আশা করি।

আমি 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

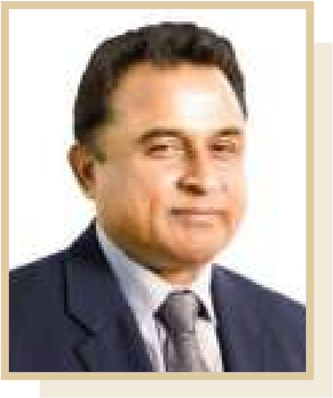

**মন্ত্রী**
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ এবং রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী সমাজসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডর সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ইতোমধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে আমরা বদ্ধপরিকর। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে একটি আধুনিক রাজস্ব কাঠামো এবং বাণিজ্য সহায়ক রাজস্ব নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সকলের সহযোগিতা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য দেশের সকল মানুষের কল্যাণ সাধন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার ফলে আমাদের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ এসডিজির লক্ষ্যসমূহ পূরণকল্পে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের কোনো বিকল্প নেই। এই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং যে লক্ষ্যে কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগে নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের রাজস্বের সিংহভাগ যোগানদাতা এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণের নতুন কর্মকৌশল বেরিয়ে আসবে। নতুন ভবনে স্থানান্তরের ফলে রাজস্ব আহরণ মনিটরিং সহজ হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বেশ কিছু দপ্তর এ ভবনে স্থানান্তরের মাধ্যমে জনগণ One Stop Service এর সুফল পাবে।

রাজস্ব সম্মেলনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আশা করছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল স্তরের রাজস্ব কর্মীগণ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রাখবেন এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবেন।

রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ সফল হোক, সুন্দর হোক এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(**আ হ ম মুস্তফা কামাল,** এফসিএ, এমপি)

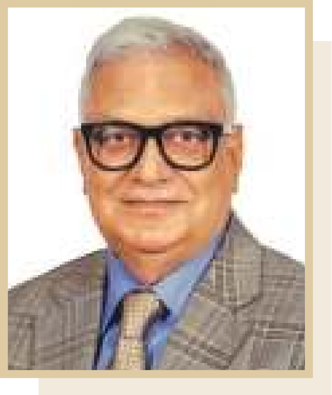

**প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ উদ্যোগকে আমি আন্তরিক প্রশংসা জানাই। এ সময়োপযোগী পদক্ষেপ রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একসাথে নতুন রাজস্ব ভবন শুভ উদ্বোধন করবেন, যা এ দিনটিকে মর্যাদা দেবে, রাজস্ব কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণা দেবে।

আয়কর, শুল্ক ও মূসক- এ তিনটি রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এক জায়গা হতে দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে তাদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সহজ হবে, ব্যবসায়ীগণ তাদের সুবিধা-অসুবিধা সহজে রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন।

বাংলাদেশের দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিকে বজায়ক্ষম করবার জন্য প্রয়োজন গণখাতে পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন বিনিয়োগ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। সরকারের অর্থসংস্থানের মূল উৎস শুল্ক-কর। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আয়কর, মূসক এবং শুল্ক কর্মবিভাগের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াবে।

বাংলাদেশের রাজস্ব – জাতীয় আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি আবশ্যক। যৌক্তিক শুল্ক-কর কাঠামো এবং আইনের দায়বদ্ধ প্রয়োগ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। শুল্ক-কর আহরণ যাতে অর্থনীতির বিকাশ ও প্রবৃদ্ধিতে বাধা না হয়, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। রাজস্ব কর্মকর্তাগণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন তাদের বিবেচনায় রেখেছেন – এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হবেন।

'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' ও নতুন রাজস্ব ভবনের শুভযাত্রা এবং সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হাক।

(মসিউর রহমান)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সিনিয়র সচিব**
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
**চেয়ারম্যান**
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

# বাণী

রাজস্ব আহরণের কাজে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার প্রত্যয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো রাজস্ব সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত। পাশাপাশি এ সম্মেলনের মাধ্যমে রাজস্ব সৈনিকগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা পেয়ে রাজস্ব আহরণের কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন। একইসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের শুভ উদ্বোধন করবেন, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ, গতিশীল ও সুসংহত রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1976) এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের লক্ষ্যে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়নসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্ব অর্থনীতির ক্রান্তিকালেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারায় প্রত্যাবর্তন করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি কমলেও দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে আছে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন কার্যক্রমের চলমান ধারা বজায় রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বন্ড অটোমেশন, অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধন, ভ্যাট রিটার্ন দাখিল, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডে শুল্কায়ন, কাস্টমস ও ভ্যাটে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু, অনলাইনে ভ্যাট আহরণে ই-এফডি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অনলাইন কানেকটিভিটি বৃদ্ধির জন্য বিআরটিএ, সঞ্চয় অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, আইভাস সিস্টেমসহ বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সই করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, ই-টিডিএস সিস্টেম চালু, অনলাইনে কর পরিশোধে এ-চালান পদ্ধতি অনুসরণ, সকল আয়কর, কাস্টম হাউস, ভ্যাট কমিশনারেটে ওয়েবসাইট, সোস্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজস্ব সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদেরকে ভবিষ্যতের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এর স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় একটি স্মার্ট এনবিআর গড়ার নিমিত্ত সকলকে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে।

আমি মনে করি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আয়কর, ভ্যাট ও আমদানি শুল্ককরের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ নয়। দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি শিল্প বহুমুখীকরণ, পশ্চাৎপদ শিল্পের প্রণোদনা প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধ প্রভৃতি বিষয়াদিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাজের অপরিহার্য অংশ। সে লক্ষ্যে আমাদেরকে আরো বেশি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

আমি জাতীয় ‘রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি রাজস্ব সম্মেলন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)**

**সদস্য (মূসক নিরীক্ষা)**
ও
আহ্বায়ক
রাজস্ব সম্মেলন উদ্‌যাপন কমিটি
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

# বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরের জন্য আজ ০৫ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক দিন। এ প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজস্ব সম্মেলন ও নতুন রাজস্ব ভবন উদ্বোধন করছেন। স্বাধীনতার পর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সর্ববৃহৎ কলেবরে ‘রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩’ আয়োজন হচ্ছে। একই দিনে দীর্ঘ প্রত্যাশিত নতুন একটি নান্দনিক ও আধুনিক ভবন পাচ্ছে এনবিআর। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক রাজস্ব সম্মেলনকে ঘিরে এনবিআর পরিবার স্পন্দিত। এ দিনটি ভ্যাট, আয়কর ও কাস্টমসের করদাতা, অংশীজনদের মধ্যে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভাগমন বার্তায় প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী যারপরনাই উদ্বুদ্ধ ও কর্মপ্রবণ।

রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী দারিদ্রমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অভ্যন্তরীণ সম্পদের বিকল্প নেই। কোভিড-১৯ এর মহাদুর্যোগেও এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি হলে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যাতায়াত ও বিদ্যুৎসহ সামগ্রিক উন্নয়ন জোরদার হবে। এনবিআরের এ রাজস্ব সম্মেলন অভিপ্রেত রাজস্ব আহরণ জোরদার প্রচেষ্টারই অংশ। আমাদেরকে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত হতে হবে। বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সংযোগ, সংস্কার ও সংগ্রহ বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করছে এনবিআর।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অর্থনৈতিক রোল মডেল। বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবদান দৃশ্যমান। দেশের রাজস্ব তহবিল সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অর্জিত প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ও দেশকে ক্রমাগত উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি এনবিআরের মানব সম্পদের আকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৃদ্ধি অপরিহার্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নিজস্ব কার্যপরিধিতে স্বয়ংক্রিয়করণে কাজ করে যাচ্ছে এনবিআর। আয়কর ও ভ্যাটের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগের সংখ্যা কমেছে। ই-ট্যাক্স সেবা চালু, স্মার্ট ই-রিটার্ন সিস্টেম চালু, অনলাইনে কর প্রদান, কর শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রভৃতি আয়কর ব্যবস্থাকে জনবান্ধব করেছে। বর্তমান সরকার নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন কার্যকর করায় ভ্যাটের আওতা ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আইনে খুচরা পর্যায়ে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানে ইএফডি ও ইএফডিএমএস (ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) ব্যবহার হচ্ছে। অনলাইনে মাধ্যতামূলক ভ্যাট নিবন্ধন ও ভ্যাট রিটার্ন জমা হচ্ছে। আমদানি-রপ্তানি দ্রুত ও সহজতর করতে হয়েছে। ন্যূনতম পরীক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্য খালাসসহ এইও-অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর এবং বাণিজ্য সহজীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

শক্তিশালী ও ত্রুটিমুক্ত রাজস্ব প্রশাসন গড়তে হলে রাজস্ব আদায়ে ব্যয়ের হার বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গত, রাজস্ব আদায় খাতে প্রতি ১০০ টাকায় বাংলাদেশে ব্যয় ০.২২%, অন্যদিকে ভারতে ০.৬০%, থাইল্যান্ডের ০.৭১%, সিঙ্গাপুরের ০.৭৯%, মালয়েশিয়ায় ১.০০%, জার্মানির ১.৫০% এবং জাপানে ১.৭০%। মানব সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রযুক্তি হালনাগাদ করা ও প্রান্তিক পর্যায়ে যানবাহন সহজলব্ধ করা বর্তমানের অগ্রাধিকার।

১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে এ বোর্ড গড়েন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি বিশ্বে ঈর্ষণীয়। রাজস্ব আদায়ে সাফল্য, আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদমুক্ত করেছে। এ রাজস্ব সম্মেলন ও এনবিআরের নতুন ভবন উদ্বোধন দেশে অর্থনীতির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এজন্য এনবিআর পরিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। আজকের এ মহতি দিবসে দেশের সর্বস্তরের আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক-করদাতা, অংশীজনসহ এর উদ্‌যাপনে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মী, সহযোগী সংশ্লিষ্ট সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

**(ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম)**

# সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আমরা যারা কর্মরত আছি তাদের জন্য আজ এক বিশেষ আনন্দের দিন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান স্বদেশ বিনির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের অন্যতম। ১৯৭২ সালে সৃষ্টির পর থেকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বিগত বছরগুলোতে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণকে বেগবান করে স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি সুসংহত করার জন্য আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের প্রচেষ্টা আজ পেয়েছে নতুন এক মাত্রা।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নিবিড় অভিভাবকত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আজ এক মহীরুহের রূপ নিয়েছে, যার ফলে রচিত হচ্ছে দেশের উন্নয়নের নতুন নতুন কীর্তিগাঁথা - দেশের টাকায় পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, আরও কত কী! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক অনুপ্রেরণায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সব অনুবিভাগের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম রাজস্ব সম্মেলন, তার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রাজস্ব বোর্ডের আপন ঠিকানা রাজস্ব ভবনের উদ্বোধনও হবে তাঁর হাতে। রাজস্ব সম্মেলনের এ উদ্যোগ কর্মকর্তা এবং করদাতাদের মধ্যে আনন্দ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে, আমরা সবাই আজ তাই আবেগে উদ্বেল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনসহ প্রত্যেকটি আর্থ-সামাজিক সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের স্তর হতে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৩১-২০৪১ এর উন্নত দেশে পরিণত হবার স্বপ্ন পূরণে অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এইসব গৌরবজনক মাইলফলক অর্জনের প্রধান শর্ত আত্মনির্ভরশীলতা। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সর্বদাই উন্নয়নমুখী এবং ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব নীতি-কৌশল অবলম্বন করে এসেছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে অর্থায়নসহ বিভিন্ন প্রকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। দেশে বিগত এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ১২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল রেখে ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অটোমেশনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন। আর উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো রাজস্ব। রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকার বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি সঠিকভাবে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও তার অনলাইনভিত্তিক বাস্তবায়ন এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম প্রাধিকার। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন, বৈষম্য হ্রাস ও অসমতা দূর করে টেকসই উন্নয়নের পথকে সুগম করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়ন করে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও বাণিজ্য স্বাভাবিক রেখে পণ্য উৎপাদন এবং যোগান সরবরাহের ক্ষেত্রে কর বিভাগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের মোট কর আয়ের ৯৭% জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে সবার নজর কেড়েছে।

বিগত এক দশকে আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস অনুবিভাগের অনেকগুলো সংস্কার সাধিত হয়েছে। ২০১৪ সালে Asycuda-এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন, ২০১৯ সালে নতুন ভ্যাট আইনের বাস্তবায়ন, অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ, ভ্যাট-এর দলিলাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ, প্রভৃতি ভ্যাট ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। কাস্টমস বিভাগ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। Authorised Economic Operator (AEO), Advanced Ruling, Non-Intrussive Scanning, Advanced Passenger Information (API), ইত্যাদি নিত্যনতুন ধারণাকে প্রয়োগ করে দ্রুত পণ্য খালাসের সাথে সাথে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, রাজস্ব সংরক্ষণ, জাতীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে। বিগত বছরগুলোতে আয়কর অনুবিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় কর হার হ্রাস, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, ই-ট্যাক্স সেবা, কর শিক্ষা সম্প্রসারণ, করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ সেবার মাধ্যমে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদানসহ কর আহরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। করবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি এবং পুরো কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোসহ তথ্য প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা সাধন, সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথম রাজস্ব সম্মেলন আমাদের চিন্তা-চেতনায় নতুন বোধের উন্মেষ ঘটাবে, আর নতুন রাজস্ব ভবন আমাদের হবে আমাদের কর্মপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু – এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। এ দু'টি ক্ষেত্রেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগের জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমাদের দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নগুলোর বাস্তব রূপকার মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যানসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দকেও তাঁদের ভূমিকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্মারক হিসেবে এ প্রকাশনাটির দায়িত্বভার আমাকে দেয়ার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার যেসব সহকর্মী ও বিশিষ্টজনেরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের লেখা দিয়ে এবং শ্রম দিয়ে এ স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রথম রাজস্ব সম্মেলন সফল হোক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোবারা খানম**
কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা।

# সূচি

পৃষ্ঠা
১৩ বাজেট পরিক্রমা

১৭ রাজস্ব আদায়ে NBR-এর সাফল্য

১৯ স্বপ্নের রাজস্ব ভবন
ড. আব্দুল মান্নান শিকদার

২৫ Taxation and Fourth Industrial Revolution
Dr. Sams Uddin Ahmed

৩০ National Board of Revenue towards Smart Bangladesh
Dr. Md. Shahidul Islam

৩৯ বিমানবন্দরে স্বর্ণ আটক: চোরের একদিন.....
ড. মইনুল খান

৪৮ আয়কর আর্কাইভ-যেখানে ইতিহাস কথা বলে
সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ

৫১ কর-রাজস্ব আহরণে বন্ধুত্বপূর্ণ বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া
মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ

৫৫ নামাবলীর সাতকাহন
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

৬০ রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩: তাৎপর্য ও করণীয়
ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ

৬৩ পেপারলেস কাস্টমস: স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা
একেএম নুরুল হুদা আজাদ
রাকিবুল হাসান

৭১ বাংলাদেশের আয়কর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
সেমিনার উপ-কমিটি, আয়কর অনুবিভাগ
রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩

৭৯ Taxing the Gig Economy: Issues and Challenges
Dr. Lutfunnahar Begum

৮৪ ইয়েন্তেলার গল্প
কিংশুক শব্বির

৮৯ Audit: A Tools for Compliances and Revenue Performance
Kazi Muhammad Ziauddin FCMA

৯৬ Revenue Opportunities and Challenges of Blue Economy in Bangladesh
Monalisa Shahreen Sushmita

৯৯ আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় ভ্রান্তি
আ আ ম আমীমুল ইহসান খান

১০৪ Tax Risk Management System:
A Human Cognitive Perception (HCP) Approach
মোঃ মনিরুজ্জামান
এ. এস. এম আশরাফ

১১১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের স্থিরচিত্র

১৩৭ Enhancing tax Morale of the Citizens
Md. Saifur Rahman

১৪১ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আয়কর বিভাগের ভূমিকা
মোঃ আল-আমিন

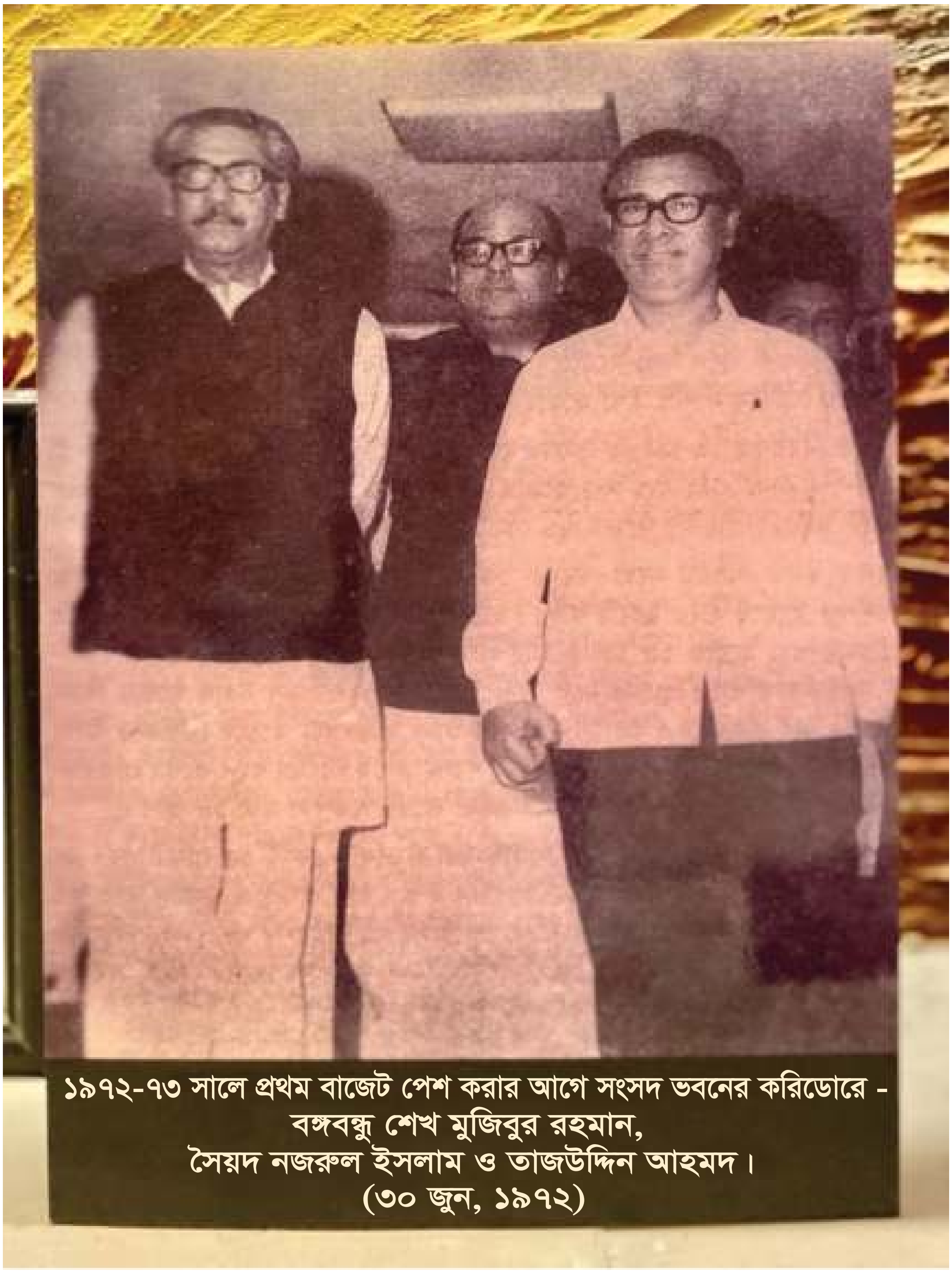

১৯৭২-৭৩ সালে প্রথম বাজেট পেশ করার আগে সংসদ ভবনের করিডোরে -
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ।
(৩০ জুন, ১৯৭২)

# বাজেট পরিক্রমা

| অর্থ বছর | ঘোষণার তারিখ | বাজেটের আকার (কোটি টাকায়) | বাজেট উপস্থাপক |
|---|---|---|---|
| ১৯৭২-৭৩ | ৩০ জুন ১৯৭২ | ৭৮৬ | তাজউদ্দিন আহমেদ |
| ১৯৭৩-৭৪ | ১৪ জুন ১৯৭৩ | ৯৯৫ | তাজউদ্দিন আহমেদ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ১৯ জুন ১৯৭৪ | ১,০৮৪.৩৭ | তাজউদ্দিন আহমেদ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ২৩ জুন ১৯৭৫ | ১,৫৪৯.১৯ | ডক্টর এ আর মল্লিক |
| ১৯৭৬-৭৭ | ২৬ জুন ১৯৭৬ | ১,৯৮৯.৮৭ | তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাশাসক |
| ১৯৭৭-৭৮ | ২৫ জুন ১৯৭৭ | ২,১৮৪ | তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাশাসক |
| ১৯৭৮-৭৯ | ৩০ জুন ১৯৭৮ | ২,৪৯৯ | তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাশাসক |
| ১৯৭৯-৮০ | ২ জুন ১৯৭৯ | ৩,৩১৭ | ড. মীর্জা নুরুল হুদা |
| ১৯৮০-৮১ | ৭ জুন ১৯৮০ | ৪,১০৮ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৮১-৮২ | ৬ জুন ১৯৮১ | ৪,৬৭৭ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৮২-৮৩ | ৩০ জুন ১৯৮২ | ৪,৭৩৮ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ১৯৮৩-৮৪ | ৩০ জুন ১৯৮৩ | ৫,৮৯৬ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ১৯৮৪-৮৫ | ২৭ জুন ১৯৮৪ | ৬,৬৯৯ | এম সাইদুজ্জামান |
| ১৯৮৫-৮৬ | ৩০ জুন ১৯৮৫ | ৭,১৩৮ | এম সাইদুজ্জামান |
| ১৯৮৬-৮৭ | ২৭ জুন ১৯৮৬ | ৮,৫০৪ | এম সাইদুজ্জামান |
| ১৯৮৭-৮৮ | ১৮ জুন ১৯৮৭ | ৮,৫২৭ | এম সাইদুজ্জামান |
| ১৯৮৮-৮৯ | ১৬ জুন ১৯৮৮ | ১০,৫৬৫ | এম এ মুনিম |
| ১৯৮৯-৯০ | ১৫ জুন ১৯৮৯ | ১২,৭০৩ | ড. ওয়াহিদুল হক |

| অর্থ বছর | ঘোষণার তারিখ | বাজেটের আকার (কোটি টাকায়) | বাজেট উপস্থাপক |
|---|---|---|---|
| ১৯৯০-৯১ | ১৪ জুন ১৯৯০ | ১২,৯৬০ | এম এ মুনিম |
| ১৯৯১-৯২ | ১২ জুন ১৯৯১ | ১৫,৫৮৪ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৯২-৯৩ | ১৮ জুন ১৯৯২ | ১৭,৬০৭ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৯৩-৯৪ | ১০ জুন ১৯৯৩ | ১৯,০৫০ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৯৪-৯৫ | ০৯ জুন ১৯৯৪ | ২০,৯৪৮ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১৫ জুন ১৯৯৫ | ২৩,১৭০ | এম সাইফুর রহমান |
| ১৯৯৬-৯৭ (অন্তর্বর্তী) | ২০ জুন ১৯৯৬ | - | ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ |
| ১৯৯৬-৯৭ (মূল) | ২৮ জুলাই ১৯৯৭ | ২৪,৬০৩ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ১৯৯৭-৯৮ | ১২ জুন ১৯৯৭ | ২৭,৭৮৬ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ১৯৯৮-৯৯ | ১১ জুন ১৯৯৮ | ২৯,৫৩৭ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ১৯৯০-০০ | ১০ জুন ১৯৯৯ | ৩৪,৫১২ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ২০০০-০১ | ৮ জুন ২০০০ | ৩৮,৫২৪ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ২০০১-০২ | ৭ জুন ২০০১ | ৪২,৩০৬ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া |
| ২০০২-০৩ | ৬ জুন ২০০২ | ৪৪,৮৫৪ | এম সাইফুর রহমান |
| ২০০৩-০৪ | ১২ জুন ২০০৩ | ৫১,৯৮০ | এম সাইফুর রহমান |
| ২০০৪-০৫ | ১০ জুন ২০০৪ | ৫৭,২৪৮ | এম সাইফুর রহমান |
| ২০০৫-০৬ | ৯ জুন ২০০৫ | ৬১,০৫৮ | এম সাইফুর রহমান |
| ২০০৬-০৭ | ৮ জুন ২০০৬ | ৬৯,৭৪০ | এম সাইফুর রহমান |
| ২০০৭-০৮ | ৭ জুন ২০০৭ | ৮৭,১৩৭ | ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম |
| ২০০৮-০৯ | ৯ জুন ২০০৮ | ৯৯,৯৬২ | ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম |
| ২০০৯-১০ | ১১ জুন ২০০৯ | ১,১৩,১৭০ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১০-১১ | ১০ জুন ২০১০ | ১,৩২,১৭০ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১১-১২ | ৯ জুন ২০১১ | ১,৬৩,৫৮৯ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১২-১৩ | ৭ জুন ২০১২ | ১,৯১,৭৯৮ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৩-১৪ | ৬ জুন ২০১৩ | ২,২২,৪৯১ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৪-১৫ | ৫ জুন ২০১৪ | ২,৫০,৫০৬ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৫-১৬ | ৪ জুন ২০১৫ | ২,৯৫,১০০ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৬-১৭ | ২ জুন ২০১৬ | ৩,৪০,৬০৫ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৭-১৮ | ১ জুন ২০১৭ | ৪,০০,২৬৬ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৮-১৯ | ৭ জুন ২০১৮ | ৪,৬৩,৫৭৩ | আবুল মাল আব্দুল মুহিত |
| ২০১৯-২০ | ১৩ জুন ২০১৯ | ৫,২৩,১৯০ | আ হ ম মুস্তফা কামাল |
| ২০২০-২১ | ১১ জুন ২০২০ | ৫,৬৮,০০০ | আ হ ম মুস্তফা কামাল |
| ২০২১-২২ | ৩ জুন ২০২১ | ৬,০৩,৬৮১ | আ হ ম মুস্তফা কামাল |
| ২০২২-২৩ | ৯ জুন ২০২২ | ৬,৭৮,০৬৪ | আ হ ম মুস্তফা কামাল |

# রাজস্ব আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাফল্যের চিত্র

| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আদায় | প্রবৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| ১৯৭২-৭৩ | ২৫০.৭১ | ১৬৬.৩০ | |
| ৭৩-৭৪ | ৩২৪.১২ | ২৭৮.০৮ | ৬৭.২২% |
| ৭৪-৭৫ | ৩৭২.৫৩ | ৪১০.২৯ | ৪৭.৫৪% |
| ৭৫-৭৬ | ৫৬৯.৯১ | ৬৭৩.৬৩ | ৬৪.১৮% |
| ৭৬-৭৭ | ৭১৫.১৫ | ৭২৬.০৭ | ৭.৭৮% |
| ৭৭-৭৮ | ৭৬৩.২৯ | ৯৩৯.৬৭ | ২৯.৪২% |
| ৭৮-৭৯ | ১০৬৭.২৯ | ১১৪৬.৭৮ | ২২.০৪% |
| ৭৯-৮০ | ১৩৮৬.০১ | ১৩৭৮.১৪ | ২০.১৭% |
| ৮০-৮১ | ১৬৯২.৪২ | ১৭২২.৭৯ | ২৫.০১% |
| ৮১-৮২ | ১৮৬৯.৪৩ | ১৮৫৩.৫৪ | ৭.৫৯% |
| ৮২-৮৩ | ২০২৬.০০ | ১৯৯৯.৭২ | ৭.৮৯% |
| ৮৩-৮৪ | ২২৮৮.৮৮ | ২২৩১.২৯ | ১১.৫৮% |
| ৮৪-৮৫ | ২৬৪৭.০০ | ২৭২৪.৩৮ | ২২.১০% |
| ৮৫-৮৬ | ২৯৯৫.০০ | ৩০৫৪.১৩ | ১২.১০% |
| ৮৬-৮৭ | ৩৫৭৬.০০ | ৩৫৭৬.২০ | ১৭.০৯% |
| ৮৭-৮৮ | ৪০২৮.০০ | ৪০৬৮.৭১ | ১৩.৭৭% |
| ৮৮-৮৯ | ৪৫৫৭.৭০ | ৪৪৯০.৯৯ | ১০.৩৮% |
| ৮৯-৯০ | ৫৩৫২.৩৬ | ৫২৯২.০১ | ১৭.৮৪% |
| ৯০-৯১ | ৬০১১.১০ | ৬১৫২.৩৫ | ৫.৩৬% |
| ৯১-৯২ | ৭২৬০.০০ | ৭৩৪৭.৭২ | ১৯.৪৩% |
| ৯২-৯৩ | ৮৪৮৫.০০ | ৮৫৩৭.৭৮ | ১৬.২০% |
| ৯৩-৯৪ | ৯২০০.০০ | ৮৯৯৫.৫১ | ৫.৩৬% |
| ৯৪-৯৫ | ১০৩০০.০০ | ১০৫২২.৫৬ | ১৬.৯৮% |
| ৯৫-৯৬ | ১১৩০০.০০ | ১১৩৭০.০৬ | ৮.০৫% |
| ৯৬-৯৭ | ১৩০৪০.০০ | ১২৫০৩.২৫ | ৯.৯৭% |
| ৯৭-৯৮ | ১৪১০০.০০ | ১৩৮০১.৭৯ | ১০.৩৯% |
| ৯৮-৯৯ | ১৪৮৫০.০০ | ১৪৮৬৯.২৯ | ৭.৭৩% |
| ৯৯-২০০০ | ১৬০০০.০০ | ১৫১২৩.২৫ | ১.৭১% |
| ২০০০-২০০১ | ১৮৩০০.০০ | ১৮৭৭৪.৪৪ | ২৪.১৪% |
| ২০০১-২০০২ | ২০৭৩০.০০ | ২০২০৭.২১ | ২৭.৯৮% |
| ২০০২-০৩ | ২৩৭৫০.০০ | ২৩৬৫১.১২ | ১৪.৫৬% |
| ২০০৩-০৪ | ২৭০৫০.০০ | ২৬১৯৩.৭৭ | ১০.৭৫% |
| ২০০৪-০৫ | ৩০৫০০.০০ | ২৯৯০৪.৪৬ | ১৪.১৭% |
| ২০০৫-০৬ | ৩৪৪৫৬.০০ | ৩৪০০২.৪৩ | ১৩.৭০% |
| ২০০৬-০৭ | ৩৭৪৭৯.০০ | ৩৭২১৯.৩২ | ৯.৪৬% |
| ২০০৭-০৮ | ৪৫৯৭০.০০ | ৪৭৪৩৫.৬৬ | ২৭.৪৫% |
| ২০০৮-০৯ | ৫৩০০০.০০ | ৫২৫২৭.২৫ | ১০.৭৩% |
| ২০০৯-১০ | ৬১০০০.০০ | ৬২০৪২.১৬ | ১৮.১১% |
| ২০১০-১১ | ৭৫৬০০.০০ | ৭৯৪০৩.১১ | ২৭.৯৮% |
| ২০১১-১২ | ৯২৩৭০.০০ | ৯৫০৫৮.৯৯ | ১৯.৭২% |
| ২০১২-১৩ | ১১২২৫৯.০০ | ১০৯১৫১.৭৩ | ১৪.৮৩% |
| ২০১৩-১৪ | ১২৫০০০.০০ | ১২০৮১৯.৮৫ | ১০.৬৯% |
| ২০১৪-১৫ | ১৩৫০২৮.০০ | ১৩৫৭০০.৭০ | ১২.৩২% |
| ২০১৫-১৬ | ১৫০০০০.০০ | ১৫৩৬২৬.৯৬ | ১৩.২১% |
| ২০১৬-১৭ | ১৮৫০০০.০০ | ১৭১৬৫৬.৪৪ | ১১.৭৪% |
| ২০১৭-১৮ | ২২৫০০০.০০ | ২০২৩১২.৯৪ | ১৭.৮৬% |
| ২০১৮-১৯ | ২৮০০৬৩.০০ | ২২০৭৭১.৬২ | ৯.১২% |
| ২০১৯-২০ | ৩০০৫০০.০০ | ২১৬৪৫১.৭৭ | -১.৯৬%<br>(করোনা) |
| ২০২০-২১ | ৩০১০০০.০০ | ২৬১৬৮৯.২০ | ২০.৯০% |
| ২০২১-২২ | ৩৩০০০০.০০ | ৩০১৬৩৩.৮৪ | ১৫.২৬% |

# স্মরণিকা প্রকাশনা উপদেষ্টা পরিষদ

উপবিষ্ট (বাম থেকে):

**মোহাম্মদ ফখরুল আলম**
মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা

**মোঃ নাজমুল করিম**
কর কমিশনার, কর অঞ্চল-০৩, ঢাকা

**মোবারা খানম**
কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**ড. মোঃ আব্দুর রউফ**
মহাপরিচালক, ভ্যাট নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা

**মোহাম্মদ লুৎফর রহমান**
কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা

**শওকত আলী সাদী**
কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা

দণ্ডায়মান (বাম থেকে):

**মোঃ আল আমিন**
উপ কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা

**মোঃ জিয়াউর রহমান খান**
যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীন**
অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**রেজাউল করিম**
উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা

**খন্দকার আসাদুল্লাহিল গালিব**
সহকারী কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা

# স্বপ্নের রাজস্ব ভবন

### ড. আব্দুল মান্নান শিকদার

বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। ক্ষুধামুক্ত সুখী সমৃদ্ধ একটি সমাজ গঠনের জন্য তিনি ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (অতঃপর বোর্ড নামে অভিহিত) গঠন করেন। তাঁরই গড়া প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় আয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ যোগান দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বোর্ড-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সাথে ডিজিটাল বোর্ড গঠন করার সব রকম দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন। রাজস্ব প্রশাসনে বেশকিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে নতুন রাজস্ব ভবন তৈরি অন্যতম।

## ভবন প্রকল্প

২০০৯ সালে প্লট নং এফ-১/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকায় ২ (দুই) একর জমির ওপর ৩০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২৪ নভেম্বর ২০০৮খ্রি.তারিখে ডিপিপি (Development Project Proposal) অনুমোদিত হয়। প্রাথমিক অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪১.৩৬ (একশত একচল্লিশ দশমিক তিন ছয় কোটি টাকা) কোটি টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৭। ২০১১ সালে নির্মাণ কাজ চলমান অবস্থায় প্রকল্পস্থলের ২৬ (ছাব্বিশ) শতাংশ জমির জন্য ক্ষতিপূরণ মামলা দায়েরের কারণে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নির্মাণ কাজের ওপর স্থিতাবস্থা জারি করা হয়। অতঃপর ২৭ ফেব্রেুয়ারি ২০১৪খ্রি. তারিখে উক্ত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। প্রজেক্ট সংশোধিত হয় ২০১৫ সালে। সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে ২০ তলা ভিত্তির ওপর ১২ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনরায় ১৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ হতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন হয় ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮খ্রি. তারিখে এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে ১৫ মে ২০১৮ তারিখ। সংশোধিত ডিপিপি মূল্য নির্ধারিত হয় ৪৫১ (চারশত একান্ন) কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৯ পর্যন্ত এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত ৩০ জুন ২০২২খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ ভবন নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫১ (চারশত একান্ন) কোটি টাকা হলেও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪১২ (চারশত বারো) কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যয় সাশ্রয়ের পরিমাণ ৩৯ (উনচল্লিশ) কোটি টাকা।

উন্নয়নের প্রতীকঃ

রাজস্ব ভবনটি উন্নয়নের প্রতীক। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসরমান। লক্ষ্য ২০৪১ এর উন্নত সমাজ। সেজন্য দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। যেমন-

পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। এ বহুমুখী সেতুটি রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯ শতাংশ অঞ্চলের ৩ (তিন) কোটিরও বেশি মানুষের প্রত্যক্ষ উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। পদ্মা সেতু দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত।

ঢাকা মেট্রোরেল যা আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা সংক্ষেপে এমআরটি নামে পরিচিত একটি দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় গণপরিবহনের ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। বাসে চড়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল যেতে সময় লাগে ৩

থেকে ৪ ঘণ্টারও বেশি। মেট্রোরেলে উত্তরা থেকে মতিঝিল যেতে সময় লাগবে মাত্র ৪০ মিনিট। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিঃ (ডিএমটিসিএল) ২০৩০ সালের মধ্যে ১২৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মোট ৬টি মেট্রো লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এ নেটওয়ার্কে ৫১টি এলিভেটেড স্টেশন ও ৫৩টি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থাকবে। ৬টি লাইনে সম্মিলিতভাবে দিনে ৪৭ লাখ যাত্রী বহনের সক্ষমতা থাকবে। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২খ্রি. তারিখে এমআরটি লাইন-৬ দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে মেট্রোরেলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় যা ২৯ ডিসেম্বর ২০২২খ্রিঃ তারিখ হতে জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র যা বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত। ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেনট বোর্ড (BPDB) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এতে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি ইউনিট ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে ৬২০ থেকে ৬৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুর নামক স্থানে রাশিয়ার রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত হচ্ছে। এটি হবে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন যা ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করবে। কেন্দ্রটিতে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্বলিত দুটি ইউনিট রয়েছে। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বাংলাদেশ লিমিটেড প্রকল্পটির পরিচালক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা বঙ্গবন্ধু টানেল বা কর্ণফুলী টানেল হলো কর্ণফুলী নদীর নিচে নির্মিত সুড়ঙ্গ সড়ক বা টানেল। এটি কর্ণফুলী নদীর দু'তীরের অঞ্চলকে যুক্ত করবে যার মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। বঙ্গবন্ধু টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের প্রথম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ। চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি) এ টানেল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত। চট্টগ্রাম শহর প্রান্তের নেভাল একাডেমির পাশ দিয়ে এটি নদীর দক্ষিণ পাড়ের আনোয়ারা প্রান্তের চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড এবং কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার লিমিটেড কারখানার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নদীর দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেছে। কর্ণফুলি নদীর মধ্যভাগে কর্ণফুলি সুড়ঙ্গ ১৫০ ফুট গভীরে অবস্থিত। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকেই টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটি মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ি ও ধলাঘাটা ইউনিয়নের ১,৪১৪ একর জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিটিতে ৬০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিটে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

মাতারবাড়ি বন্দর কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি এলাকায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর। এ বন্দরে অন্তত ১৫ মিটার গভীরতা বা ড্রাফটের জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে। প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি বন্দরের গভীরতা ১৬ মিটার হওয়ায় প্রতিটি জাহাজ ৮ হাজারেরও বেশি কন্টেইনার আনতে সক্ষম। মাতারবাড়ি বন্দর স্থাপনে প্রায় ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নৌ-চ্যানেল তৈরি করছে জাইকা। প্রধান ন্যাভিগেশনাল চ্যানেল ৩৫০ মিটার প্রশস্ত। সে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে নির্মাণ করা হবে ১০০ মিটার দীর্ঘ জেটি। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমানো এবং ব্যাপক সংখ্যক কন্টেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের লক্ষ্যে 'মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় মাতারবাড়ি বন্দর স্থাপন করা হচ্ছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প যা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে শুরু হয়ে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ. যাত্রাবাড়ি হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী এলাকায় গিয়ে শেষ হবে। রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য এটিই হলো সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্ব বৃহৎ প্রকল্প। সংযোগ সড়কসহ এর দৈর্ঘ্য হবে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। বিরতিহীনভাবে প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ চলমান।

তৃতীয় টার্মিনাল ঢাকাস্থ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত হচ্ছে। এখানে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা থাকবে। সিঙ্গাপুরের সিপিজি কনসালট্যান্ট লিমিটেডের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট রোহানি বাহরিনের নকশায় এটি তৈরি হচ্ছে। পাঁচ লাখ ৪২ হাজার বর্গমিটারের এ টার্মিনালে এক সাথে ৩৭টি প্লেন রাখার অ্যাপ্রোন (প্লেন পার্ক করার জায়গা) করা হয়েছে। এটি হবে দৃষ্টিনন্দন ও মডার্ন টার্মিনাল বিল্ডিং। দুই লাখ ৩০ হাজার স্কয়ার মিটারের বিল্ডিংয়ের ভেতরে থাকবে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ও অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তির ছোঁয়া। এটিতে থাকবে বেশ কয়েকটি স্ট্রেইট এস্কেলেটর। যেসব যাত্রী বিমানবন্দরে দীর্ঘ পথ হাঁটতে পারবেন না তারা স্ট্রেইট এস্কেলেটর ব্যবহার করে শান্ত এবং মসৃণ যাত্রা উপভোগ করবেন। এছাড়া এ টার্মিনালে থাকবে অত্যাধুনিক বোর্ডিং ব্রিজ, লাগেজ বেল্ট, বেবি কেয়ার-চিলড্রেন প্লে এরিয়া, ফার্স্ট এইড, মুভি লাউঞ্জ, ফুড কোর্ট, ওয়াইফাই সুবিধা, বিমানবন্দরের ভেতরেই মেট্রোরেল সংযোগ, স্বয়ংক্রিয় চেক-ইন, স্বয়ংক্রিয় ইমিগ্রেশন ও অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান দুটি টার্মিনালে যাত্রী ধারণক্ষমতা বছরে প্রায় ৭০ লাখ। তৃতীয় টার্মিনাল তৈরি হলে এ

ধারণক্ষমতা হবে প্রায় ২ কোটির কাছাকাছি। ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে এটির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজস্ব ভবন  আধুনিক একটি ভবন। রাজস্ব ভবনটি ১২ (বার) তলাবিশিষ্ট এবং মোট আয়তন ৬,৮২,৮৯৭ (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত সাতানব্বই) বর্গফুট। দুটি বেজমেন্ট- যার প্রতিটির আয়তন ৬৬,০০০ (ছেষট্টি হাজার) বর্গফুট। নিচ তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি তলা ৪৪,০০০ (চুয়াল্লিশ হাজার) বর্গফুট এবং ৫ম হতে ১২ তলা প্রতি ফ্লোর এর আয়তন ৪৬,০০০ বর্গফিুট। ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরের উচ্চতা ১৩ ফুট। ভবনটিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সার্বক্ষণিক জেনারেটর সুবিধা। ভবন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Building Management System) এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তা পদ্ধতি (Access Control Security System) এর মাধ্যমে এটি সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও সিনিয়র সিটিজেনদের প্রবেশ, নির্গমন ও চলাচলের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।  এটিতে রয়েছে ২ (দুই) টি ক্যাফেটেরিয়া, ২টি ডে-কেয়ার সেন্টার, কল সেন্টার, লাইব্রেরি, রাজস্ব যাদুঘর (Revenue Museum), ৬টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও ২টি ফায়ার লিফট, ২টি এস্কেলেটর ইত্যাদি। তদুপরি প্রতি ফ্লোরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট জোন স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল কার পার্কিং সিস্টেমের আওতায় নির্মিত গ্যারেজে ২৪৬ (দুইশত ছেচল্লিশ) টি কার ও ১৭২ (একশত বাহাত্তর) টি মোটরসাইকেল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## রাজস্ব ভবনের গুরুত্ব

বোর্ড রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বান্ধব মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। বোর্ডকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করতে হয়। নীতি নির্ধারণসহ মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয়। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে হলে এ প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বা স্মার্ট করে তৈরির কোনো বিকল্প নেই। বোর্ড এর অধীন তিনটি উইং যথা-আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট এর কর্মচারীগণ এ ভবন হতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করবে।

আয়কর উইং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট বডির নিকট হতে আয়কর বা প্রত্যক্ষ কর আদায় করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অর্থ প্রয়োজন। এজন্য করদাতা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থ হলো আয়কর। এটি প্রদান করা বাধ্যতামূলক। আয়করকে সহজ করে করদাতাবান্ধব করার জন্য রাজস্ব ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আয়কর উইংকে দেশের শিল্প বিকাশ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কর আরোপ, কর হ্রাস বা বিনিয়োগ-বান্ধব সুযোগসুবিধা প্রদান করতে হয়। রাজস্ব ভবনে আয়কর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি), কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ-আয়কর). আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল, আয়কর উইং এর দ্বিতীয় সচিব, প্রথম সচিব ও সদস্যবৃন্দ করদাতাকে সেবা প্রদান করবে।

কাস্টমস উইং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ট্যারিফের ভিত্তিতে শুল্ক-কর আহরণ করার পাশাপাশি বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সহজতর করে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করা কাস্টমসের মুখ্য কাজ। এছাড়া এ ভবনে কাস্টমস দেশের শিল্প বিকাশ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে শুল্ক-কর আরোপ, হ্রাস বা বিনিয়োগ-বান্ধব সুযোগসুবিধা প্রদান করা হবে। কাস্টমস উইং এর সাথে সম্পর্কিত আপীল কমিশনারেট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, দ্বিতীয় সচিব, প্রথম সচিব ও সদস্যগণ রাজস্ব ভবন হতে স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান করবে।

ভ্যাট উইং প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের কাজে নিয়োজিত। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তি এ কর সর্বশেষ ভোক্তার নিকট থেকে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে। বোর্ড iVAS (Integrated VAT Administration System) এর মাধ্যমে ভ্যাট আদায় কার্যক্রম মনিটর করে। এ সিস্টেমে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন প্রদান, রিটার্ন দাখিল, ই-পেমেন্টসহ ১৬টি মডিউল কাজ করে। ভ্যাটসংক্রান্ত কাজ শতভাগ অনলাইনে করা সম্ভব। ভ্যাট উইংকেও দেশের শিল্প বিকাশ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আরোপ, কর হ্রাস বা বিনিয়োগ-বান্ধব সুযোগসুবিধা প্রদান করতে হবে। ভ্যাট সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য এ ভবনে সার্ভিস সেন্টার বা কল সেন্টার থাকবে। ভ্যাটের সাথে সম্পর্কিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ-ভ্যাট), আপীল কমিশনারেট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, দ্বিতীয় সচিব, প্রথম সচিব ও সদস্যগণ রাজস্ব ভবন হতে স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান করবে।

## বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুসরণে বোর্ড ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য সম্প্রতি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপ:

(ক) EFDMS: বোর্ড খুচরা, পাইকারী ও সেবার ক্ষেত্রে সফটওয়্যারে হিসাব রাখার জন্য Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) প্রবর্তন করেছে। এটি ডবল Based সফটওয়্যার সিস্টেম। Electronic Fiscal Device (EFD) এবং Sales Data Controller (SDC) নামক দু'টি মেশিন দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোনো সফটওয়্যার বা Point of Sales (POS) সিস্টেম নেই সেখানে EFD এবং যেসব স্থানে POS  সিস্টেম আছে সেখানে SDC মেশিন বসানো হয়। এ দু'টি মেশিনের সাথে বোর্ডের নিজস্ব সফটওয়্যার সার্ভার সংযুক্ত। মেশিন হতে চালান ইস্যুর মুহূর্তে (Real Time) এ বিক্রি তথ্য বোর্ডের সার্ভারে সংরক্ষিত হয় এবং সার্ভার একটি সিকিউরিটি কোড

জেনারেট করে যা ভ্যাট চালানে QR code হিসেবে মুদ্রিত হয়। উক্ত কোড স্ক্যান করে চালানের যথার্থতা নিরূপণ করা যায়। এ সিস্টেমে সরবরাকারী মজুত ও বিক্রির হিসাব দেখতে পারেন, ক্রেতা ভ্যাট প্রদানের নিশ্চয়তা পান এবং বোর্ড তাৎক্ষণিক বিক্রি তথ্য দেখতে পারেন। এটির মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান ও সংগ্রহে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা হবে। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। মেশিন ক্রয়, সরবরাহ, মেরামত ও মনিটরিং করার মতো পর্যাপ্ত জনবলের অপ্রতুলতার কারণে মেশিন ক্রয়ের পরিবর্তে বোর্ড ৩ লক্ষ মেশিনের সেবা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে মেশিন সরবরাহ করে বিক্রি তথ্য বোর্ডের নিজস্ব সার্ভারে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। চুক্তি অনুসারে আহরিত রাজস্বের একটি অংশ বোর্ড কর্তৃক ভেন্ডরকে প্রদান করা হবে।

**(খ) ই-পেমেন্ট:** আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট উইং কর প্রদানের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট বা 'এ' প্রথা চালু করেছে। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক কর যেকোনো ব্যাংক থেকে ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়। একই ভাবে যেকোনো করদাতা ই-পেমেন্ট বা 'এ' চালানে আয়কর জমা দিতে পারেন। ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কও ই-পেমেন্ট বা 'এ' চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেকোনো করদাতা বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, এইচএসবিসি ব্যাংক, এবি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বিডিবিএল, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, এফএসআইবিএল, ইসলামী ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ও ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ iVAS এ সংযুক্ত আছে। তাই এখন করদাতা শুল্ক কর অনলাইনে প্রদান করতে পারেন। ফলে কর প্রদানে ঝুঁকি, পরিপালন ব্যয় ও সময় হ্রাস পেয়েছে।

(গ) অনলাইন কাস্টমস: নব্বই দশকের শুরুতে ASYCUDA (Automated System for Customs Data) সিস্টেম দ্বারা বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটালাইজেশনের সূচনা হয়। প্রথমে LAN- ভিত্তিক ASYCUDA এবং পরবর্তীতে ASYCUDA++ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারের ভিত রচিত হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে অনলাইনভিত্তিক ASYCUDA World সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সবগুলো কাস্টম হাউস এবং অধিকাংশ কাস্টমস স্টেশনে  এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ASYCUDA সিস্টেম সংশ্লিষ্ট কতিপয় তথ্য বাংলদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, EPB, BEPZA, CCI&E, Tariff Commission, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে প্রদান করা হয়ে থাকে। ই-এলসি, ই-এক্সপি ও ই-পেমেন্টসহ কতিপয় সুবিধা চালু হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যচালানের শুল্কায়ন ও খালাস ত্বরান্বিত হচ্ছে।

(গ) অনলাইনে আয়কর: অনলাইনে আয়করের সনদ Electronic Tax Identification Number (ETIN) প্রদান করা হচ্ছে। Electronic Tax Deduction at Source (ETDS) অটোমেটেড করা হয়েছে। Electronic Filing (E-Return) এর মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিলের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

**(ঘ) অনলাইনে ভ্যাট:** বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে। iVAS এ বিভিন্ন ওয়েববেজড সফটওয়্যার মডিউল-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভ্যাট সিস্টেম পরিচালনা করা সম্ভব। ভ্যাট নিবন্ধন Business Identification Number (BIN) সহজে ও অল্প সময়ে অনলাইনে গ্রহণ করা যায়। প্রতি মাসের ভ্যাট অনলাইনে দাখিল করা সম্ভব। বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ ভ্যাট রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১৬ (ষোল) টি মডিউল রয়েছে যথা- Tax Type, Registration, Case Management, Return Processing, Revenue Management, Revenue Accounting, Taxpayer Current Account, Refund, Non-filing, Debt Management, Objection and Dispute management, Taxpayer Enquiry, Document Certification, Audit and Risk Management.

(ঙ) **National Single Window:** ২০১৯ সাল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Bangladesh National Single Window (NSW) প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০২৫ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/অনাপত্তিপত্র একটি Single Platform এ পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ৩৯ টি সংস্থার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর NSW প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং ব্যবসা পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। পাশাপাশি Paperless trade বাস্তবায়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চ) **Time Release Studz (TRS) পরিচালনা:** বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য চালান খালাসের ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ জানার জন্য World Customs Organization (WCO) এর তত্ত্বাবধানে বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য সীমান্ত সংস্থার অংশগ্রহণে Time Release Study (TRS)-2022 পরিচালনা করা হয়েছে। বোর্ড এর কর্মকর্তাগণ TRS সম্পাদন করে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তা WCO কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনটি WCO এবং NBR এর Website এ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে আমদানি-রপ্তানি পণ্য শুল্কায়ন ও খালাস প্রক্রিয়ায় কাস্টমস

কর্তৃক সবচেয়ে কম সময় ব্যয়িত হয়। উক্ত স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে পণ্যচালান খালাসে ব্যয়িত সময় আরো হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ছ) **Authorized Economic Operator (AEO):** Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Internal Control System) এবং অতীত রেকর্ডে প্রমাণিত আইন পরিপালনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দ্রুততম কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান AEO সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। আশা করা যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে।

(জ) **নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশান (Non Intrusive Inspection):** পণ্যচালান স্ক্যানিং ও ইমেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে দ্রুততর সময়ে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টম হাউস ও এলসি স্টেশনে বর্তমানে ১১ টি কন্টেইনার স্ক্যানার, ২২ টি ব্যাগেজ স্ক্যানার এবং ১ টি হিউম্যান বডি স্ক্যানার কার্যকর আছে। আরো ০৬ টি নতুন কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যাদেশ ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

(ঝ) **Advance Ruling:** বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে বোর্ড পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে কোনো পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ বা নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্যের HS Code সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। প্রদত্ত অ্যাডভান্স রুলিং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Website (bangladeshcustoms.gov.bd) এ প্রদর্শিত হচ্ছে।

(ঞ) **পণ্যচালানের Pre-Arrival Processing ব্যবস্থা চালু:** আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালান বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে পণ্যচালান বন্দর হতে খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। IGM ইলেকট্রনিক্যালি দাখিল এর সুবিধা PAP এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই আমদানিকারক বিল অব এন্ট্রি দাখিলপূর্বক শুল্ক-কর পরিশোধ করতে পারছেন এবং পণ্যচালান বন্দরে আসা মাত্রই খালাস নিতে পারছেন। সম্প্রতি সম্পাদিত Time Release Study (TRS) এর ফলাফলে দেখা যায় যে Pre-Arrival Processing ব্যবস্থায় খালাসকৃত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পণ্যচালানের চেয়ে গড়ে ৫ দিন কম সময় ব্যয় হচ্ছে।

(ট) **E-auction কার্যক্রম চালু:** কাস্টমস নিলাম প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে বোর্ড ইতোমধ্যে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস বেনাপোল ও কাস্টম হাউস মোংলায় E-auction কার্যক্রম চালু করেছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে অধিক সংখ্যক ক্রেতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

(ঠ) **কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ:** কাস্টমস বন্ডের আওতায় আনীত পণ্যচালান দ্রুত খালাস প্রদান এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য বন্ড অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং বন্ড ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার রোধ ও সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে online ভিত্তিক লাইসেন্সিং মডিউল কার্যকর করা হয়েছে এবং অন্যান্য মডিউল পাইলটিং এর মাধ্যমে শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।

(ড) **LDC Graduation এ বাংলাদেশ কাস্টমস:** স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সাথে সাথে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক (Tariff) সুবিধা হ্রাস পাবে। এজন্য সরকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নানা দেশের সাথে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA, FTA) স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বাজারে বংলাদেশ যেমন নির্দিষ্ট পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাবে, তদ্রুপ সুবিধা অন্য দেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাস্টমস রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে রাজস্ব সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বোর্ড আমদানি পণ্যের ওপর বিদ্যমান ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ (Tariff rationalization) এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বোর্ড যথাযথ রাজস্ব নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

## জাতীয় আয়ে ভ্যাট এর অবদান

মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট একটি পরোক্ষ কর যা পণ্য বা সেবা সরবরাহের প্রতিটি স্তরে মূল্য সংযোজনের ওপর পরিশোধিত হয়। এটি একটি ভোগ কর বিধায় পণ্য বা সেবার ক্রেতা কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধিত। ভ্যাট হিসাবভিত্তিক, অডিট নির্ভর ও স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই হতে ভ্যাট প্রচলিত হয়। ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর রাজস্ব আহরণে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।
১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে বোর্ড এর মোট রাজস্ব আয় হয় ৭৩৪৮ কোটি টাকা যার মধ্যে আমদানি ও স্থানীয় স্তরে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ ১৭৮৭ কোটি টাকা যেক্ষেত্রে ভ্যাটের অবদান ছিল ২৪ শতাংশ। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে বোর্ড এর মোট আহরিত রাজস্ব ২০,২০৭ কোটি টাকার বিপরীতে আমদানি ও স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আহরিত হয় ১০,৫৮৫ কোটি টাকা যা মোট আয়ের ৫২ শতাংশেরও বেশি।
২০১১-২০১২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ৯৫,০৫৯ কোটি টাকা আহরিত হয় যেক্ষেত্রে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক খাতে আহরণ ছিল ৫২,০৬৯ কোটি টাকা যা মোট রাজস্বের প্রায় ৫৫ শতাংশ।
২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোর্ড এর সর্বমোট সংগৃহীত রাজস্ব ৩,০১,৬৩৪ কোটি টাকা যার মধ্যে আমদানি পর্যায়ে

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ৩৫,২৭৭ কোটি টাকা, আমদানি ও স্থানীয় স্তরে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক  ১,৬২,৫৬৫ কোটি টাকা এবং আয়কর  ১,০৩,৭৯২ কোটি টাকা। বোর্ড এর মোট আহরিত রাজস্বে আমদানি শুল্কের হার ১২ শতাংশ , আয়কর ৩৪ শতাংশ এবং ভ্যাট ৫৪ শতাংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা তন্মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বাবদ আয় ধরা হয়েছে ৪৪,০৫৭ কোটি টাকা (১২%), প্রাক্কলিত আয়কর ১,২২,১০০ কোটি টাকা (৩৩%), আমদানি ও স্থানীয় ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ২,০৩,৮৪৩ কোটি টাকা (৫৫%)। উল্লিখিত তথ্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, জাতীয় রাজস্ব আয়ে ভ্যাট আইনের অবদান সবচেয়ে বেশি।

## রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল

**(১) অটোমেশন:** বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অটোমেশনের আওতায় আনা জরুরি। স্মার্ট বিশ্বে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে টিকে থাকার জন্য অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ অটোমেশনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে। কারণ এখাতের ব্যয় অনেক বেশি আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

**(২) নেট বৃদ্ধি:** ভ্যাট ও আয়কর এর আওতার বাইরে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরকে কর নেটে আনতে হবে। জরিপের মাধ্যমে ক্ষেত্র শনাক্ত করে কর আহরণের প্রচেষ্টা নিতে হবে। ভ্যাট ও আয়কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এরিয়াগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নেট বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

**(৩) দক্ষতা বৃদ্ধি:** আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাটের দৈনন্দিন কার্যক্রম যথেষ্ট টেকনিক্যাল। কর কর্মকর্তাকে কর আদায়ের পাশাপাশি করদাতাকে কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত ধারণা দিতে হয়। সেজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা প্রয়োজন। তাই মাঠ পর্যায়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করার জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**(৪) দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন:** কর কর্মকর্তা ও করদাতাদের মনোভাব পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কর আহরণ ও প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট হতে হবে। মেনুয়াল পদ্ধতি পরিহার করে অটোমেশনকে ধারণ ও লালন করতে হবে। একদিকে করদাতা যথাযথ প্রদেয় কর প্রদান করবেন অন্যদিকে কর কর্মকর্তা উন্নত সেবা প্রদান করবেন। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হবে।

**(৫) কর সংস্কৃতি সৃষ্টি:** খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি ইত্যাদি খাতের ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকারের অর্থের প্রয়োজন। জনগণ উক্ত অর্থের যোগানদাতা। দেশের মঙ্গলের জন্য কর প্রদান করা উচিত। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক নাগরিকই কর প্রদানে আগ্রহী। তারা দেশের কল্যাণের জন্য কর পরিশোধ করা পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। বাংলাদেশে কর সংস্কৃতির অভাব রয়েছে। এজন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের কর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্কুল ও কলেজের পাঠ্য পুস্তকে আয়কর ও ভ্যাটের ওপর প্রবন্ধ সন্নিবেশ করা যায়। কর সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বোর্ড ব্যাপক প্রচারণা চালাতে পারে। কর সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণা দূর করে কর প্রদানে করদাতাকে উৎসাহী করা গেলে কর সংস্কৃতি তৈরি হবে।

## স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট ভবন

বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু নতুন নতুন বাণিজ্য মডেল, ই-কমার্স. আধুনিক প্রযুক্তি, টেকনোলজি নির্ভর বিবিধ পরিবহন পদ্ধতি, নিরাপত্তা ঝুঁকি ইত্যাদি একবিংশ শতকের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলছে। তাই বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। এজন্য আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট উইংকে স্মার্ট হওয়ার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সেলক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে আধুনিক স্মার্ট রাজস্ব ভবন। নতুন রাজস্ব ভবন কর কর্মকর্তার মধ্যে অধিকতর ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে। সকলেই উন্নত সেবা প্রদানে আগের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর হবে। আধুনিক ভবনে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট কর্মকর্তার মতো দায়িত্ব পালন করবে এমনটাই প্রত্যাশা।

## শুভ উদ্বোধন

নতুন ভবনটি রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের স্থান। এটি তাদের একটি নিজস্ব ঠিকানা। নব নির্মিত আধুনিক রাজস্ব ভবনটি আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩খ্রিঃ তারিখে শুভ উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। বোর্ড এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ দিনটির জন্যে উন্মুখ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতি ও দিকনির্দেশনা রাজস্ব সৈনিকদের দায়িত্ব পালনে অধিকতর অনুপ্রাণিত করবে। শুভ উদ্বোধনের পর কাঙ্ক্ষিত ভবনটি কর্ম চঞ্চলতায় মুখরিত হবে। এটি করদাতা ও কর আহরণকারীর ব্যবসা-বান্ধব প্ল্যাটফর্ম এ পরিণত হবে। ফলে রাজস্ব আহরণে গতি সঞ্চারিত ও সরকারি কোষাগার সমৃদ্ধ হবে। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় বোর্ড-এর ভাবমূর্তি হবে উজ্জ্বল। দেশ পৌঁছাবে ২০৪১ সালে উন্নত সোপানে। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতার সোনার বাংলা।

---

*লেখক: সদস্য (গ্রেড-১), (কাস্টমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।*

INDUSTRY 4.0
BIG DATA
IOT
AUTOMATION
CLOUD COMPUTING

# Taxation and Fourth Industrial Revolution

**Dr. Sams Uddin Ahmed**

***Abstract***

*One of the major challenges of the fourth industrial revolution is taxing the virtual economy worldwide. The issue is not less important for the developing countries like Bangladesh. Virtual world is going hand in hand with the real world and is impacting our lives in many substantial ways. Virtual economy is vibrant and generating considerable amount of income that has tax implications. Countries like the USA, South Korea, and the United Kingdom have framed legislations to tax virtual economy. This is also time for Bangladesh to think seriously about the taxation issue of the virtual economy. Tax administrations of Bangladesh should be ready to accept this challenge of the fourth industrial revolution.*

**Key Words:** 4 IR, Taxation, Virtual world, Virtual economy, Tax administration, Bangladesh

## Part I: Introduction

Fourth industrial revolution (4IR) is changing our lives in a very fundamental way (Fox and Vlodia, 2019). Schwab (2016) states, “Now a Fourth Industrial Revolution is building on the Third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres.” Regarding 4IR McGinnis(2018) states, “It’s a fusion of advances in artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), 3D printing, genetic engineering, quantum computing, and other technologies. It’s the collective force behind many products and services that are fast becoming indispensable to modern life.” Inventions of 4IR includes artificial intelligence, block chain, new computational technologies, virtual reality (VR), biotechnology, robotics, 3D printing, IIoT, energy capture, storage, and transmission. While innovations of 4IR have the ability to impact business and human lives to a great extent, it has some challenges to face. The purpose of this article is to discuss one major challenges we are supposed to face and the challenge is how to tax the gains harvested from 4IR. The article addresses the issue of taxing the economy of VR by the contemporary tax administrations of the developing countries like Bangladesh. The article is arranged as follows. While part I gives an introduction, part II defines VR and other related issues. Part III discusses the taxing mechanisms of income earned through VR activities in developing countries with special reference to Bangladesh. Part IV makes suggestions how to tax VR and finally part V makes some concluding remarks.

## Part II: Virtual Reality and Virtual Economy

Virtual worlds refer to three dimensional environments in which one can interact with others and create objects through their interaction. VR ranges from to choose from fantasy to sport, historical and science fiction. Walpole (2008) states, “The concept of a virtual world is unlikely to be clear to all readers. The types of virtual worlds discussed fall broadly into two types – “unscripted worlds” and “scripted worlds”. A scripted world is one in which a member of the world acquires the form of an avatar which interacts with the virtual environment inside what is usually a computer game. The example used in the literature is “World of Warcraft” a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game or “MMORPG”.” However, definition of virtual world has not yet been given universally acceptable shape. Girvan(2018) states, “The development of virtual worlds, both in terms of technical features and the widening range of reported user experiences, has resulted in a fragmented understanding in the literature of what a virtual world is and is not. To further complicate this problem, within the educational research literature we find a variety of terms which are used to label the technology: virtual world (VW); virtual environment (VE); multi-user virtual environment (MUVE); massively-multiplayer online (role-playing) game (MMO(RP)G); immersive virtual world (IVW); immersive world; immersive online environment; 3D virtual learning environment; open-ended virtual worlds; simulated worlds; serious virtual world; social virtual world; synthetic virtual world; and virtual learning environment (VLE).” This abundance of terms might create conceptual misunderstandings putting a barrier in the development of the field (Girvan, 2018). However, virtual economy on the other hand is related to the virtual environment. It exists in the virtual world for example against the background of internet games and so. The massive development and use of information and communication technology (ICT) has made possible the expansion of virtual economy. Nazir and Lui (2016) state, “The term ‘virtual economy’ (VE) refers to the process of exchanging virtual items and services with virtual currency within a virtual world. A virtual world (VW) is an avatar-based 3D platform, in which avatars represent real-world users.”

Lehdonvirta and Ernkvist (2011) delineates, “The widespread adoption of ICTs in everyday life has given rise to a massive new market for digital goods and services. Addressing the business op-opportunities in this market has traditionally required significant skills and infrastructure, putting them out of reach for most people in the developing world… And although digital resources in principle are unlimited, many online platforms have artificial scarcities built into them as part of their design. The demand for these scarce resources, their supply, and the markets where the supply and the demand meet, constitute a computer-mediated virtual economy.” The virtual economy generates huge revenue. For example in 2014 gross revenues of the third-party gaming services industry amounted to $3.2 billion. The bulk of this revenue was captured in the developing countries where these services were produced (Lehdonvirta and Ernkvist, 2011). The dimension of virtual economy is growing rapidly which cannot be ignored by any chance. In 2013, users created more than 2.1 million virtual items for sale in 2013, compared to just 28,000 items in 2004 and the gigantic virtual economic growth not only attracts the real world companies but also the individual entrepreneurs who seek to take the advantage of the economic opportunities created by the VR. Against the backdrop of such massive development in the virtual economy, it is worthwhile to think about the ability of the tax administrations how the huge revenue can be tapped and taxed. It seems a mountainous task for the tax administration of developing countries like Bangladesh.

## Part III: Taxing Virtual Economy

VR and VE are now reality. They impact lives of millions and as is observed generate huge amount of revenue. Taxation of VR or VE is a novel issue. Taxation of such VE might be laughable at first blush. But it deserves serious attention considering the size of the economy. As Huang (2015) noted, “The IRS began efforts to address taxation of virtual economies in 2007, culminating in minor steps to effect compliance and a report by the Government Accountability Office released in May of 2013.” GAO (2013) contended, “Transactions within virtual economies or using virtual currencies could produce taxable income in various ways, depending on the facts and circumstances of each transaction. For example, transactions within a “closed-flow” virtual currency system do not produce taxable income because a virtual currency can be used only to purchase virtual goods or services. An example of a closed-flow transaction is the purchase of items to use within an online game. In an “open-flow” system, a taxpayer who receives virtual currency as payment for real goods or services may have earned taxable income since the virtual currency can be exchanged for real goods or services or readily exchanged for government-issued currency, such as U.S. dollars.” However, there are two main activities in the virtual world that provides financial benefit to the participants. The first one is the scripted type of world such as World of Warcraft which requires many hours to battle and achieve high points of power. The second one is the unscripted world like the Second Life. In Second Life avatars can spend Linden dollars for the premium account holders (Walpole, 2008).

Although the extent of tax non-compliance in VE is yet to be measured, it poses serious compliance risk for the tax administrations around the world. This is particularly true for a developing country like Bangladesh. It can be argued that the present capacity of the tax administration of Bangladesh is not good enough to deal with the issues of non-compliance in the field of VE. In a world where the tax administrations struggle to tax real income, someone might frown at the issue of taxing VE. Huang (2015) states, “Taxation of transactions within virtual worlds may have been laughable at the outset of virtual reality, but the idea merits serious attention today. Online video games have become a multi-billion dollar industry within the last decade. This is due in large part to the rise of the Massively Multiplayer Online Roleplaying Game (“MMORPG,” or “MMO” for short). ” Although the VE taxation issue is gaining ground gradually, research in the field is not remarkable. Huang (2015) mentioned the works of Professors Leandra Lederman and Bryan Camp, who focused on the taxation issue of in-game-traders. They put forward the initial theories of rationalities whether and why virtual worlds should be taxed and argued that in-game transactions relating to virtual assets and currencies should not be taxed whereas transactions involving real money should be (Huang, 2015). Lederman (2007) states, “People generally pay to participate in virtual worlds, and many are there solely for the social and entertainment value. However, even in the course of playing structured games, participants often receive items, such as armor, weapons, or virtual currency, that have value within the game. Some participants accept real money in return for transferring such an item in-world. As a result of such real market trades, many items have ascertainable market values. Some of those values are quite high.” The market value generates revenue and consequential tax incidence. According to Huang (2015) the most important issue is to identify taxable transactions and then the tax consequences. He attempted to identify the transactions as sale of virtual characters, sale of virtual gold and sale of virtual items like armor and weapon and things alike. Countries like the USA and Sweden are now taxing virtual economy. The IRS in Notice 2014-21 states, “In general, the sale or exchange of convertible virtual currency, or the use of convertible virtual currency to pay for goods or services in a real-world economy transaction, has tax consequences that may result in a tax liability.” The IRS has specific guidelines for taxing virtual currencies generated through virtual transactions. IRS defines virtual currency as, “Virtual currency is a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a unit of account, and/or a store of value. In some environments, it operates like “real” currency (i.e., the coin and paper money of the United States or of any other country that is designated as legal tender, circulates, and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance), but it does not have legal tender status in the U.S. Crypto currency is a type of virtual currency that utilizes cryptography to secure transactions that are digitally recorded on a distributed ledger, such as a block chain, DAG, or Tempo.” The sale and exchanges of virtual currencies has tax consequences. For tax purposes, virtual currency is treated as property. General tax principles applicable to property transactions apply to transactions using virtual currency. A taxpayer who receives virtual currency as payment for goods or services must, in computing gross income, include the fair market value of the virtual currency, measured in U.S. dollars, as of the date that the virtual currency was received.

In Sweden income from gaming sites are subject to taxation. Currently South Korea is planning to tax crypto currency and legislation is underway to that end. South Korea is an important market for crypto currencies and remains one of the top ten countries for total exchanges in virtual currencies (Stengarone, 2020). The UK taxation authority currently imposes tax on crypto currencies and crypto assets. Regarding crypto currency the UK HMRC states that individuals that have crypto currency in the form of personal investment will be liable to pay capital gains tax at the time of disposal of their crypto currency. 'Disposal' refers to the following transactions:

- ✓selling crypto assets for money
- ✓exchanging crypto assets for a different type of crypto asset
- ✓using crypto assets to pay for goods or services
- ✓giving away crypto assets to another person

## Part IV: Taxation of Virtual Economy in Bangladesh

Currently Bangladesh does not impose tax on virtual economy. Bangladesh tax administration is beset with multiple problems like narrow tax base, prevalence of informal economy, slow pace of digitalization, lack of tax culture and many others. So taxing virtual economy is a formidable challenge for Bangladesh. Among other things Bangladesh tax administration lacks capacity and trained human resources. Because of that the transfer pricing regulation in Bangladesh cannot be put in operation though rules were framed in 2012. So at the current situation it could be laughable if someone talks about taxing virtual economy in Bangladesh. But the issue is now a reality. Though there is no study or statistics regarding the number of VR users in Bangladesh, it can be assumed that given the extent of ramification of the VR worldwide, Bangladesh should not lag behind in the sector. According to the statistics divulged by the Bangladesh Telecommunication Regulatory Board, as of November, 2019, there are 99 million internet users in Bangladesh. The number implies the extent of use of VR technology in Bangladesh. So it is imperative that Bangladesh tax administration gives serious consideration to the issue. With that end tax authority should train tax personnel to gain appropriate knowledge regarding VE. It should develop the capacity to identify virtual transactions and assess the same for tax purpose. Best practice to date worldwide can be followed through sharing of knowledge among tax administrations.

## Part V: Conclusion

The taxation of virtual economy is a new issue to address. Both the tax authorities and the researchers should come forward to delve into the issue of VE taxation. Switzer and Switzer (2014) state, "The taxation of virtual world economies is uncharted terrain, one that both researchers and government officials are just beginning to scrutinize. As the old saying goes, taxes are inevitable in the "real world," but what about the increasingly lucrative virtual world economies? With a first-quarter 2010 market for virtual goods and services of $160 million USD in Second Life alone, it is no wonder that governments are beginning to take notice." Bangladesh tax administrations should take note of the burgeoning extent of the VE transactions and prepare and enforce appropriate legislations to address the taxation issue of virtual economy. Though tax researchers yet to be in full consensus regarding the issue of VE taxation, development in the field is not to be ignored. It is to be borne in mind that taxation of VE is very complicated issue and that should be addressed carefully. This remains one of the major challenges of the fourth industrial revolution in Bangladesh.

Income
Income
Income
TAX

**কর মুক্ত আয়ের সীমা কত?**

| ধরণ | করমুক্ত আয়ের ধরণ |
|---|---|
| স্বাভাবিক ব্যক্তি | ৩,০০,০০০/- |
| তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা, মহিলা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা | ৩,৫০,০০০/- |
| প্রতিবন্ধী করদাতা | ৪,৫০,০০০/- |
| গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা | ৪,৭৫,০০০/- |

*[অর্থ আইন-২০২২]*

## Reference

Fox, Eleanor and Valodia, Imraan. 2019. Business Day. (22 July, 2019). <https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2019-07-22-neglected-challenge-of-the-4ir-debate/>. Accessed 9 January, 2019.

Girvan, Carina. 2018. What is a virtual world? Definition and classification, Springer. <https://www.researchgate.net/publication/323022301_What_is_a_virtual_world_Definition_and_classification/link/5a7cf43caca272341aed8284/download>.

HM Revenue and Customs. Cryptoassets: tax for individuals (20 December, 2019). <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals>.

Huang, Byron M. 2015. Walking the Thirteenth Floor: The Taxation of Virtual Economies, Yale Journal of Law and Technology, 17, 224.

IRS. Internal Revenue Bulletin: 2014-16., (April 14, 2014). <https://www.irs.gov/irb/2014-16_IRB#NOT-2014-21>.

Koinly Blog. Guide: Crypto currency Tax in the UK (HMRC) – 2020 (15 November, 2019). <https://koinly.io/guides/hmrc-cryptocurrency-tax-guide/>.

Lederman, Leandra.2007. Stranger than Fiction': Taxing Virtual Worlds, New York University Law Review, 82, 1620 – 1672.

Lehdonvirta, Vili. & Ernkvist, Mirko, 2011. Converting the Virtual Economy into Development Potential: Knowledge Map of the Virtual Economy, Washington, DC; infoDev / World Bank.Available at http://www.infodev.org/publications

Martin, Shwan. 208. Key Components of the Fourth Industrial Revolution. Electronics 360. < https://electronics360.globalspec.com/article/11439/key-components-of-the-fourth-industrial-revolution>.

Mcginnis, Devon. 2018. What Is the Fourth Industrial Revolution? Sales Force Blog. < https://www.salesforce.com/blog/2018/12/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4IR.html>.

Nazir, Mohamed and Lui, Carrie Siu Man. 2016. A Brief History of Virtual Economy, Journal of Virtual Worlds Research, 9(1). < https://researchonline.jcu.edu.au/44215/1/44215%20Nazir%20and%20Lui_published.pdf>.

Scwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. < https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>.

Stengarone, Troy. South Korea Works to Bring Crypto currency into the Mainstream, (The Diplomat, 3 January, 2020). <https://thediplomat.com/2020/01/south-korea-works-to-bring-cryptocurrency-into-the-mainstream/>.

---

*The Writer is Member (Tax Policy), National Board of Revenue*

**আয়কর হার কত?**

বাংলাদেশে Progressive Tax Rate Structure রয়েছে। অর্থ্যাৎ আয় যত বৃদ্ধি পায় আয়কর হার তত বৃদ্ধি পায়।

| মোট আয় (ব্যক্তি) | কর হার |
|---|---|
| প্রথম- ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | শূণ্য |
| পরবর্তী- ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | ৫% |
| পরবর্তী- ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | ১০% |
| পরবর্তী- ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | ১৫% |
| পরবর্তী- ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | ২০% |
| অবশিষ্ট আয়ের উপর | ২৫% |

*[অর্থ আইন-২০২২]*

**করদাতার অবস্থানভেদে নূন্যতম কর কত?**

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ:

| এলকার বিবরণ | ন্যূনতম করের হার (টাকা) |
|---|---|
| ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা | ৫,০০০/- |
| অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা | ৪,০০০/- |
| সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা | ৩,০০০/- |

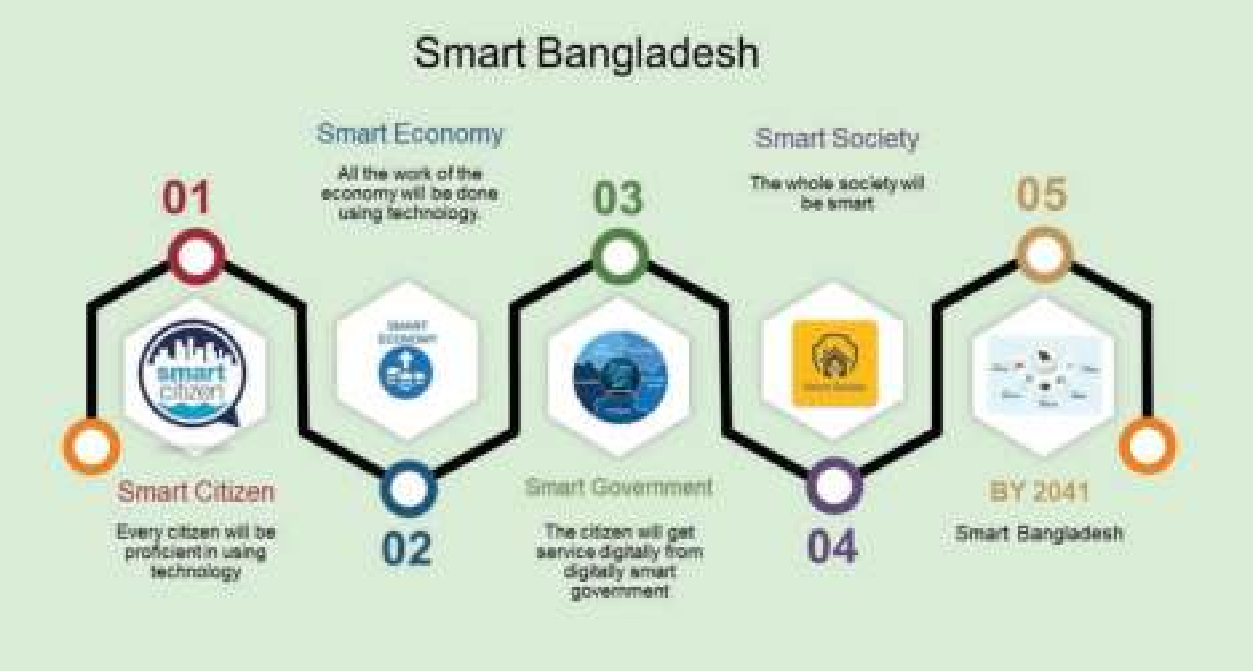
Smart Bangladesh
01
Smart Citizen
Every citizen will be proficient in using technology
Smart Economy
All the work of the economy will be done using technology.
02
03
Smart Government
The citizen will get service digitally from digitally smart government
Smart Society
The whole society will be smart
04
05
BY 2041
Smart Bangladesh

# National Board of Revenue towards Smart Bangladesh

**Dr. Md. Shahidul Islam**

## 1. Towards Innovative Bangladesh: Building a SMART nation by 2041

Since the honorable Prime Minister of Bangladesh- Sheikh Hasina issued a clarion appeal on December 12, 2008, as part of the Awami League's election manifesto, the concept of digital Bangladesh has captured the attention of the entire nation for the past 13 years (Chowdhury & UNDP, 2022). Bangladesh, a technologically backward nation, has undoubtedly made a remarkable journey towards broad digitalization, beginning with absolute incredulity and constant derision by doubters, and yet undoubting conviction by a few. Today, a large portion of Digital Bangladesh's potential is benefiting the populace directly, especially the underprivileged rural poor. The objective currently is to transform Bangladesh into an innovative and knowledge-based economy, with smart cities and villages being considered as the future. In place of the Digital Bangladesh Taskforce, the government has established the "Smart Bangldesh Taskforce," which is headed by Prime Minister Sheikh Hasina and consists of the ministers of finance, education, planning, commerce, post, and telecommunications, as well as secretaries of various government departments and the heads of the DU, BUET, and SUST CSE departments (TBS, 2022). The newly established task force's goals and areas of focus include giving advice on the creation and execution of time-bound action plans for transforming activities in the financial, agricultural, health, and educational sectors into innovative systems; launching the Bangabandhu-02 satellite; connecting to the fourth submarine cable to handle bandwidth demand after the introduction of 5G; and creating and implementing a (Made in Bangladesh) branding policy to meet export goals.

## New Era of Artificial Intelligence (AI)

Machines that learn beyond the logic of the software that programs them, commonly referred to as Artificial Intelligence or AI, will predominate on the road to 2041. In the last five years, AI has advanced more than it has in the previous 50. AI assistants that aid people with daily tasks include Siri on iPhones, Google Assistant on Android devices, and Amazon Alexa. One of the main forces in the transition to 2041 will be AI. The Internet of Things (IoT), which is made up of trillions of sensors attached to virtually everything around us, advanced methods of editing, sequencing, and cloning genes, organs, and whole animals (despite the ethical debate surrounding this), and nanotechnology with materials stronger than steel and thinner than a human hair are some other significant drivers. Young minds of the country can play a role in this regard because of their intellectuality to invent and to share knowledge at least with the support of foreign tech-based companies.

**"We'll make Bangladesh a developed country by 2041, and that Bangladesh will be a Smart Bangladesh,"** the hon’ble prime minister Sheikh Hasina said while attending the inaugural program of Digital Bangladesh Day 2022. She believes every citizen will be skilled in using technology, economic activities will run through using technology, government will be (technologically) smart and the whole society will be (technologically) smart at large.

## The Challenges to Overcome

In her speech marking 'Digital Bangladesh Day-2022' on December 12, Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina said, **“The Awami League government is working to transform the country from “Digital” to “Smart Bangladesh by 2041. The government is working to successfully implement the four foundations of building 'Smart Bangladesh': Smart Citizens, smart economy, smart government, and smart society. In Smart Bangladesh, everything will rely on technology; citizens will be skilled in using technology and the entire economy will be managed by technology. Massive efforts have already been undertaken to make the government and society smart in this regard.”** Challenges help to open doors of opportunities. The main challenges towards building a "Smart Bangladesh" are formulating proper policies and integrating government and academic entities and service providers.

In Dhaka, government faces difficulties in changing the traffic systems that continue to exist due to huge population. Targeting the technology developments worldwide, government has introduced metro rail service on the busiest roads in Dhaka with maximum automation. Already the Uttara-Agargaon metro rail service has been launched. Other routes are going to be open for service soon. BRTA is adopting automated service system to ease and facilitate the transportation service. Still there are challenges to implement advanced technology in normal transportation system in the metropolitan city which the government is trying to address with priority. All instructional materials for education are intended to be updated to incorporate digital technologies. Though it is a challenging task, concerned stakeholders are trying hard to accommodate maximum automation in education system. Along with education sector, government targets to improve automation equal in agriculture, industry, and health. However, people concerned claimed that the government's stated objectives for digital Bangladesh needed to be redefined on next level. Concerns has been addressed in the objectives of Smart Bangladesh.

The use of digital systems to combat corruption and provide accountability and transparency needs attention. Bangladesh face challenges in terms of certain digital services. For instance, slow internet speed needs to be addressed and introduction of 5G service needs to be done in all 64 districts. Although a smartphone is required to access digital services, Bangladesh uses smartphones less frequently than India, Pakistan, and Nepal. Bangladesh is behind India, Sri Lanka, and Vietnam in the World Economic Forum's Networked Readiness Index (NRI), which ranks 131 nations (Afrin, 2022). The index highlighted some strengths, such as the rate of internet use, affordable price, investment in telecommunication services, and reducing discrimination on digital transactions in city and rural areas, while the index also highlighted some weaknesses, such as e-commerce policy, a gender-based gap in use of the internet, and quality of control. It is clear that government has taken initiatives and implemented targets properly to digitalize the internet service in Bangladesh.

In order to create a digitally integrated country, the focus of a smart Bangladesh will be on artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), and cyber security, which calls for both infrastructure and a skilled labor force. Previously thought to be unattainable, digital Bangladesh is now a reality. The work of creating a Smart Bangladesh is underway, too.

## 2. Path towards 2041 from 2022: Role of NBR in Tax Revenue Collection Incorporating the Motto of Smart Bangladesh

With the help of the taxpayers, revenue collection has grown significantly over the last 14 years (Dhaka Tribune, 2022). NBR brought in Tk 3,01,633 crore in revenue in FY22. One officer of NBR revealed that about 65% to 67% of the total income comes from indirect taxes (VAT and customs). The main goals of the revenue board to increase revenue sourcing in the near future include automation, and policy support including lowering the tax rate, expanding the tax net, and skill development of the revenue officials. The automation initiatives by NBR, such as the electronic fiscal device system, bond automation, and VAT automation, have significantly aided enterprises and increased revenue collection. Experts, thus, recommends creating VAT offices at the Upazila level to promote VAT compliance practices. In order to improve the connection between enterprises and tax officials, experts encourage the government to thoroughly investigate allegations of difficulties faced by a group of revenue officials.

### Success of Digitalization in Revenue Collection by NBR

Tax authorities of Bangladesh intends to adopt inventions of AI to facilitate the taxation system of Bangladesh to become more automatized. It is a collaborative effort of stakeholders to instill the concept of smart Bangladesh in tax automation of Bangladesh. The government has concentrated on automating its direct and indirect tax processes throughout time in an effort to reduce taxpayer burden, promote transparency, and get rid of corruption. A push for online tax return filing, nearly complete automation of customs procedures, and the construction of an e-VAT administration. The NBR has noticed a gradual rise in the number of filings since the implementation of the online return filing for VAT: from roughly 3,000 in the first month to 42,000 in July 2020 (Parvez, 2020). Currently it is almost 3,00,000 filings. The NBR is working to quickly finish automating the bonded warehouse licensing system and develop an online platform called National Single Window to facilitate trade and commerce. The introduction of the electronic fiscal device (EFD) has been done successfully. Electronic Fiscal Device Management Systems (EFDMS) has been introduced to optimize self- compliance by increasing regular filers, and by reducing stop-filers and non-filers, reducing the tax gap and tax disputes, to increase arrear collection and to increase issuance of refund.

In order to execute the VAT and Supplementary Duty Act 2012 and repeal the manual system and more than two-decades-old VAT rules, the government launched the VAT Online Project in 2013 with funding from the World Bank. The country, which has the lowest tax-to-GDP ratio in South Asia, also needed to lower business costs, promote compliance, and raise income. Even though it has been a while since the VAT Online Project was completed, the National Board of Revenue (NBR) plans to expedite the full transition to an automated value-added tax (VAT) system.

Bangladesh is now undergoing Least Developed Country (LDC) graduation by 2026. Bangladesh must keep up with the pace of the advanced world. Keeping the importance in mind, Bangladesh government has focused on 'Smart Bangladesh' agenda by 2041. In order to advance towards becoming a developed nation, Bangladesh government needs to prioritize the natural challenges towards the revenue collection as well. New advanced technology such as the use of AI, automated & integrated internet of things must be utilized in every sector of revenue collection such as VAT, Income Tax and Customs.

### 3. Already Taken Measures to Digitalize Revenue Collection in the Three Major Wings of NBR- VAT, Income Tax, and Customs

The challenge of automating the nation's tax collection system is not new. So, it is now very challenging to remember when individuals first discussed the necessity of doing it to support the reduction of corruption and mistrust and assure openness. The World Bank has consistently recommended that the government overhaul its tax system in order to improve its tax legislation and the method of collecting tax income. It had invested about Tk. 7.0 billion in a significant VAT (Value Added Tax) automation project. The speed at which this significant initiative is being implemented has shown that the NBR is not really serious about digitizing its three wings—Customs, VAT, and Income Tax. Another crucial issue for simplifying taxpayers' lives is the ability to pay taxes online. Despite the exaggerated claims that online tax payment is made easier, the procedure is still difficult and unintuitive. The NBR high echelons may also be interested in knowing the number of returns submitted online since a record number of people is anticipated to file tax returns this year in 2022 (Huq, 2022).

One of the lowest tax-to-GDP ratios in the world is in Bangladesh. Only 11% of the size of the overall economy is represented by tax revenue for the government (Huq, 2022). So, even though Bangladesh has enormous potential to increase revenue earnings, much of it is unrealized. The VAT is a major issue when it comes to expanding the tax base because the combined revenues from income tax and VAT account for 70% of total tax revenue. Currently, all goods and services have tariff values determined by the National Board of Revenue (NBR), and it is from these values that VAT revenues are derived. Automating the system by which the government collects VAT is another key component to increase tax revenue.

### Role of Vendors to Facilitate the Digitalization of Revenue Collection

Vendors would be able to employ an electronic submission and return method rather than navigating paper-based processes through an automated VAT system. As a result, more people would comply with the tax code since the expenses of doing so would be cheaper. The experts predicted that from 35,000 to 85,000 more enterprises will voluntarily pay their taxes, increasing the number of registered online VAT payers by 50,000 (Lomborg, 2016). Currently the number is above 4,00,000. By automating the system, tax revenue would increase by 24.2 billion Tk. Vendors would also profit since they would spend less money on costly auditors and other accounting services required to comply with the complex tax code that is currently in place. The two-part proposal, which consists of eliminating the tariff-setting procedure and automating VAT collection, would increase the country's tax-to-GDP ratio by over 1%. Thus, automated tax collection would accelerate the growth of Bangladesh's economy financially.

However, following data reveals more information regarding the recent initiatives and potentials of NBR and related authorities in order to accelerate the growth of automation in tax collection and maintenance particularly in its three wings—Customs, VAT, and Income Tax.

### A Revolutionary Initiative of NBR: E-Filing

As part of the digitalization of VAT, tax, and customs procedures aligning to smart Bangladesh, the National Board of Revenue (NBR) took the initiative of e-filing beginning in September 2021 in order to make it simple to confirm the accuracy of the information in online forms (Tech Desk Observer, 2021). Due to e-filing, the NBR database will permanently retain all of the taxpayers' accounts, including income and expenses, movable and immovable assets, the number of vehicles, the amount of money put in the bank, transactions, and jewelry. Additionally, it made it simpler to compare changes in wealth and income from one year to the next.

At the Chittagong port, scanner machines have been deployed in an effort to make customs procedures more convenient and to meet long-standing demands from the business sector. Seven scanner machines are now in use at Chittagong Port (Tech Observer Desk, 2021). They include two portable scanners. Five gates have the remaining scanners installed. In essence, these are scanners for imported goods. However, Chittagong Customs has long demanded that 12 scanning devices be installed at least 12 port gates. Mohammad Fakhrul Alam, the customs commissioner for Chittagong, stated that he will be able to fully scan import and export products with 13 scanners of Chittagong Customs if he receives four scanners from NBR and two scanners from Chittagong Port. Since the process has already started, it expects to open more new doors in terms of customs clearing of imported and exported items.

Recently almost 10 baggage scanners have been brought to Bangladesh by the government and distributed in different ports around Bangladesh. For the first time, a human body scanner has been set up at the Hazrat Shahjalal International Airport. 6 container scanners have been planned to set up and being executed (Tender Contract done for both fixed type and mobile type containers) by July-August, 2023.

## Smart VAT Software

Smart VAT is a VAT Management Software that is approved by the National Board of Revenue and covers all categories of your VAT Registered Business (NBR). The National Board of Revenue's (NBR) flawless management of VAT operations in conformity with the VAT Act of 2012 is made possible by SmartVAT, a one-of-a-kind VAT software. Every firm can benefit from the user-friendly VAT Software system because it has features that are top-notch and a comprehensible and simple-to-use system interface.

Particularly, the 2016 VAT and Supplementary Duty Rules were taken into consideration when developing SmartVAT Software. Therefore, managers do not need to worry about keeping track of every transaction or having a separate account just for computing VAT because such chores will be efficiently handled by SmartVAT Vat Software.

## VAT Collection towards Smart Bangladesh

Authority has automatized VAT registration by initiating online VAT registration system for faster VAT registration. There has never been an automated VAT collecting system in place in Bangladesh since the country's tax system first began. Because the NBR VAT system contributes a sizable amount of money to the public coffers, the government has always sought to maintain a transparent environment for VAT collection. By increasing regular filers and decreasing stop-filers and non-filers, minimizing the tax gap and tax disputes, improving arrears collection, and enhancing refund issuance, Electronic Fiscal Device Management Systems (EFDMS) have been developed to optimize self-compliance. The entire VAT system has become transparent and effective for the management as well as the users with the installation of EFDMS. The EFDMS server, which is placed at NBR, is connected to all EFD devices. It would make sure that traders couldn't remove or tamper with the devices' sales data. Once one of the main factors preventing VAT fraud is that NBR does not have a server connected to the ECRs (Electronic Cash Registers) used by merchants. Now NBR will be able to monitor real-time sales data at stores and prevent VAT fraud thanks to this new technology. Customers will also be able to see whether the VAT they paid made it to the government coffers at the same time. Automation and data management helps people for decision-making, such as details on periodic revenue, VAT refunds, and VAT payments, among other things. Through this device, citizens will also be able to see clearly how much VAT they have paid. To submit their VAT data from the servers of large outlets and EFDs, wholesale and retail businesses are connected by EFDMS. Besides, a huge opportunity will be opened up if all the 49 departments of tax collection authority are incorporated under a single window.

## Income Tax collection towards Smart Bangladesh

The National Board of Revenue introduced the electronic tax deducted at source (e-TDS) system to automatically resolve tax disputes and reimburse taxpayers for paid-in-advance income tax. For the purpose of obtaining data on tax deductions for salary payments and other sectors, the eTDS system would set up data exchange with the e-return system. The e-TDS system will make it simple for taxpayers to claim tax credits, amend their TDS at the time of filing their tax returns, and request refunds on taxes they have already paid. Additionally, the system gives taxpayers access to their tax certificates, acknowledgement receipts, and taxpayer identity numbers at any time from their system accounts. Four tax zones are now using the system as part of an e-TDS pilot program (Hasan, 2021).

Currently, more than three lakh authorized representatives provide taxpayers TDS solutions. Approximately 60% of all income tax receipts from July 2020 to June 2021 came from TDS. The procedure will be simpler for the authority and the taxpayers thanks to the e-TDS technology. Within 2025, the system will be able to pay for 50% of the source tax settlement because the SSL wild card has already been added to it. To help enterprises modify advance paid tax at the import or export stages, an AI-based export-import engine has been developed. The engine would be connected with the customs department's ASYCUDA system. As a result, income tax filing, tracing non-filers, tracking source tax deduction and other complex issues regarding income tax is getting easy for both individual tax payers and government to track and record properly. Where e-TIN system and e-return filing are being implemented in full function, e-Payment system is partially completed and expected to be ready for full operation mode by the end of 2023.

## Customs towards Smart Bangladesh

Bangladesh Customs has been playing an important role in facilitating and maintaining the import-export process in international trade. Through the world-dependent Customs System, ASYCUDA World, revenue collection has become dynamic, data-oriented, and equitable. The Customs Automation Wing of the National Board of Revenue has recently taken some important steps to increase national revenue, strengthen economic infrastructure, and build Digital Bangladesh.

One of the exemplary endeavors of the National Board of Revenue during the Mujib years was the upgradation of the ASYCUDA World System's entire infrastructure in 2021. It is noteworthy that Bangladesh Customs has upgraded its data center, network, database, hardware, middleware, and software. Through a uniform, harmonized system, all custom houses, border land customs stations, and customs stations across the nation will be able to exchange data simultaneously with a central data center, ensuring a fully digital eco-system. The trade is now more business-oriented, transparent, and paperless, thanks to integration with various government agencies, the implementation of a unified valuation system, and the introduction of IATA-based manifest submission for air cargo.

The Automated System for Customs Data (ASYCUDA) is a computerized customs management system that covers most foreign trade procedures. It handles manifests and customs declarations, along with accounting, transit and suspense procedures. This software is being used in Bangladesh for 24/7 online access to declaration processing and other system resources, speeding up the assessment of customs declarations, significantly reduces transaction time for payment and release of cargo, improving accountability for revenue collection and cargo consignments, limiting discretionary powers of Customs Officials, encouraging voluntary compliance by importers, providing for real-time reporting and generation of statistics on demand providing an opportunity for other administrations to interact with customs more efficiently: Bureau of standards and other administration who provide permits and licenses, increasing efficiency of record-keeping problems of lost declarations and paper invoices, encouraging the modernization of customs by providing: opportunities for alternative payment options e.g. prepayments, credit encourages activities with larger companies.

NBR authority has undergone the adaptation of Single Window Interface as part of adaptation and modernization of the automated customs system. The Single Window brings together information (documentation and data requirements) from all participating authorities/agencies. Economic operators must submit data or documentation related to import and export clearance at a common, unified interface. It targets to brings together all departments of NBR under one platform.

The National Board of Revenue (NBR) decided to automate bond management in light of the shortcomings of the current bond system. NBR performed an analysis of bond customs automation and believes that the automated system will guarantee the following benefits:

- The automated bond network will make it possible to electronically monitor and control all bond-related activity. By providing services on time, it is anticipated that the automated system will considerably increase efficiency and cost savings.
- The automation will assure accountability while saving time.
- All stakeholders' perspectives would change if the automation process were successfully implemented.
- Trade costs will go down, and import-export will run more smoothly.
- The project outline states that the lengthy, flat steps in the clearance procedures will be reduced to the absolute minimum.
- Businesses can gain from automated filing by reducing paperwork, staffing, and administrative costs, getting involved in the original development, and storing all data at a single location.

Customs authority has initiated automation process in their regular case management and contact options. The authority has also developed their websites and hotline numbers to initiate and continue the automation process to ensure more customer interactivity. Besides, e-auction and e-payment procedures are in process of getting more tech-based than previous.

## 4. Future Direction

Every step of the production and distribution process, from the hiring of labor and the purchase of raw materials to the selling of finished, consumable goods and services, is subject to VAT, an indirect consumption tax. It is therefore more comprehensive than a sales tax, which is only levied at the point of final consumption. The Government of Bangladesh (GoB) has relied on VAT for more than a third of total tax receipts during the past 15 years, making little headway in enforcing the taxes of high-net-worth individuals and significant enterprises. The Bangladesh National Board of Revenue (NBR) received assistance from the World Bank (WB) VAT Improvement Program (VIP) between 2015 and 2021 to enhance VAT administration. Notably, the initiative really aided in speeding up the automation procedure. Additionally, VIP surpassed its goal of approximately 25 times the total value of electronic VAT payments (BDT 2.6bn vs. the target of BDT 105m). The project aimed to cut the processing time for VAT refunds from 120 to 102 days, but it was successful in getting it down to 90 days instead. In fiscal year (FY) 2020–2021, VAT income climbed to 1.15 trillion Bangladeshi takas (BDT), above VIP's aim of BDT 914 billion. Throughout the duration of the program, revenues rose by 15.1% yearly. Thus, NBR is trying to automate the entire VAT, tax, and customs in Bangladesh adopting different automated ideas and products.

NBR has been undertaking a number of modern solutions to ease the tax collection and coordination system through automation, especially for the last ten years. However, the organization can consider new initiatives following the measures taken by emerging nations. Georgia serves as a powerful illustration of effective tax revenue reform. The 2003 Rose Revolution, which gave the new administration a mandate to improve the economy and combat pervasive corruption, made it possible for Georgia to implement a comprehensive tax reform. The nation's new authorities established a policy of "zero tolerance" for corruption, and both the laws and the society started to alter. Georgia's tax revenue as a percentage of GDP doubled to 25% by 2008. The government also made paying taxes simpler by implementing programs like an electronic tax filing system. In this approach, technology increased productivity while minimizing the potential for malfeasance. Parallel to this, the government reduced the amount of startup capital needed, increasing tax income. Georgia's experience teaches us that having a clear mission, obtaining high-level political commitment and buy-in from all stakeholders, revising indirect taxes on goods and services, etc. are the best ways to generate tax income.

As Cambodia has done, a large taxpayer office enables a nation to concentrate tax compliance efforts on the biggest taxpayers. In order to increase compliance and combat corruption, it is crucial to manage information and make the most of big data. The majority of the researched nations have accelerated their income mobilization reforms by utilizing IT technologies. Georgia has e-filed most procedures automated. Along with a one-stop Internet portal, it has also implemented a mechanism for information sharing between tax authorities, taxpayers, and banks. The management of taxes and customs has also been computerized in Cambodia, Guyana, and Liberia. Significantly, Cambodia engaged over 200 new auditors and conducted risk-based audits of taxpayers at customs and of the 150 largest taxpayers. Ukraine established a targeted auditing program, enhanced internal tax administration control, attacked bogus VAT claims, and created a customs office anti-smuggling program. Over the course of the reform period, the revenue growth in each of the four countries was spectacular and averaged at least 1 percent of GDP annually. As in Ukraine, revenue growth in Georgia was equivalent to 2.5% of GDP annually. Accordingly, Bangladesh can follow the examples of emerging nations to accelerate the growth of digitalization in terms of revenue collection.

## 5. Conclusion

The main purpose of ‘Smart Bangladesh’ is to go fully automated in every possible sector to provide public with maximum support for ease of doing business as well as managing income tax issues and VAT related issues. NBR has been working relentlessly to reach the targets of Smart Bangladesh with efficiency and effectiveness. The main target towards building a "Smart Bangladesh" is formulating proper policies and integrating government and academic entities and service providers. NBR intends to bring all its functional departments under one umbrella through full automation. But the effectiveness and efficiency will depend much on brining all the citizen of Bangladesh under this umbrella where they can interrelate every issue related to VAT, Income Tax collection and Customs and avail every service they require without any hassle. All the latest software, websites, automated services target the collection of revenue to be effective, efficient and smooth.

Bangladesh will already be a frontrunner among middle-income nations in 2041 when it comes to constructing the institutions, processes, and technology necessary to effectively maintain its emerging trajectory of outclassing forward. We will need to focus on revenue collection in order to keep up with the pacing world. Bangladesh is making a reputation for itself on a worldwide scale when it comes to revamping its public and private institutions. We currently provide digital expertise and knowledge to a number of LDCs, including Cambodia, Somalia, South Sudan, and Yemen, as well as to developing nations like the Philippines, Maldives, and Fiji, whose per capita GDP is significantly higher than ours (Chowdhury & UNDP, 2022). Our greatest asset, nevertheless, will be our talent. It must thus make the appropriate investments in human capital. It must utilize its talented employees in this area of income tax specially. Nevertheless, the area of the tasks of income tax will be enriched with the collaborative efforts of related tax collection, accumulation and automation departments. Need to develop a connectivity among the internal departmental wings of NBR and other tax-related organizations of Bangladesh. Only then the act of knowledge sharing within the tax related authorities will be successful. In conclusion, the highest tax authority of the country needs to monitor the entire tax collection and maintenance system to ensure efficiency, effectiveness and business facilitation among the other tax-related organizations of Bangladesh.

## References

Afrin, S. (2022, December 12). Digital Bangladesh unfinished, now govt’s new vision Smart Bangladesh. Available in https://en.prothomalo.com/bangladesh/government/y7hpqsqs47?fbclid=IwAR3mwmXd6nnrhcYC-qgAqKVEgVgbHaWRV4AxWcHnLFN6cd06Ivhsf-L1V3M

Akitobi, B. (2018). Five country cases illustrate how best to improve tax collection. RAISING REVENUE. FINANCE & DEVELOPMENT. International Monetary Fund. Available in https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/03/akitoby?fbclid=IwAR1HhLKmB9xw79TpeqqOQ7ul8AvGTH-x-j97c5KQei_hNpdoYJl1hvtLucI

Bari, E., Khan, T. I. and Ullah, M. S. (2022). THE VALUE-ADDED TAX (VAT) IMPROVEMENT PROGRAM: RAISING THE OPERATIONAL EFFICACY OF THE VAT ADMINISTRATION IN BANGLADESH. Joint Agency Research Report. Oxfam.

Chowdhury, A. & UNDP. (2021). Digital Bangladesh to innovative Bangladesh: The road to 2041. Retrieved from https://www.undp.org/bangladesh/blog/digital-bangladesh-innovative-bangladesh-road-2041?fbclid=IwAR3mwmXd6nnrhcYC-qgAqKVEgVgbHaWRV4AxWcHnLFN6cd06Ivhsf-L1V3M

Hasan, R. (2021). NBR to launch e-TDS in Sept. New Retrieved from https://www.newagebd.net/article/146691/nbr-to-launch-e-tds-in-sept.

High level committee formed for smart Bangladesh. (2022, August 22). The Business Standard. Available in https://www.tbsnews.net/bangladesh/high-level-committee-formed-smart-bangladesh-481974

Huq, Z. (2022). NBR automation: still a distant dream? The Financial Express. Available in https://thefinancialexpress.com.bd/views/opinions/nbr-automation-still-a-distant-dream-1665067596?fbclid=IwAR2hKBPuZqP654yW0z3-UEF75Wdyu1kbNjch5wMnaRqbce8b0eGXfPxxSOI

Indirect taxes contributed 65–67% of the Tk3,01,633C revenue collected in FY22. (2022, December 10). Dhaka Tribune. Available in https://www.dhakatribune.com/business/2022/12/10/indirect-taxes-contributed-6567-of-the-tk301633c-revenue-collected-in-fy22?fbclid=IwAR2tww2ugbuF9nhJwQ55yxrhvpxgVT0Grx3KFAzLDCDFRPTO1o8WGulOJEQ

Lomborg, B. (2016, March 23). How smart solutions to tax reform can help develop infrastructure. The Daily Star. Available in https://www.thedailystar.net/op-ed/economics/how-smart-solutions-tax-reform-can-help-develop-infrastructure-1198066?fbclid=IwAR2oLOEIBM0u1iOYDM5t1D1cXCvdORPxBzFMf6Eip3eNg1LKMYjqSLNzMyA

Parvez, S. (2020, July 17). NBR takes one big step towards automation. The Daily Star. Available in https://www.thedailystar.net/business/news/nbr-takes-one-big-step-towards-automation-1931693?fbclid=IwAR2KIrjn-meydY1N6hLVs_lxcJl8lsWrXhfcBeQqjJ7uPleZbR1a8IUNQU

SmartVAT- VAT Software. (2020, December 20). ERP & VAT Management Software in Bangladesh. Available in https://disystem.net/smart-vat/?fbclid=IwAR3up6cafliFOBfNRMN-KKkBZd1iN-aPJHKGWVsP6EFdQcnJYgCBi1mHbNM

Tech Observer Desk. (2021, July 22). Digital Bangladesh: Import-export products to come under scanning. Available in https://techobserver.in/2021/07/22/digital-bangladesh-import-export-products-to-come-under-scanning/?amp=&fbclid=IwAR2hAQWBzGFoRqTiD88E22Mv5fXaiSHMOQ_40js_zfmNkH-fFoDRNuAOh8Y

Tech Observer Desk. (2021, September 8). Bangladesh National Board of Revenue goes digital for e-filing. Available in https://techobserver.in/2021/09/08/bangladesh-national-board-of-revenue-goes-digital-for-e-filing/?amp=&fbclid=IwAR075LZKuxm6tjgTyrCBDnefsayvBQoxvk4rEawKaA-qedZTdY5rj7wm2aQ

Tribune Desk. (2022, December 10). NBR to expedite transition to automated VAT. Dhaka Tribune. Available in https://www.dhakatribune.com/business/2022/12/10/nbr-to-expedite-transition-to-automated-vat

---

*The writer is Member (VAT Audit), National Board of Revenue, Dhaka.*

# বিমানবন্দরে স্বর্ণ আটক: চোরের একদিন...

**ড. মইনুল খান**

সামনে আটক স্বর্ণের চালান। টেবিলের ওপর সাজানো। এখনো গণনা শেষ হয়নি। সদ্য ধরা পড়েছে। বিভিন্ন সংস্থার লোকজন ছুটাছুটি করছে। সম্প্রতি কয়েকটি আলোচিত স্বর্ণ চোরাচালানের মধ্যে এটি বৃহৎ হবে। যে কৌশলে ধরা হয়েছে, সেটি অভিনব। শুল্ক গোয়েন্দার টিম উল্লাস করছে। করবে না কেন? গত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে এই আনন্দ। কাহিনির পেছনের কাহিনি কেউ কেউ টের পেয়েছেন – তারা তৃপ্ত। সবার পদমর্যাদা যেন সমান হয়ে গেছে। দলের সদস্যরা দলনেতাকে এমনভাবে সম্বোধন করছে, তারা যেনো সমমর্যাদার সহকর্মী। দলনেতাও স্টাফদের আপনজন ভাবছে। কাঁধে হাত দিচ্ছে। বন্ধুর মতো ব্যবহার। সদর দপ্তরের আরো কর্মকর্তা যোগ দিলো এই উচ্ছ্বাসে।

দুই সপ্তাহ ধরে খবর, বড় চালান বিদেশে থেকে আসবে। টাকার মূল্যমান কত হবে – জানা যায়নি। শুধু বলা হলো, বিজি ০৪৮। বিমানটি দুবাই থেকে আসবে। এটি হবে পাচারের বাহন। বিমানের ঐ ফ্লাইটটি ঝুঁকিপূর্ণ। বেশ কয়েকবার বিমানে চালান ধরা পড়েছে। এখন কার কাছে, কীভাবে পাওয়া যাবে – সেই তথ্য নেই। মহাযজ্ঞ কাজ। সমুদ্রে মুক্তা খোঁজার মতো। এর আগেরটা ধরা পড়েও ফসকে গেছে। কোথাও কোনো ব্যর্থতা হয়তো ছিল। অনুসন্ধান চলেছে। দায়িত্বে অবহেলা হতে পারে। ঘটনা মূল্যায়নের পালা। মোবাইলে কল।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ ঐ চালানটি কীভাবে চলে গেলো? আপনারা কী করেছেন?

ঃ স্যার, ট্রাকিং করে হাতেনাতে ধরা কঠিন। ইনফরমারের কাছ থেকে নতুন তথ্য এসেছে। প্রথম চালানটি সম্পর্কে ওরা আগে থেকে জেনে গিয়েছিল। ওরা অন্যপথে নিয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় চালান আসবে। এটিও স্বর্ণ।

ঃ ০০৮১ কে আমার কাছে হাজির করো। আমি কথা বলতে চাই। এবার আমি নিজে মনিটর করবো।

ঃ স্যার, ০০৮১  ক্রিমিনাল দলের একজন। লোকটি সামনে আসতে চায় না। খবর পাঠিয়েছে, ভালো সোর্সমানি দিলে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিবে।

ঃ বাজেট ঘাটতি আছে। কথা বলে ঠিক করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী সোর্স মানি পাবে। কথা বলো। সঠিকভাবে সোর্সমানি ব্যয় করতে চাই।

গোয়েন্দা অফিসার কথা বলছে। এই গোয়েন্দার চৌকসে কয়েকটি নজরকাড়া মামলা হয়েছে। তার কথায় হতাশ হলেও, উত্তেজনা প্রশমন হলো না। গোয়েন্দাদের উৎসাহ দেখে প্রথমে অস্বস্তি লাগলেও, পরে দেখলাম এটি স্বাভাবিক। চাঞ্চল্যকর মামলা হলে, সবার মাঝে প্রশান্তির ঝড় বয়ে যায়। ধরা না পড়া পর্যন্ত উত্তেজনার রেশ থেকে যায়। ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ডাকালাম। ধীরে ধীরে বের করার চেষ্টা। পেছনের কাহিনি জানতে। সাথে আরও দুজনের সাথে একান্তে কথা বললাম। জানলাম, ইনফরমার অন্য কেউ নয়। সংবাদ দেয়া তার পেশা। ক্রিমিনাল গ্রুপের একজন। গ্রুপের সাথে মিশে গেছে। ইনফরমার ০০৮১ মনোযোগ অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আরও দুটোর ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। অনেকদিন টেলিফোনে কথা হয়েছে। সামনে

আসতে চায় না। ভিন্ন প্রকৃতির। মোবাইলের নম্বরও অনেকগুলো। কল ব্যাক করা যায় না। যখন সোর্স কল করবে তখনই কেবল কথা। চালান আসছে এটি নিশ্চিত। অন্য সোর্স থেকেও খবর পাচ্ছি। বিদেশি সোর্স সেটি ইঙ্গিত করছে। এই সোর্স আগে ৮ কেজি স্বর্ণের চালান ধরিয়ে দিয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায়। টয়লেটে পড়ে ছিল। কমোডের উপরের অংশে পানির ভেতর দুটো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো প্যাকেটে লুকায়িত। সোর্স এয়ারপোর্টে কাজ করে, এটি নিশ্চিত। বনিবনা হয়নি। ধরিয়ে দিয়েছে। চালানটি ধরা পড়লেও কৃতিত্ব নেয়ার কিছু নেই। সোর্সমানির কথা বলে বাজিয়ে দেখছে।

ঃ আজকের চালানটির সোর্সকে খবর দাও।

ঃ স্যার, ওরতো মোবাইল নেই।

ঃ ঠিকানা জানো?

ঃ জ্বি না স্যার। কোথায় থাকে জানায়নি।

কালা গোলাম। গায়ের রং কালো। তাই কালা গোলাম। চুল এলোমেলো। সামনের দুটো দাঁত নেই। গোফ আছে। বয়স ৪০। ময়লা রঙের শার্ট। পায়ে স্লিপার। তিনদিন ধরে দেখছি। বাইরের গেস্ট রুমে বসে আছে। পিএ-র কাছে স্লিপ দিয়েছে। টেবিলে পৌঁছায়নি। স্লিপে পরিচয় নেই। পদ নেই। শুধু কালা গোলাম। পিএ এই স্লিপ টেবিলে দিতে রাজি না। দর্শনার্থী উদ্দেশ্য পরিষ্কার করছে না। শুধু বলছে, স্যারকে বলবো। সকালে আসার আগে গেস্ট রুমে দেখলাম। সন্ধ্যায় যাবার সময় একইভাবে বসে আছে। পরপর তিনদিন। দূর থেকে সালাম দিলো। ভাবলাম, অন্য কর্মকর্তার কাছে এসেছে। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

ঃ লোকটি কে? পরপর তিনদিন দেখছি। কার কাছে এসেছে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে দেখছি।

ঃ স্যার লোকটি তিনদিন আসছে ঠিক। কিন্তু নাম, পরিচয় ঠিকমতো বলছে না। একেকসময় একেকরকম কথা। কথাবার্তায় এলোমেলো। কোনো ঠিকানাও দিচ্ছে না।

ঃ এখন কোথায়?

ঃ আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছে।

ঃ মোবাইল নম্বর দিয়েছে? কল করে নিয়ে আসো।

ঃ স্যার তার কোনো মোবাইল নেই। বলছে কাল দুপুরের পর আসবে। দুপুরের খাবার খেয়ে আসবে। এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তিনদিন দুপুরে কিছু খায়নি এখানে। আমরা শুধু দুই কাপ চা দিয়েছি। সাথে টোস্ট বিস্কুট।

ঃ কী মনে হয়ে তোমাদের? লোকটি কে? কেন এসেছে?

ঃ স্যার মনে হয় সাহায্যের জন্য হতে পারে। এর আগে আরেকজন এসেছিল ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেছে। তাকেও বিদায় করে দিয়েছি।

ঃ কী করে বুঝলে, সাহায্যের জন্য? আত্মীয়তার সম্পর্কওতো হতে পারে।

ঃ স্যার, তাহলেতো ঠিকানা বলতো।

ঃ ঘটনাটি সন্দেহজনক। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখবো। রিউইন্ড করো। মনিটরে নিয়ে আসো।

অস্থির। এলোমেলো। কখনো বসা। কখনো দাঁড়ানো। সারাদিন দুই কাপ চা। সাথে বিস্কুট। প্যাকেটের বিস্কুট শেষ করেছে। এটি ওর লাঞ্চ। ঘুমাতেও দেখলাম কিছুক্ষণ। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অপেক্ষা। নিজের বেলায় এমন হলে কষ্টটা বুঝা যেত। গেস্ট রুমে কেউ আসলে চা দেয়ার নিয়ম চালু। সরকারি অফিসের ভাবমুর্তির জন্য এটি করা। এখানে প্রয়োজন না হলে কেউ আসে না। নামি-দামি লোক আসবে। নিজেদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে। হয়তো ন্যায়সঙ্গত সমাধান হচ্ছে না। প্রতিকার পেতে আসছেন। কারোর পরিচয়ে আসছেন। কেউ সরকারকে সাহায্য করতে। অংশীদারিত্ব আছে অনেকের সাথে। কেউ তথ্য দিয়ে, কেউ মূল্যায়ন নিয়ে, কেউ ভবিষৎ পরিকল্পনায় অবদান রাখতে আসছেন।

আত্মীয়-স্বজনও আসতে পারেন। কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন বাসায় যেতে পারেন না। সময়ও হয় না। অফিসে হ্যালো বলে চলে যান। চাকরি প্রার্থীরাও আসেন কোনো রেফারেন্স নিয়ে। কোনটা সম্ভব হয়, কোনটা হয় না। যে লোকটা আজ আসলো তিনি কে? কোনো পরিচয় দিচ্ছে না। শুধু কালা গোলাম বলছে। পরেরদিন আসলে দেখা করতে দিতে বললাম। এজাতীয় ভুল যেনো আর না হয়, সতর্ক করলাম। দেখা করতে দিতে হবে। দুই মিনিট হলেও দিতে হবে। কার কী প্রয়োজন, বলতে দিতে হবে। সরকারি অফিস। সবার জন্য উম্মুক্ত। সেবা পাওয়া সবার অধিকার। এটা দেয়া কাজের অংশ। ইয়েস স্যার, বললো পিএ ফারুক।

চা। সাথে আলমন্ড। বিদেশি বাদাম। কিছুটা ড্যাম। তেমন টেস্ট পাচ্ছি না। তবুও স্ন্যাকস হিসেবে খাচ্ছি। দৈনিক পত্রিকায় চোখ। হেডলাইনগুলো পড়ছি। বিস্তারিত পড়ার সময় নেই। হাতে অনেক কাজ। ড্রাফট হাতে। সংশোধন করতে হবে। প্রেজেন্টশন স্লাইড তৈরি করতে হবে। শ্রীলঙ্কায় ন্যাশনাল কন্টাক্ট পয়েন্টের বার্ষিক বৈঠক। এবার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে। গেলবার ভিয়েতনামের ডানাঙ সিটিতে হয়েছে। বছরের আলোচিত গোয়েন্দা ঘটনা শেয়ার করতে হবে। স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদকের কয়েকটা ঘটনা এবারে স্থান পাবে। কেন চোরাচালান হচ্ছে, প্রধান বৈশিষ্ট্য কী, উপত্তি স্থান কী, কোথায় যাচ্ছে? অন্যদের সাথে মিলিয়ে দেখা। মিনি কনফারেন্স রুমে সভা ডেকেছি। সদর দপ্তরের

কর্মকর্তারা উপস্থিত। পরেরদিন সকাল ৯:৩০টা। পাঁচ মিনিট বেশি হয়ে গেছে। সময়মতো শুরু না করলে অন্য সভাগুলো পিছিয়ে পড়বে। পিএ ফারুক দুবার বাজ দিয়েছে। পিএ সেটে রিং। স্যার, ঐ লোকটা এসেছে। চিরকুট দিয়েছে। টেবিলে দিয়েছি। আবার যেকোনো সময় চলে যেতে পারে।

ঃ এখন কেন এসেছে? আমারতো এখন মিটিং।

ঃ স্যার জানি না। তবে আবারো বলছে জরুরি।

ঃ দুপুরের পর আসার কথা না?

ঃ জ্বি স্যার। কালকে তেমনটা বলেছে।

ঃ ভেতরে আসতে বলো।

গার্ড আসলাম দরজা খুলে দিলো। এখন ভেতরে। বসতে দিলাম। উসকুখুসকু। দুর্বল চেহারার। পাতলা গড়নের। শেভ করেনি। খোঁচা দাড়ি। দাঁতে ময়লা। হাতে ছোট হ্যান্ড ব্যাগ। ব্যাগে ভারি কিছু আছে। দামি ব্রান্ডের। কালো রঙ। অফিস ব্যাগ। ভেতরে কী আছে? হয়তো ডকুমেন্টস। অন্য কিছুও হতে পারে। কোনো ডিভাইস? অস্ত্র? বের করলে কী হবে? লোকটি অচেনা। সোর্স হতে পারে। সোর্স এমন হবে কেন? এই বেশ কেন ধরবে? এক চোখ লাল। অন্য চোখ স্বাভাবিক। চাহনি স্বাভাবিক নয়। বেশভুষার সাথে ব্যাগটি বেমানান। কদিন ধরে আসছে। কোনো কারণ ছাড়া আসার কথা নয়। আজ শুনতে হবে। মিটিং দেরি হলেও ম্যানেজ করে নিবো। যুগ্ম পরিচালককে সভা চালিয়ে নিতে বললাম।

ঃ বসুন প্লিজ। কী নাম?

ঃ কালো গোলাম।

ঃ আপনি বলছেন, কালো গোলাম। আপনার আসল নাম কী?

ঃ যেইটা বলছি ঐটাই।

ঃ এককাপ চা দেই। সাথে বিস্কুট?

ঃ জ্বি স্যার। দেন। ভুখ লাগছে। দিতে বলেন।

ঃ কোথায় থাকেন?

ঃ এয়ারপোর্টে।

ঃ এয়ারপোর্টেতো ঘরবাড়ি নেই। এয়ারপোর্টের কোন জায়গায় বাসা? উত্তরায় থাকেন?

ঃ না স্যার। আমি গরিব মানুষ। এয়ারপোর্টের রেলস্টেশনে থাকি।

ঃ কী করেন?

ঃ চুরি।

ঃ মশকরা করছেন?

ঃ না স্যার। আমি মশকরা করি না। আপনার সাথে মশকরা করুম ক্যান?

ঃ চুরি করা কী পেশা হতে পারে? আসলে কী করেন বলেন?

ঃ স্যার আমি চুরি করি।

ঃ কী! চুরি করেন?

ঃ যখন যা পাই। এই যে দ্যাহেন ব্যাগ আজ সকালে চুরি করছি। বাসে আইতাছি। বাসের ভিতর এইটা লইছি।

ঃ কী আছে এর ভেতরে?

ঃ কাগজপত্র। পাঁচশো টাকা। একটা মোবাইল। আর এই ব্যাগটা।

নিশ্চিত হলাম। নাশকতা করার কিছু নেই। অজানা ভয়টা কেটে গেলো।

ঃ ব্যাগ দিয়ে এখন কী করবেন?

ঃ ভেতরে পাওয়া টাকা দিয়া ভাড়া দিছি। মোবাইল ও ব্যাগটা বায়তুল মোকাররমে বিক্রি করমু। কাগজপত্র ফালাইয়া দিমু।

ঃ আমার কাছে কী? কেন এসেছেন?

ঃ স্যার, ইনফরমেশন দিমু।

ঃ কিসের ইনফরমেশন?

ঃ স্যার সোনার। সোনার ইনফরমেশন। সোনা। সোনা। তিনজন লোক প্রতিরাইতে স্টেশনে আসে। দুইজন এয়াপোর্টে কাজ করে। বাইরের একজন। তিনজনে মিল্লা কথা কয়। গোপন কথা। অনেক গোপনে। আমি পাশ থেকে শুনি। হেরা কী জানি লেনদেন করে। ট্যাকা-পয়সা হবে। একটা প্যাকেট পইড়াছিল। উঠাইয়া দেখি ভেতরে সোনা। সোনা দেইখা পরানডা ভইরা গেল। হাতে নিয়া খালি দেহি আর দেহি। এরপর দেহি, লোকগুলা ফিইরা আইয়া হাত থেকে কাইড়া লইয়া গেল।

এতক্ষণ উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলে কী, এই লোক। একে তো জামাই আদর দিতে হবে। বেল দিলাম। গার্ড আসলমাকে বললাম, নাস্তা দিতে। ভালো করে চা বানাতে। ওয়াশরুমে গেলাম। সামনে কালা গোলাম। গার্ডকে রুমে রাখলাম। একা থাকলে ডিজি-র রুমে চুরি হতে পারে। ফিরে এসে আবার একান্তে কথা।

ঃ আপনি কি আরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ কী আছে আপনার কাছে?

ঃ এই নিন স্যার।

ঃ এটিতো একটা স্কেচ ম্যাপ।

ঃ কবে স্বর্ণ আসবে– আপনি কিছু জানেন?

ঃ দুই একদিনের মধ্যে, স্যার। বুধবারের কথা কয়েকবার শুনছি।

ঃ কোন ফ্লাইটে?

ঃ জানি না। তবে দুবাই দুবাই বলতে হুনছি।

ঃ এয়ারলাইন্স?

ঃ তাও জানিনা, স্যার।

ঃ এই অফিসে কে আসতে বলেছে?

ঃ স্যার, সোনার পোটলা কাইড়া নেয়ার সময় আমি তাগো দুশো টাকা দিতে বলছিলাম। কইছি, ভাত খামু। দেয় নাই। হাতের থাইক্যা সোনা কাইড়া

লইয়া গ্যাছে। ওস্তাদকে ঘটনা জানাইছি। ওস্তাদ আমারে বলছে আপনার অফিসে আসতে। বিষয়টা জানাতে। ওস্তাদ ঠিকানা দিছে।

ঃ এই কাগজটা কোথায় পেলেন?

ঃ নিচে পইড়া ছিল। প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি নিয়া গ্যাছে। এইটা নিচে ছিল। তুইলা পকেটে লইছি। কী আছে জানি না।

ঃ আপনি চুরি করেন, পুলিশে ধরা খান নাই?

ঃ স্যার, খাইছি। পুলিশ এখন আর ধরে না। ধরলেও কিছুদিন থাইক্যা চইল্যা আসি। নেশা করি। নেশা। নেশা করা লোক হাজতে রাখে না। চিৎকার করলেই ছাইড়া দেয়।

স্যান্ডউইচ খাচ্ছে কালা গোলাম। ক্ষুধার্ত। এসব খাবার গোলামের কাছে স্বপ্নের মতো। মিষ্টিও শেষ করলো। সাথে চা। চিনি নিজেই নিলো। চার চামচ। বিস্কুট ভিজিয়ে চা খাচ্ছে। ক্ষুধা মিটাচ্ছে। পকেটে হাত দিলাম। ৫০০ টাকার দুটো নোট দিলাম। খুব খুশি হলো। বললাম, তিনদিন যাতায়াত ভাড়া। আর খাবার খরচ। এখানে আসার জন্য চুরি করতে হবে না। যদি স্বর্ণ পাওয়া যায় আপনাকে সোর্স মানি দিবো। ভবিষ্যতেও চুরি করতে হবে না। ভালো থাকবেন। কনফিডেন্সিয়াল সহকারীকে ডেকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। কালা গোলামকে নিতে যেতে বললাম। রেজিস্ট্রারে নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর রাখতে বললাম। সোর্সমানি দাবি করতে এসবের প্রয়োজন হবে।

টিম ‘বি’ কে খবর দিলাম। সবাই হাজির। মিনি কনফারেন্স রুমের সভাটি শেষ হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় সভার স্লাইডগুলো অনুমোদন করে দিলাম। অন্য মিটিং কাটছাঁট করতে হলো। কালা গোলামের তথ্য নিয়ে আলোচনা করলাম। বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ চলছে। কেউ বলছেন, এটি ভুয়া। কাল্পনিক। নেশাখোর ও চোর থেকে থেকে সাবধান। এদের থেকে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে না। অভিযান ব্যর্থ হবে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অভিযান হলে আমাদের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে। অন্যরা আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা নিবে। এতদিনকার সাফল্য ম্লান হতে পারে। আমাদের প্রফেশনাল সোর্স আছে, নিজস্ব বিশ্লেষণ রয়েছে। নেটওয়ার্কের তথ্যও কাজে লাগাচ্ছি। নিজেদের ওপর ভর করা ভালো। এই তথ্যটি উড়ো খবর। কেউ হয়তো শত্রুতা করে কালা গোলামকে এখানে পাঠিয়েছে। নাশকতা করার জন্যও হতে পারে। যার পরিচয় নেই, তাকে মোটেই আমলে নেয়া উচিত হবে না।

দ্বিমত পোষণ। এই অফিসে যতগুলো কাজ হয়েছে বেশিরভাগ নির্ভরযোগ্য সোর্সের। অপরিচিত সোর্সেও হয়েছে। তবে কম। এই সোর্সকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। গোয়েন্দা কর্মকর্তা ফ্লোর নিয়ে বললো, স্যার যে তথ্য আছে তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিসমত তিনটে কারণ দেখালো। প্রথমত, কালো গোলাম নিজে থেকে এসেছে। আসার আগে ওস্তাদের সাথে কথা বলেছে। ওস্তাদ ঠিকানা দিয়েছে। গোলাম নিজে চোর হতে পারে। কিন্তু তার ওস্তাদ কিছুটা খোঁজ-খবর রাখে। ওস্তাদ সঠিক জায়গায় পাঠিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কালা গোলাম এখানে এসেছে ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে। এখানে ‘ডিপ্রাইভেশন ফ্যাক্টর’ কাজ করছে। সোনার পোটলা হাত থেকে কেড়ে নেয়ার সময় দুশো টাকা চেয়েছিল। এটি না পেয়ে ওর মনে ক্ষোভ জন্মেছে। কাজটা অবৈধ। এটি দেখে ফেলায় ঐ সোনায় ভাগ পাওয়া তার অধিকার মনে করেছিল। কিন্তু এটি না পাওয়ায় কালো গোলাম অসন্তুষ্ট। ক্ষুব্ধ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশের জন্য সত্যি কথা বলবে। তৃতীয়ত, এর দ্বারা তিনি লাভের আশা করছেন। ওস্তাদ নিশ্চয় জানেন, সোনা ধরা পড়লে কিছু পাওয়া যায়। পত্র-পত্রিকায় হয়তো দেখেছে। ধরিয়ে দিতে পারলে তার ব্যক্তিগত লাভ হবে। চতুর্থত, চোর থাকে এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে। এয়ারপোর্টের দুশো গজ দূরে। বের হলেই স্টেশন। এয়ারপোর্ট থেকে অপকর্ম করে রেল স্টেশনে চোরাচালানীরা জড়ো হতে পারে। লেনদেন হতে পারে। গোলাম সবসময় থাকে। কী হচ্ছে – নিজ চোখে দেখে। বারবার দেখলে সন্দেহ হবে। যে ঘটনাটি বলেছে তা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্কেচম্যাপ নিচে পড়েছিল। এটি গোলাম হাতে করে নিয়ে এসেছে। অরিজিন্যাল মনে হয়। এটি ওর কাছে থাকার কথা নয়। কোনো চক্রের কাজ। ভবিষৎ পরিকল্পনা করছে। এই স্কেচম্যাপ অনেককিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে। পঞ্চমত, সবচেয়ে খারাপ লোকেরও কিছু জায়গায় নৈতিকতা টনটনে থাকে। চুরি করা লোকটির পেশা। এটি অকপটে স্বীকার করে গোলাম। তবে বড় চুরির বিষয়টি তার নৈতিকতায় লেগেছে। কোনো সূক্ষ্ম বিবেক তাকে তাড়িত করেছে। নইলে, কেন সে পরপর তিনদিন না খেয়ে বসে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা না মিলছে ততক্ষণ সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ। পক্ষে-বিপক্ষে মতামত পাওয়া গেলো। বললাম, এধরনের সভায় উন্মুক্ত আলোচনা দরকার। যার যেমন অভিজ্ঞতা তেমনি বিশ্লেষণ হবে। ভালো-মন্দ দিক ব্যাখ্যা করতে হবে। আলোচনায় সবাই সমান অধিকার পাবে। পদমর্যাদাভেদে সবাই মতামত ব্যক্ত করবে। ‘ডাইভারসিটি’ জ্ঞানের অন্যতম উৎস। আরও অনেক মত আসলো। সদস্যরা জানে, উন্মুক্ত আলোচনায় সবাইকে অংশ নিতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ মতামত দেয়া পেশাদার কর্মকর্তার আমলনামার অংশ। উৎসুক হয়ে মত দিবে।

গার্ড আসলাম বললো, স্যার আমার মনে হয় ঐ চোরটা চুরি করার জন্যই এই অফিসে আসছে। তার চাহনি ভালো মনে হয়নি। আপনার টেবিলের শোপিস-টার দিকে তাকাইতেছিল। ওয়ালের ঘড়ির দিকেও। আজকে আইসা রেকি কইরা গেছে। পরে আবার আসবে। শোপিসটা হাতে নিয়া দেখছে। এই চোর দিয়া কোন কাজ হবে না, স্যার।

ঃ এখানে আলোচনা শেষ। কালকে খুব সকালে আসতে বলো। টেলিফোনে জানিয়ে দাও। পরশুদিন অভিযান।

ঃ স্যার, টেলিফোন নম্বর নেই। চোর মোবাইল ব্যবহার করে না।

ঃ ওস্তাদের নামটি রেখেছো?

ঃ জ্বি স্যার। সাদা শ্যামল।

ঃ এটি আবার কী নাম?

ঃ স্যার, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকে বলেছে, চুল সাদা তাই নামের আগে সাদা। অরিজিনাল নাম শ্যামল। শ্যামল সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য। এরা আবার ঐ এলাকার নেতার সাথে থাকে।

ঃ দুটো বিপরীতধর্মী নাম। সাদা বনাম শ্যামল। টেলিফোন নম্বর রেখেছো?

ঃ না স্যার।

বুধবার অভিযান হবে। তথ্য সংগ্রহ শেষ। লিংকেজগুলো যাচাই করা হলো। ছোট চোর দিয়ে বড় চোর ধরতে হবে। কাটা দিয়ে কাটা। সবাই মেনে নিলো। সভার গ্রাউন্ড রুলস। যখন চাওয়া হবে, তখন যে কেউ মতামত রাখতে পারবে। মতামতকে সম্মান দেখানো হবে। তা আমলেও নেয়া হবে। তবে যখন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তা সবাইকে মানতে হবে। সিদ্ধান্তটি নিতে হয় সংস্থার বৃহৎ পরিসরে। কক্ষের ভেতরে যা ঘটছে তা কর্মকর্তারা দেখছেন। কক্ষের বাইরে কী ঘটছে তা বসকে সামাল দিতে হয়। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, ত্যাগ ও অর্জিত ফল হিসাব করে বস সিদ্ধান্তটি নেন। জানিয়ে দিলাম, চোরের তথ্য কাজে লাগাতে হবে। আরও কিছু তথ্য সামনে আসলো। নেটওয়ার্ককে সতর্ক করা হলো। মনিটরিং হচ্ছে। তথ্য আরও সুনির্দিষ্ট করতে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশনা দিলাম। টিম 'এ'-র দলনেতা। একান্তে কিছু টিপস দিলাম। সাথের সদস্যদেরও। টিম 'এ' যেমন নির্ভরযোগ্য তেমন চৌকস। সদর দপ্তরের ভরসা এই টিমের প্রতি। আগে বেশ কয়েকটি অভিযানে সফল হয়েছে। এবারেও হবে। সবাই ডিভাইস নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

টিমের সদস্যদের পূর্বের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। সর্ববৃহৎ ১২৪ কেজি স্বর্ণ আটক হয়েছে ২৪ আগস্ট ২০১৩। এটি বিমানের এয়ারক্রাফটের নিচে কার্গো হোল্ড থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশাধিকার নেই। প্যানেলের স্ক্রু খুলে ইঞ্জিনের ভেতরে লুকায়িত ছিল এসব স্বর্ণ। তদন্তে বের হয়েছে এই স্বর্ণ প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জের টয়লেটের কমোড খুলে নিচে ফেলা দেয়া হয়। যারা করেছেন তারা প্রশিক্ষিত। ভেতরের লোক জড়িত। অভ্যন্তরীণ সহায়তা ছাড়া এধরনের কাজ সম্ভব না। এগুলো কৌশলে আনা হলেও বিমানবন্দর থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াটাতেও অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রয়োজন। কারোর সহযোগিতা ছাড়া বাইরে নেয়া অসম্ভব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। ছবিসহ দেখানো হয়েছে কীভাবে সবচেয়ে বড় স্বর্ণ চোরাচালান সংঘটিত হয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ছবি দেখে টিমের সদস্যরা উৎফুল্ল। বুঝতে বাকি নেই – কী করতে হবে তাদের।

ঃ তোমরা এখন কোথায়?

ঃ স্যার আমরা সবাই জড়ো হয়েছি।

ঃ ফ্লাইট কখন ল্যান্ড করবে?

ঃ সিলেট থেকে ছেড়েছে। দুবাই থেকে আসছে। বিজি০৪৮। এখন আকাশে আছে। সিলেট থেকে ৩০ মিনিটের ফ্লাইট। ১০ মিনিট হয়েছে সিলেট থেকে রওয়ানা হয়েছে। আমাদের টিমকে সেট করা হয়েছে। অন্য সংস্থার লোক সাথে আছে। তবে বিস্তারিত বলিনি। প্রয়োজন হলে বলবো।

এয়ারপোর্টে সকালে দুটো ঘটনা ঘটেছে। টিম 'এ' ৮টায় হাজির শাহজালালে হাজির। দুবাই ফ্লাইট আসবে ১০টায়। এয়ারপোর্ট সম্পর্কিত প্রস্তুতির জন্য এই আগাম উপস্থিতি। সকাল ৮:৩০ টায় গ্রিন চ্যানেলে যাত্রীকে গতিরোধ করে দুই কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করে। দুপায়ের জুতার নিচে স্কচ টপ দিয়ে ১০টি করে ২০টি বার বহন করেছিল যাত্রী। মনিটরে যাত্রীর হাঁটায় সন্দেহ হওয়ায় গতিরোধ করে তল্লাশি করে টিম সদস্যরা। জুতার ভেতর থেকে বের করে কোটি টাকার সোনার বারগুলো। অন্য ঘটনায়, কাস্টমস হলে বেল্টে ফেলে যাওয়া ২৬০০ কার্টন বিদেশি নিষিদ্ধ সিগারেট উদ্ধার করে। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই স্লোগান না নিয়ে বিদেশ থেকে সিগারেট আমদানি করায় আইন ভঙ্গ হয়েছে। এসব সিগারেট শুল্ক না দিয়ে পাচার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। টিমের সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে বেল্টে ফেলে চলে যায় যাত্রী। এই দুই উদ্ঘাটন দিয়ে আজ টিমের যাত্রা শুরু। মনে হচ্ছে শেষটাও ভালো হবে। টিম 'বি' কেও রেডি রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে সদর দপ্তর থেকে মুভ করবে।

ঃ স্যার, প্লেন ল্যান্ড করেছে। তবে বোর্ডিং বে-তে আসবে। বোর্ডিং ব্রিজে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। এখন বে-তে দেয়া হবে।

ঃ তোমরা কোথায়? পজিশন জানাও।

ঃ টিমের ৬ জন নিচে পাঠানো হয়েছে। ৫ জন কাস্টমস হলে। বাকিরা ওপরে।

ঃ কিসমত কোথায়?

ঃ ওপরে। আমার সাথে আছে।

ঃ ঐ ৩ জন প্যাসেঞ্জার কোথায়?

ঃ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। চেকড ইন লাগেজ নেই। তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করায় গ্রিন চ্যানেলে আটকানো হয়েছে। তল্লাশি হয়েছে। এদের সন্দেহ করছি। এখনো কিছু পাওয়া যায়নি।

ঃ স্ক্যানিং মেশিনে কে আছো?

ঃ স্যার গোয়েন্দা টিম। ওরা ডাবল চেক করে দেখছে। সন্দেহ হলে ম্যানুয়ালি খুলে দেখছে। এই ফ্লাইটে শতভাগ যাচাই করে দেখা হবে।

ঃ রামেজিং শুরু করেছো?

ঃ জ্বি স্যার। আমরা এখন প্লেনের ভেতর থেকে বলছি।

ঃ কী কী চেক করেছো?

ঃ সবগুলো সিট দেখেছি। সিটের নিচে। সিটের পাশে। লাগেজ চেম্বারেও।

ঃ টয়লেট?

ঃ জ্বি স্যার। এই এয়ারক্রাফটি ভিন্ন প্রকৃতির। ১২৪ কেজির ফ্লাইটির মতো নয়। নতুন এয়ারক্রাফট।

ঃ নিচে দেখেছো? কার্গো হোল্ড। যেখানে লাগেজ রাখে।

ঃ জ্বি স্যার। নিচের টিমটি দেখেছে। ভেতরে উঠে প্যানেল খুলেছে। বিমানের মেকানিক বাঁধা দিয়েছিল। ওরা বলছিল বিমানের সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া ভেতরের প্যানেল কেউ খুলতে পারবে না। এটি ওদের নিয়ম। পরে বলাকা ভবন থেকে ইঞ্জিনিয়ার এনে খুলে দেখেছি। কোনো কিছু পাওয়া যায়নি।

ঃ ক্লিনারদের তল্লাশি করেছো?

ঃ জ্বি স্যার, ওপর থেকে যারা নেমেছে তাদের তল্লাশি করেছি।

ওয়াকিটকিতে শুনলাম আরেকটা কাজ বাকি। ময়লার বিন চেক করা হয়নি। উচ্ছিষ্ট খাবারের ট্রলিও না। এগুলো একটু আগে নেমে গেছে। দলনেতা ছুটে গেলেন। এখনো বাইরে যায়নি। দ্রুত খোঁজা শুরু হলো ওপরে থাকা গোয়েন্দাদের। কোথায় গেছে বুঝা গেলো না। সিসিটিভির মনিটরে রিউইন্ড করে দেখছে দলনেতা। এক্সিট গেটের কাছে। ৪ জন চারটি ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ৪টি ময়লার বিন। ৩ জন এক্সিট গেটে পৌঁছে গেছে। ইউনিফরম পরা ক্লিনারদের থামানো হলো। প্রথমে ক্লিনারদের শরীর ও পরে ময়লার বিন তল্লাশি চলে। বাকি ৩ জন ক্যাটারিং সার্ভিস কক্ষে। খাবারের ট্রলি যেমনটি আছে তেমনটি। এখনো খোলা হয়নি। বিমানকর্মীর দ্বারা দ্রুত একেক করে খালি করা হলো ট্রলি। কোনো কিছু মিললো না। হতাশ হলো না টিমের সদস্যরা। কাস্টমস হলে ফিরে আসলো। আবার দ্রুত আলোচনায় গোয়েন্দারা। প্লেনের নিচের সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে। অভিযান শেষ হয়নি। তারা অপেক্ষা করছে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। কাস্টমস হলে যাত্রীরা এখনো আছে। ভারী লাগেজ নিয়ে যাত্রীরা বের হচ্ছে। স্ক্যানিং মেশিনে গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গ্রিন চ্যানেলে বাড়তি সতর্কতা। গোয়েন্দা কর্মকর্তা সিসিটিভি মনিটরেও পর্যবেক্ষণ করছে। কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলে রিপোর্টিং এবং তল্লাশি করছে। ডজনখানেক যাত্রীকে বিশেষ তল্লাশির ব্যবস্থা নিচ্ছে। দৈবচয়ন ভিত্তিতেও যাত্রী নির্বাচন করছে। সেকেন্ডারি চেক। উন্নত দেশের এয়ারপোর্টেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়। বাড়তি ঝুঁকি মোকাবিলায় এটি বিশেষ কৌশল।

ঃ স্যার, অভয় দিলে একটা কথা বলি?

ঃ চার্লি বলো।

ঃ স্যার চোরের তথ্য ঠিক না। আমাদের বোকা বানিয়েছে। চোরের কাজ চুরি করা। স্বর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত থাকলে লোকটি চুরি করতো না।

ঃ যে কেউ তথ্য দিতে পারে। আমরা তথ্য পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকি। তথ্য ক্রয় করি। তথ্যের জন্য অংশিদারিত্ব করি। অনেকের সাথে এমওইউ করছি। তথ্য যেকোনো মাধ্যমে আসতে পারে। কোনো তথ্য ফেলনা নয়। সকল তথ্যই বিশ্লেষণের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনোটা তাৎক্ষণিকভাবে কাজে আসে, কোনোটি দূরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য। যা পাবে, তাই কুড়িয়ে নিবে। সিদ্ধান্ত নেয়াটা স্বেচ্ছাধীন। তথ্য হাতে থাকলে সকল অপশন খোলা থাকে। তথ্যের জন্য সিদ্ধান্ত বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে।

ঃ সরি, স্যার। বুঝতে পারিনি। আরও অপেক্ষা করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হবো নেই ততোক্ষণ পর্যন্ত।

সদর দপ্তরে মনিটরে প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট দেখলাম। হুইল চেয়ারের প্যাসেঞ্জার সন্দেহজনক। পেছনে দুজন এয়ারপোর্টের কর্মচারী হাঁটছে। ইউনিফর্ম পরা। দুজন কেন হাঁটবে? একজন ঠেলছে, অন্যজন অনুসরণ করছে। যিনি অসুস্থ তিনি বয়স্ক নন। ৪০-৪২ বছর। স্লিম। পায়ে জুতা। চেহারায় অসুস্থতার লক্ষণ নেই। কোনো স্যালাইনের লাইনও নেই। অন্যজন কিছুদূর থেকে অনুসরণ করছে। কেন করছে? কিছু প্যাসেঞ্জার এখনো আছে। অল্প লোকের মাঝে লোকটি বেশি দৃশ্যমান। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ হচ্ছে। টের পাচ্ছেন না। আপন মনে আছে। নাকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করছেন। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। চার্লির চোখেও পড়েছে। গ্রিন চ্যানেলে থামানো হলো। জিজ্ঞাসা। ব্যাপকভাবে। সন্তুষ্ট নয় চার্লি। তল্লাশি কক্ষে আনা হলো। ফোনে জানালো, স্যার কিছু পাওয়া যায়নি। আজ শুরুটা ভালো গেলেও শেষটা খারাপ। বললাম, চোরের কাজ চুরি করা, গৃহস্থের কাজ ধরা। চোর ইনফরমেশন দিয়েছে, আমাদের কাজ তা ব্যবহার করা। সবসময় ফল আসবে, এমনটা নাও হতে পারে। এই যে চেকিং হচ্ছে চোরাচালানীরা জানছে। দেখছে। ওরা

জানছে আমরা অত্যন্ত সতর্ক। সাবধান। এতে ওদের ঝুঁকি বেড়ে যাবে। একাজ থেকে সরে যাবে।

ঃ আলফা টু চার্লি।

ঃ ইয়েস স্যার।

ঃ প্লেনের ভেতরে কোথায় কী চেক করেছো?

ঃ স্যার চেকলিস্ট পাঠিয়েছি। ওটি দেখুন প্লিজ।

ঃ এতে দেখছি আসল পয়েন্ট চেক হয়নি। ব্যাক ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর পয়েন্ট তল্লাশি করেছো?

ঃ না স্যার। আমার কাছে ১০ পর্যন্ত ছিল।

ঃ অপর পৃষ্ঠার বাকি ১০ পয়েন্ট তোমার কাছে নেই? এটির আপডেট তোমাকে এখনি দিচ্ছি। ভাইবারে খুলে চেক করো। দেখে নাও। দ্রুত চলে যাও প্লেনের ভেতর। বাকিগুলো তল্লাশি করো।

দ্রুত প্লেনের ভেতর চার্লির টিম। সাথে ৮ জন। ইউনিফর্ম পরিহিত। নিচের গোয়েন্দারা এখনো পাহারায়। তল্লাশিকালে ভেতরে বিমানকর্মীর হাঁটাচলা। এলোমেলো। চাহনি সন্দেহজনক। বিমানের লোগো গায়ে। ক্লিনার নয়। এখানে এখন ক্লিনার ছাড়া কারোর প্রবেশ করার কথা না। প্লেনের ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে রামেজিং চলছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ দখলে নিবে না। শুল্ক গোয়েন্দার অনুমতি না নিয়ে প্লেন সরানো যাবে না। এটি আইনের বিধান। এখন প্লেনের ভেতরে বিমানের এই কর্মী কেন উঠবে?

ঃ কী নাম?

ঃ স্যার, মাসুদ মিয়া?

ঃ এখানে কী করো?

ঃ স্যার, আমি মেকানিক অ্যাসিসট্যান্ট। মেকানিক্যাল ফাংশন দেখতে এসেছি।

ঃ অনুমতি নিয়ে এসেছো?

ঃ জি স্যার। এই দেখেন আমার ডিউটি পাশ। সিকিউরিটি পাশও আছে। এই দেখুন।

ঃ হাতে কী? ব্যাগটি ভারী লাগছে কেন?

ঃ স্যার ব্যাগে ইন্সট্রুমেন্ট আছে। এগুলো স্টিলের। তাই ভারী লাগছে।

ঃ দেখি।

চার্লি ও মাসুদের কথা। প্লেনের ভেতর মাসুদ মিয়া।

ব্যাগ তল্লাশি চলছে। তল্লাশির ভিডিও করছে প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান। নিশ্চিত ব্যাগে সোনা থাকবে। কালো রঙের কাপড়ের ব্যাগ এতো ভারী হবে কেন? স্বর্ণের ওজন বেশি। ছোট বার। তবুও ওজন। পাঁচ কেজি ওজনে পাঁচটি বার হতে পারে। মাসুদের কাপড়ের ব্যাগ দশ কেজি হবে। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে অস্বাভাবিক লাগছে। কথাতে আছে জড়তা। চোখে দৃঢ়তার অভাব। ভয় পেলে যেমনটি হয়। নার্ভাস। সাথের মোবাইল ফ্লোরে পড়ে গেল। রিং বাজছে। কয়েকবার। বারবার কেটে দিচ্ছে। কেন কেটে দিচ্ছে? ফ্লোর থেকে মোবাইল উঠিয়ে পকেটে। আবার ফোন। রিং টা হিন্দি গানের। পরিচিত গান। মিউজিক দিয়ে রিং টোন সেট করেছে। মোবাইলটা সিম্ফনি ব্রান্ডের। সাধারণ মানের। তবে লোকটি সন্দেহজনক। অস্বাভাবিক আচরণ। ব্যাগ তল্লাশি হয়ে গেছে। স্বর্ণ নেই। কিসমত ব্যাগ নিয়ে কাস্টমস হলে স্ক্যানিং মেশিনে চলে গেছে। ইনস্ট্রুমেন্টের ভেতরে কোনো স্বর্ণ লুকিয়ে আনা হয়েছে কি না – নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। টেলিফোনে জানাচ্ছে সদর দপ্তরকে। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ এই তোমার ফোনটা দাও।

ঃ স্যার এইটা আমার পারসোনাল ফোন।

ঃ দিতে বলছি দাও।

ঃ স্যার এইটা আমার পারসোনাল ফোন।

সন্দেহ আরো ঘনীভূত। ফোন নিয়ে এতো জড়তা কেন? কিসমত ফোনটা কেড়ে নিলো। আবার রিং টোন বেজে উঠলো। নামটি সেভ করা নেই। কে করল? নাম উঠেনি। কিসমত ধরেনি। পরে ট্রাক করতে সুবিধা হবে। মোবাইলের মেমোরিতে বেশি নম্বর নেই। দুটো নম্বর কোড দিয়ে সেভ করা। সাদা শ্যামল, দুবাই সাইফুল। বুঝার বাকি নেই, একজন ঢাকায়। অন্যজন দুবাইতে। সাদা শ্যামলের নাম পরিচিত। চোরের ওস্তাদ। এই নাম এই নম্বরে কেন থাকবে? সাদা শ্যামল চোরের সাথে। চালান ধরাতে পরামর্শ দিয়েছে। এই নম্বর এখানে পাওয়া নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

ঃ এই তুমি সাদা শ্যামলকে চিনো?

ঃ স্যার, এই মোবাইল আমার না।

ঃ কার?

ঃ আমার বসের।

ঃ বসের নাম কী?

ঃ আবদুল মান্নান। সুপারভাইজার।

কিসমত মোবাইল দেখছে। চেক করছে কল লিস্ট। মাসুদের চোখ বড়। বারবার তাকাচ্ছে মোবাইলের দিকে। ফেরত দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছে। ইনকামিং কল লিস্ট। আউটগোয়িং লিস্টও শেষ। বেশকিছু কল এসেছে। গেছে কম। মিসকল ১১টি। টিম আসার পর এগুলো না ধরার কারণে মিসকলে জমা হয়েছে। এবার টেক্সট। কিসমতের চোখ বড়। বারবার দেখছে। অন্যকে দেখাচ্ছে। চার্লিকেও। কী লেখা আছে? জানতে চাইলো কিসমত। মাসুদ চুপ। স্যার আপনি নিজেই দেখছেন, জবাব দিলো মাসুদ। অন্যদুজন গোয়েন্দা মাসুদের হাত ধরলো। সদর দপ্তর থেকে দ্রুত টিম ‘বি’ পাঠানো হলো। কিছু একটা হতে যাচ্ছে। টিম ‘এ’-র সদস্যদের সাথে যোগ দিতে হবে। আগেই তৈরি ছিল সদর দপ্তরে টিম ‘বি’। গাড়ি রওয়ানা দিয়েছে। রাস্তায় জ্যাম। একঘণ্টা প্রয়োজন। শিফটের সদস্যদের ক্লোজ করে প্লেনে পাঠানো হলো। টিম ‘বি’ যাওয়ার পর পুনরায় শুরু হবে। এই সময়ে মাসুদকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পালা।

ক্লু পাওয়া গেলো। এখন আর বুঝতে বাকি নেই। প্লেনে কিছু আছে। মেসেজ আবার চেক। এতে লেখা আছে, ‘কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স এলার্ট’। আগের মেসেজটিতে আছে, ‘৪৩ সি, টয়লেট’।

মাসুদ এখন কিসমতের হাতে। আসল রহস্য প্রকাশের টোপ দিলো। বলে দাও, তোমাকে ছেড়ে দিবো। বারংবার অস্বীকার।

ঃ কেন এসেছো এখানে?

ঃ স্যার, ভেতরে মেকানিকাল ট্রাবল আছে কি না দেখতে।

ঃ এখন কেন?

ঃ আমরা যেকোনো সময় আসতে পারি।

ঃ এই মেসেজের মানে কী?

ঃ স্যার জানি না।

ঃ কে জানে? এই টেক্সট প্লেনের ভেতর থেকে করা হয়েছে। কেন এলার্ট করেছো? কাদের করেছো? কোথায় স্বর্ণ লুকানো হয়েছে?

ঃ স্যার, জানি না।

সদরের টিম হাজির। যোগ দিলো জিজ্ঞাসাবাদে। দুজন ধরে রেখেছে। অন্যজন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। নিচে পাহারায় একদল। তিনজন করে চারটি ছোট টিম করা হলো। সবগুলো পয়েন্টে গোয়েন্দারা নিয়োজিত। মাসুদের মোবাইল মেসেজের সূত্রে ৪৩ সি, টয়লেট চেক হলো। সিট ৪৩ সি-র নিচে কাপড়ে মোড়ানো স্বর্ণ। সিট সেলাই করে লুকানো। ১০০ গ্রামের কালো কাপড়ে সেলাই করা খাতায়। দুটো খাতা। ২২ কেজি। সবাই খুশিতে চিৎকার। খবর দেয়া হলো সদর দপ্তরে। এরপর ১৩টি টয়লেট। এখনো বাকি। আরো বের হবে। মেসেজে টয়লেটের কথা উল্লেখ আছে। স্কেচম্যাপেও আছে। ১০টি পয়েন্ট তল্লাশি করতে হবে। স্কেচম্যাপের ওপিঠ ফটোকপি হয়নি। একপাশ ফটোকপি নিয়েছে চার্লি। ভুল হয়েছে গার্ডের। ফটোকপি দিতে বলেছিলাম চার্লিকে দিতে। ওপিঠ না করায় অভিযানে ঝামেলা হলো। এখন পেয়েছে। ছয় ঘণ্টার তল্লাশি চলছে। শেষ হয়নি। শীঘ্র ভিভিআইপি মুভমেন্ট হবে। অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর জানতে চাইছে কখন বোর্ডিং ব্রিজ খালি হবে? দ্রুত শেষ করতে হবে। খালি না করলে বিপদ হবে। মারাত্মক হুমকি। সরকারি দায়িত্ব পালন করছি। সবদিক সামাল দিতে হবে। ভাগ্যিস ২২ কেজি স্বর্ণ এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে। নইলে এতক্ষণের দেরির খেসারত দিতে হতো। ২২ কেজি স্বর্ণের খবর মিডিয়ায় চলে এসেছে। তল্লাশি দলের সমর্থন বাড়লো। তল্লাশি এখনো চলছে। মিডিয়ার শীর্ষ হেডলাইন। সবাই জানার চেষ্টা করছে, সবশেষ আপডেট কী? এয়ারপোর্টের ডাইরেক্টরকে ফোন দিলাম। আরও আধাঘণ্টা সময় নিলাম। এর মধ্যে আর কিছু না পেলে প্লেন ছেড়ে দিবো।

মাসুদ নির্বাক। কোন কথা বলছে না। তার জবাব মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। স্কেচম্যাপ দেখানো হলো। আঙুল দেখিয়ে ইশারা দিলো। স্কেচম্যাপ ১০-২০ এর পয়েন্টে ৭টি টয়লেটের লুকানো জায়গাগুলোকে দেখালো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হলো মাসুদকে। দৌঁড়ে গেলো টিম সদস্যরা। টয়লেটের ভেতরে ওয়াল। ওয়ালের স্ক্রু খুলতে হবে। বিমানের ইঞ্জিনিয়ার আনা হলো। মেকানিক দিয়ে একেক করে স্ক্রু খুলে খাতাগুলো বের করে আনা হলো। সাতটা টয়লেটের সবগুলোতে একরূপে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল স্বর্ণগুলো। থরে থরে। মোট কত হবে? ওজন করতে হবে। মণের ওপরে হবে। কাস্টমস হলে নিয়ে মাপা হবে। স্বর্ণকারকে খবর দেয়া হলো। পাশেই থাকে। দীর্ঘদিন এয়ারপোর্টে কাজ করছে। আগেও মেপেছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সংগঠনের স্বীকৃত স্বর্ণকার। নাম গোবিন্দ। খাতা থেকে কেটে একে একে বের করছে গোয়েন্দারা। অন্য সংস্থার লোকজন হাজির। লক্ষ করছে। ইনভেন্টরি করতে সাহায্য করছে। সদর দপ্তর থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে খবর দেয়া হলো। তিনি আসছেন। সরকারের ওপর মহল অবহিত। সবাই খুশি। এতোবড় চালান সম্প্রতি বড় আটক। গণনা চলছে। মিডিয়ার লোকজন চলে এসেছে। আজ মহাপরিচালক ও চেয়ারম্যান উভয়ে থাকবেন সংবাদ সম্মেলনে। অনেক প্রশ্ন মিডিয়ার। একদিকে শুল্ক গোয়েন্দার সফলতা। অন্যদিকে, এই চোরাচালান কীসের আলামত? কেন আসছে? চাহিদা কোথায়? গলদ কোথায়? চেয়ারম্যান ও ডিজি জবাব দিচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলন শেষ। কিছু মিডিয়া লাইভ কাভার করেছে। স্বর্ণগুলো গণনা শেষে জব্দ করা হলো। মাসুদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সুপারভাইজারকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো। সুপারভাইজার এয়ারপোর্টের ভেতরে ছিলেন। নির্দেশনা দিয়েছে প্লেনের বাইরে থেকে। এসিসটেন্ট মাসুদকে পাঠিয়েছে ভেতরের অবস্থা জানতে। দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হলো। আটক স্বর্ণ জমা হলো এয়ারপোর্টের শুল্ক গুদামে। পরেরদিন স্থানান্তর হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে।

আটক প্রতিবেদন সামনে। তিনদিন পর তৈরি হলো। মূল্য কোটি কোটি টাকা। মামলা নিষ্পত্তি হলে আর্থিক পুরস্কার পাওয়া যাবে। বিধিমালায় এটি আছে। মামলা নিষ্পত্তি হলে তা পাওয়া যায়। সময়সাপেক্ষ। পাঁচ বছর মামলা চললে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘদিন। সোর্সমানি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া যায়। কালো গোলামকে সোর্সমানি দিয়ে পুরস্কৃত করতে হবে। সোর্সমানি পেলে আর চুরি করতে হবে না। স্টেশনে রাত কাটাতে হবে না। পরেরদিন গার্ড আসলামকে পাঠালাম এয়ারপোর্টের স্টেশনে। জানালো, কালো গোলামকে অনেকে চোর হিসেবে চিনেছে। তবে অনেকদিন তার দেখা নেই। সাতদিন পর আবার

পাঠালাম, পাওয়া গেলো না। মোবাইল নম্বরও নেই। সোর্সমানির গোপন রেজিস্টারটি ডেকে আনালাম। লেখা আছে, কালো গোলাম, এয়ারপোর্ট। কেনো ঠিকানা নেই। কালো গোলামের পক্ষে কেউ দাবি করার নেই। পীড়া দিলো। এই চোরের বদৌলতে বড় অর্জন হলো। মিডিয়াতে ব্যাপক কাভারেজ। টকশো। টেলিফোনে ইন্টারভিউ। যে মানুষটির জন্য এই সম্মান তার ভাগ্যে কিছু জোটেনি। স্বীকৃতিও না। দুশো টাকা না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে এসেছে। রাষ্ট্র উপকৃত হয়েছে। এনবিআরের সাফল্য প্রশংসা পেল। কিন্তু গোলামের কোনো উপকারে আসলো না। চোরের আসল নাম গোলাম। কালা টাইটেল। গায়ের রঙ কালো। তাই সবাই ডাকে কালা গোলাম। একান্ত আলাপে বলেছিল।

শান্তনার জায়গাটা অন্যখানে। গোলামের ভাগ্যে জুটেছে শোপিসটি। প্রথমে দেখা করতে এসে টেবিলে রাখা শোপিসটি সরিয়ে ফেলেছে। গার্ড নিশ্চিত থাকলেও একফাঁকে গায়েব করে দিয়েছে। গার্ড টেরও পায়নি। চৌকস চোর। এখন টেবিলে শোভা পাচ্ছে না এটি। শোপিসটি বন্ধু সোহেল জার্মানি থেকে দুসপ্তাহ আগে এনেছে। ভিন্নধর্মী। পেনহোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাথে ঘড়ি। শোপিসটাকে টেবিলঘড়ি হিসেবেও ব্যবহার করেছি। এটি এখন নেই। গোলামের পকেটে গেছে। এটির দাম কি গোলাম জানে? পেটের ক্ষুধায় চার হাজার টাকার জিনিস হয়তো দুশো টাকায় বিক্রি করবে। বন্ধুটি ৫০ ডলার দিয়ে কিনেছে। গার্ড আসলাম বলছে, স্যার জিনিসটা সুন্দর ছিল। বায়তুল মোকাররম মার্কেটে গিয়া খুঁইজা নিয়া আনি? চোর ঐখানে বিক্রি করতে পারে। বললাম, এখন হুশ হয়ে লাভ কী তোমার? আগে হলে এটি হারাতো না। যেটি গেছেতো গেছে। আফসোস করে লাভ নেই। তুমি ডিউটি করতে ব্যর্থ হয়েছো। এটি তোমার থেকে আদায় করা দরকার। আসলাম লজ্জিত।

গোলামকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে দরকার। মামলার সূত্রে আরো কিছু তথ্য অনুসন্ধানের কাজে। খুঁজে না পাওয়া অস্বস্তিকর। কারণটা রহস্যময়। পুলিশে ধরা খেতে পারে। আগেরবার বাসে ব্যাগ চুরি করে অফিসে এসেছিল। এটি সবসময় করে। সেটা যদি না হয়? ছোট চোর বড় চোরকে ধরিয়ে দিলো। এই সংক্রান্ত আবার কোন দুর্ঘটনা না তো? বিশ্বাস, সেটি হবে না। অফিসের গোয়েন্দা অফিসের ভেতরেও চোরাচালানীর গুপ্তচর থাকতে পারে। এখান থেকে খবর গডফাদারের কাছে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কি? এমনটি বা হবে কেন? গোয়েন্দার মন – শুধু প্রশ্ন। জবাব না মিললে কেবলি সন্দেহ।

---

*লেখক: সাবেক মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর; বর্তমানে এনবিআরের সদস্য (ভ্যাট বাস্তবায়ন ও আইটি) হিসেবে কর্মরত। লেখাটি অন্যপ্রকাশ (২০১৭) থেকে প্রকাশিত 'স্বর্ণমানব' বই থেকে অনূদিত।*

বঙ্গবন্ধু কর্ণার
কর বিভাগ

# আয়কর আর্কাইভ-যেখানে ইতিহাস কথা বলে

**সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ**

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে সিজিএ বিল্ডিং-১ এর তিন তলায় ২০১৪ সালে দেশের প্রথম ইনকাম ট্যাক্স আর্কাইভ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এটি ট্যাক্স আর্কাইভ নাম ধারণ করেছে, আসলে কিন্তু এখানে ১৬০০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কর, যেমন বাণিজ্য শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, আয়কর সম্পদ কর সবগুলোর ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষিত আছে।

এ আর্কাইভে ঢোকামাত্র দর্শকের মনে হবে তিনি টাইম মেশিনে বসে আছে এবং এ মেশিন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চারশ বছর আগের অতীতে। যখন সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তখন কেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য লোভ ভারতে ভিড়েছে। জমে উঠেছে ব্যবসা-বাণিজ্য। স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে রাজস্ব ব্যবস্থা। তবে ব্রিটিশদের হাতে ভারতে রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বললে ভুল বলা হবে- এ শত বছর আগে থেকেই উপমহাদেশে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল। তারপরও আয়কর

আর্কাইভের টাইমলাইন শুরু হয়েছে ১৬০১ সালে ইংল্যান্ড থেকে জেমস ল্যাকাস্টারের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যতরীর প্রথম ভারত যাত্রা থেকে। তাই উপমহাদেশের এই প্রথম আর্কাইভে এসে জানা যাবে আয়কর আদায় ব্যবস্থাপনার ৪০০ বছরের ইতিহাস।

আর্কাইভের তিনটি অংশ। প্রথমে আছে 'ওয়াল শো' - এখানে দেওয়ালে ঝুলানো দেখা যাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি, যা চারশ বছরের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা বলছে।

শুরু হবে ১৬০১ সালে রানি এলিজাবেথ-১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত অভিযানের যে অনুমতি দিয়েছেন,

সে-সংক্রান্ত ফরমানটি দিয়ে। রানির যৌবনকালের একটি প্রতিকৃতিও রয়েছে। এরপর চোখে পড়ে একটি তৈলচিত্র। তাতে দেখা যাচ্ছে ১৬১৫ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদের ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্র হস্তান্তর করছেন ব্রিটিশ দূত 'থমাস রো' কে। এভাবে করিডোরে দেয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন দলিল ও চিত্র দেখতে দেখতে ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

আমাদের সবার কৌতুহল কে সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন? আয়কর আর্কাইভ এ প্রশ্নেরও উত্তর দেবে।

এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম অভিযানের অধিনায়ক স্যার জেমস ল্যাংকাস্টার তৈলচিত্র। এছাড়া ১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভকে সম্রাট শাহ আলম যে দেউয়ানি প্রদান করেছেন, তার তৈলচিত্রও রাখা আছে আর্কাইভে। শুধু কি তাই? না, আরও আছে। এখানে তৈলচিত্রে ধরে রাখা হয়েছে ১৭৮৬ সালে গঠিত ভারতীয় রেভিনিউ বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্যার জন শোর, রানি ভিক্টোরিয়া, ভারতের আয়কর আইনের জনক স্যার জেমস উইলসনের ছবি। দুর্লভ এসব ছবি এবং সেগুলোর বিবরণে ফুটে উঠেছে এই উপমহাদেশে রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস।

আর্কাইভের দ্বিতীয় অংশে আছে একটি প্রাচীন গুহা। আলো-আঁধারীর রহস্যে ভরা গুহার ভেতর জীবন্ত হয়ে আছে ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশের রাজস্ব অতীত। সেই গুহার দেয়ালে-মেঝেতে থরে থরে সাজানো রয়েছে নিকট কিংবা দূর অতীতের নানা অনুসঙ্গ। এখানে আপনার দৃষ্টি কাড়বে একটি দূরবিনের রেপ্লিকা, ১৯১৫ সালে ভারতযাত্রার সময় ব্রিটিশ নাবিকেরা এ ধরনের দূরবিন ব্যবহার করেছিলেন। দেখা যাবে টেলিযোগাযোগের প্রথম দিককার নমুনা। ১৮৮০ সালের টেলিফোন সেট। লন্ডনের সিমেন্স ব্রাদার্স নির্মিত এই টেলিফোন সেটের মতো নানা দুর্লভ সংগ্রহে ভরা এই গুহাটি। আছে চল্লিশের দশকে কর অফিসে ব্যবহৃত দেয়ালঘড়ি। আরও আছে সেন বংশ থেকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কিছু

অরিজিনাল এবং কিছু রেপ্লিকা মুদ্রা। গুহার ভেতরে আরও আছে ২০ শতকের প্রথম দিকে সরকারি অফিসে ব্যবহৃত কলমদানি। রোলস রয়েস কোম্পানি ১৯০৭ সালে সিলভার গোস্ট নামে বিখ্যাত গাড়িটি বাজারে ছাড়ে। সে উপলক্ষে কলমদানিটি সেই গাড়ির একটি মিনি রেপ্লিকা দিয়ে সাজানো। এটিও ১৯০৭ সালে রিলিজ করা হয়েছিল। এটি রাখার কারণ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রোলস রয়েস ও রোলেক্স ঘড়ি ব্যবহারকারীদের ওপর অতিরিক্ত আয়কর ধার্য করা হয়েছিল।

আর্কাইভে গত একশ বছরের প্রায় সকল আইনের মূল কপি আছে। তাছাড়া ভারতীয় রেভিনিউ বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্যার জন শোরের আত্মজীবনী, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অধিনায়ক হিসেবে লর্ড ক্লাইভের নিয়োগপত্র, লন্ডনে লর্ড ক্লাইভ কোম্পানি হেড অফিসে যে বার্তা পাঠাতেন তার কিছু কপি, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানির বোর্ড সভার বিবরণও এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের বেশকিছু গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিও ধরে রেখেছে এই আর্কাইভ। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশনায় হাতে লেখা ব্যয় মঞ্জুরিপত্র আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্রের দুর্লভ মূল লংপ্লেটি আর্কাইভটির মর্যাদাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে।

আর্কাইভের তৃতীয় অংশে আছে 'শো-কেস' ডিসপ্লে। এখানে কাঁচ ঘেরা ডিসেপ্লেতে আছে পুরনোকালে কর অফিসে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইস্যু করা 'ফ্রিডম মেডাল'।

সব বড় বড় দেশে প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব আর্কাইভ আছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসকে ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা ছিল না। সেই শূন্যতা দূর করতে এই উদ্যোগ।

আয়কর আর্কাইভে আসলে আর কিছু নয় চারশ বছরের রাজস্ব ইতিহাসকে কথা বলানোর চেষ্টা মাত্র।

TAX
SERVICE

*লেখক: সদস্য (কর), চলতি দায়িত্ব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।*

# কর-রাজস্ব আহরণে বন্ধুত্বপূর্ণ বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া

**মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ**

### বিরোধ ও আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক:

Conflict বা বিরোধ জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। প্রখ্যাত দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব রয়েছে। যেটাকে বলা হয় শোপেনহাওয়ার এর শজারু তত্ত্ব। ইংরেজিতে Chopenhuer's porcupine theory or hedgehog dilemma. তত্ত্বটি এমন:

> “শীতের সময়টায় শীত থেকে বাঁচার জন্য শজারুরা পরস্পরের উষ্ণতা লাভ করতে চায়। কিন্তু তাতে বাধ সাধে তাদের শরীরের কাঁটা। তারা পরস্পর কাছাকাছি এলেই একজন আর একজনের কাঁটার খোঁচায় আহত হয়। এভাবে খোঁচা খেতে খেতে এক সময় তারা রপ্ত করে ফেলে পারস্পরিক সহাবস্থানের কৌশল। তারা পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানকালে এতটা কাছে ঘেঁষে না, যাতে তারা আহত হতে পারে। আবার এতটা দূরেও চলে যায় না যাতে তারা পরস্পরের উষ্ণতা বঞ্চিত হয়।”

বহুমাত্রিক Connotation সম্বলিত এ গল্পের একটি দিক যদি নেই তাহলে বলতে হয় Conflict মানুষের যাপিত জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। আর অন্য দিকটি যদি ধরি তাহলে বলা যায়, মানুষ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজ উদ্যোগে সমাধানের যে পথ খুঁজে পায় সেটিই প্রকৃত সমাধান।

গল্পটি আপাতত রাখছি। Conflict এর বিপরীতে রয়েছে Peace বা শান্তি। Conflict বা বিরোধ হতে পারে বিভিন্ন বিষয়ে। কনফ্লিক্ট হতে পারে আন্তর্ব্যক্তিক, আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক, এমনকি আন্তঃরাষ্ট্রিকও। আর এ সমাধানের বিষয়ে সবার আগে মনে আসে আইন আদালতের কথা। সিভিল মামলার পাশাপাশি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে প্রচলিত আইনে। কিন্তু, প্রচলিত বিচারব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলা খরচ।

### প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়া:

কোর্ট রুমে নির্ধারিত বিচারেও কি মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারছে? সম্ভবত নয়। এ ধরনের বিচারব্যবস্থায় একজন বিজয়ী হন। একজন থাকেন বিজিতও। যিনি বিজিত হন তাঁর মনে হতে পারে Shakespeare এর সেই বিখ্যাত বাণীর অনুরণন “I am more sinned against than my sinning”. আর যিনি বিজয়ী হন তিনি সর্বশেষে হিসেব করে দেখেন যে তিনি ইতোমধ্যেই নষ্ট করে ফেলেছেন অনেক অর্থ, হারিয়েছেন অমূল্য সময়। সে কারণে প্রকৃত অর্থে কেউই জয়ী হন না।

সময় ও অর্থের অপচয় বিষয়ে ইউএস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Warren Burger বলেছিলেন,

“The notion that ordinary people want black robed judges, well dressed lawyers in fine courtrooms as settings to resolve their disputes is incorrect. People with problems, like people with pain want relief, and they want it as quickly and inexpensively as possible.”

[Page 364/Indian Year book of International Law and Policy (2009)]

বলছিলাম প্রচলিত বিচারব্যবস্থার কথা। শুরু করা যাক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রচলিত বিচারব্যবস্থার ওপর একটা বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দিয়ে। এদেশের প্রেক্ষাপটে তিনি বলেছিলেন,

“বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে বিশ বছর। আমি যদি উকিল হই আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিন বছর, চার বছরের আগে শেষ হয় না। এ বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইব্যুনাল করার চেষ্টা করছি। সেখানে যাতে মানুষ এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি সেটা হবে।”

বিচারের পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রিতা বিষয়ে অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থনে অসংখ্য তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ প্রমাণ রয়েছে। প্রায় চৌদ্দ বছর আগে ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভারতের কোর্টসমূহে অমীমাংসিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে ৩২৪ বছর সময় লাগবে। একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি রয়েছে এ বিষয়ে:

"California's population was almost touching 38 million. In India, that's the number of cases pending in courts across the country."

এ তো গেলো ভারতের কথা। সম্প্রতি একজন আইনজীবীর বক্তব্য অনুসারে নতুন কোনো মামলা দায়ের না হলেও চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে নাকি ত্রিশ বছর সময় লাগবে।

### বিরোধ নিষ্পত্তিতে চাই মানবিক সহমর্মিতা:

দীর্ঘসূত্রিতা প্রসঙ্গটির পাশাপাশি আর একটি বিষয় মনে এলো। মহাভারতের কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা "গান্ধারীর আবেদন”। মহাভারতের কাহিনি নিয়ে গান্ধারীর কণ্ঠ নিসৃত রবিঠাকুরের সে কথা আজও ফিরছে মুখে-মুখে “প্রভু, দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার/যার তরে প্রাণ কোনো ব্যথা নাহি পায় তার দণ্ড দান প্রবলের অত্যাচার”।

এগুলো বহুল শ্রুত। অসংখ্যবার উচ্চারিত। যে বিচারক অপরাধীকে দণ্ড দিতে গিয়ে নিজেই সহমর্মী হন, বাধিত হন, তাঁর (সে বিচারকের) বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিচারককে হতে হবে মানবিক। নিরপেক্ষতার সাথে মানবিক বোধ ও সহানুভূতির সংশ্লেষ হলেই সে বিচার হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। ২০১৫ সনে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Asia Pacific Mediation Summit এ সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি এবং পরে ভারতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনকারী বিচারপতি টি এস ঠাকুর বলেছিলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে তিনি মাত্র পাঁচ শতাংশ সেটিসফেকশন লাভ করেছেন। তাঁর বক্তব্য মতে, the highest judiciary carries the burden of a " tremendous backlog" and alternative dispute resolution mechanism like mediation is the call of the hour.

### বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায়ই সমাধানের পথ:

কেবলমাত্র বিচারপতি টি এস ঠাকুর নন, অনেকেই বিকল্প বিরোধ পদ্ধতিকেই মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও গগনচুম্বী খরচ হতে উত্তরণের উপায় বলে মনে করেন। এ ব্যবস্থাটি অতিশয় পুরাতন এবং পরীক্ষিত। প্রকৃত অর্থেই সিভিল মামলাতে শালিস ব্যবস্থার প্রয়োগ হলে উইন-উইন সিচিউয়েশন সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় প্রাচীন সমাজব্যবস্থার এটি একটি অন্যতম সৌকর্যমণ্ডিত দিক ছিল। উত্তরকালে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর এক উচ্চারণ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরে। গান্ধীজি বলেছিলেন- “My Joy was boundless. I had learnt the true practice of law. I had learnt to find out the better side of human nature and to enter men's hearts. I realized that the true function of a lawyer was to unite parties riven asunder. The lesson was so indelibly burnt into me that a large part of my time during the twenty years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases. I lost nothing thereby not even money, certainly not my soul”.

(An Autobiography: The Story of My Experiments)

আব্রাহাম লিংকন এর মতো মহামহিমরাও কিন্তু বিকল্প বিরোধ ব্যবস্থা (Alternative Dispute Resolution) এর মাহাত্ম্য বলেছেন-

“Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser in fees, expenses and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be business enough."

এ দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনার প্রেক্ষাপটে শোপেনহাওয়ার এর গল্পে ফিরে যাই। সার কথায় বলা যায়, মানুষে মানুষে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক কিংবা মানুষের সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক উন্নয়ন ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা গেলে তা সকলের জন্য হিতকর হয়। প্রতিষ্ঠা পায় শান্তি ও সহমর্মিতা। বন্ধুত্বপূর্ণ কর বিরোধ নিষ্পত্তি করা গেলে করদাতারা শান্তি লাভ করে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে  Austin O’Malley একটি গ্রহণযোগ্য উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “In levying taxes and in sheaving sheep, it is well to stop when you get down to the skin”. করদাতাদের সামর্থ্যের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচ্য।

### Alternative Dispute Resolution (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) প্রক্রিয়া:

প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আদালতের বাইরে বিরোধপূর্ণ বিষয় নিষ্পত্তির আধুনিক পদ্ধতিটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা Alternative Dispute Resolution পদ্ধতি নামে বিশ্বব্যাপী বেশ সমাদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। হালে ADR কে Amicable Dispute Settlementও বলা হচ্ছে।

“The phrase Alternative Dispute Resolution (ADR) is used to indicate a settlement process in which disputes are resolved outside the court”

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি mediation, reconciliation, arbitration এরূপ তিনটি/চারটি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে যার মধ্যে মিডিয়েশন (Mediation) অন্যতম। বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যক্তি কিংবা কর্পোরেট হাউসগুলো চুক্তি (Contract), রিয়েলস্টেট, মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট, ব্যবসায়িক স্বত্ব বিষয়ক নানাবিধ জটিল বিরোধপূর্ণ ইস্যু

মিডিয়েশন (Mediation) পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করছে। এ পদ্ধতিতে বিবদমান পক্ষসমূহ এক বা একাধিক মধ্যস্থতাকারীর সহায়তায় সমঝোতা, সহযোগিতা এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার চেষ্টা করে থাকে। মধ্যস্থতাকারী আইন, বিধি-বিধান এবং তাঁর অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে বিবদমান পক্ষমূহকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে সহায়তা করেন। এটা বলা অপরিহার্য যে মধ্যস্থতাকারী কখনোই বিবদমান পক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর মতামত চাপিয়ে দেন না, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষসমূহ স্বাধীন। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকারিতা এখানেই।

### বিকল্প বিরোধ ব্যবস্থা (এডিআর) ও কর রাজস্ব আহরণ:

সভ্যতার বিকাশের জন্য আমরা কর প্রদান করে থাকি। কিন্তু এটাও সত্য যে সব ধরনের দায়-দেনার মধ্যে মানুষ কর প্রদানে সবচেয়ে কম আগ্রহী। এমনকি কর যে একটি দায় সে কথাও আমরা প্রায়শ: ভুলে যাই। Ralph Emerson কর প্রদানে অনীহার কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে:

"This is the history of governments, one man does something which is to bind another. A man who cannot be acquainted with me, taxes me looking from afar at me, ordains that a part of my labour shall go to this or that whimsical end, not as I. but as he happens to fancy. Behold the consequence. Of all debts, men are least willing to pay the taxes."

বোঝা যায় মানুষ সততই কর প্রদানে অনাগ্রহী। "No taxation without representation" পশ্চিমে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে করারোপ পদ্ধতি এবং করের পরিমাপের যৌক্তিকতা নিয়েও করদাতাগণ আপত্তি প্রকাশ করে থাকেন। এ সকল আপত্তি নিরসনে করদাতাগণ সচরাচর উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হন। এর ফলে করদাতাগণকে যেমন সাময়িকভাবে কর প্রদান করতে হয় না; একই সাথে বাড়তে থাকে কর বিরোধপূর্ণ মামলার সংখ্যা। ফলে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে রাজস্ব আহরণ হতে। ফলে আদালতের বাইরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা Alternative Dispute Resolution পদ্ধতি বিবাদপূর্ণ মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

### বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে রাজস্ব বিরোধ নিরসন:

বিশ্বব্যাপী বিকল্প বিরোধ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উচ্চতর আদালতে রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ বিপুল সংখ্যক রাজস্ব সংশ্লিষ্ট মামলা বিকল্প বিরোধ (নিষ্পত্তি) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করে। ২০১১ সনে Bangladesh Investment Climate (BICF) এর সহায়তায় এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক অনুবিভাগসমূহের রাজস্ব বিরোধ সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ কার্যক্রম গ্রহণ করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক অনুবিভাগের প্রায় ৩০ (ত্রিশ) হাজার মামলা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। এ সকল মামলায় জড়িত রাজস্বের পরিমাণ বিশ হতে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। এমনকি এর বেশিও হতে পারে। এমন এক প্রেক্ষাপটে উচ্চতর আদালতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন মামলাসমূহ দ্রুত ও সহজে নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। শুরুতে পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে এ পদ্ধতিটি চালু করা হলেও বর্তমানে সারা দেশে সকল শ্রেণির করদাতাগণ এ পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করছেন।

### বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধাসমূহ:

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধপূর্ণ মামলাসমূহ এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে:

- এ পদ্ধতি ব্যয় সাশ্রয়ী;
- স্বল্পতম সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব;
- প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এডিআর পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকতা কম;
- এ পদ্ধতিতে আইনগত ও পদ্ধতিগত জটিলতা ন্যূনতম;
- এই পদ্ধতিতে করদাতা ও রাজস্ব বোর্ডে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিভাগসমূহ (আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট) আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকেন।
- বিরোধ নিরসনে সহায়তার জন্য একজন সহায়তাকারী সহায়তা করেন। সহায়তাকারী একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং তিনি রাজস্ব বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা নন;
- এ পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় সুবিধা, এটি ঐচ্ছিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি না করা গেলে করদাতাগণ পুনরায় প্রচলিত পদ্ধতিতে ফিরে যেতে পারেন।

### রাজস্বের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আইনগত ভিত্তি:

- অর্থ আইন ২০১১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ- Chapter XVIII-ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION শিরোনামে একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়। এই অধ্যায়ে মোট ১৫টি ধারা রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৫ এবং ২০১৬-এর বিধিমালাতে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আইনগত ভিত্তি দেয়া হয়েছে।
- অনুরূপভাবে কাস্টমস আইন, ১৯৬৯

এর 192A হতে 192K ধারায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আইনগত বিধান আছে।

### বিকল্প বিরোধ ব্যবস্থায় (এডিআর) নিরসনযোগ্য বিষয়ের কতিপয়:

- কোনো কর নির্ধারণ আদেশ বা পুনঃনির্ধারণ আদেশে যদি কোনো করদাতার আপত্তি থাকে; কোনো করনির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রিম কোর্টে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে এমন বিরোধ;
- কর কর্তৃপক্ষ এ পদ্ধতিতে নিজে আবেদন করতে পারে না;
- কোনো আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট করদাতা আপত্তি উত্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন না;

### বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ:

কর সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে এডিআর পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলো:

- উচ্চতর আদালতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর মামলায় রায় করদাতাগণের পক্ষে যায়। ফলে করদাতা বিকল্প নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে আগ্রহী হন না।
- করদাতাদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে। অধিকাংশ করদাতা এখনো এডিআর প্রক্রিয়ার ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারছেন না।
- কর কর্মকর্তাগণ বড় রাজস্ব সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এছাড়া মামলা নিষ্পত্তির পর ভবিষ্যতে দুর্নীতি দমন কমিশন ও হিসাবরক্ষণ অফিস হতে আপত্তি আসতে পারে-এ বিষয়গুলোও তাঁরা বিবেচনায় রাখেন।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় আপসের জন্য কোনো অবকাঠামোগত সুবিধা নেই। নেই কোন সার্বক্ষণিক জনবল। লজিস্টিক সুবিধাও অপ্রতুল। এমনকি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেও সার্বক্ষণিক কোনো এডিআর সেল নেই।
- এডিআর পদ্ধতির মূল সুফলভোগী (Beneficiary) হচ্ছেন দেশের ব্যবসায়ী মহল। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু করার প্রাক্কালে তাদের মতামত গৃহীত হয়। সম্মানিত সহায়তাকারী প্যানেল ও প্রথিতযশা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ব্যবসায়ী মহল থেকে এ যাবৎ এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।
- কর আইনজীবী, পেশাজীবী এবং ইন্টারমিডিয়ারি গ্রুপও এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছেন না বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।
- সহায়তাকারীগণ প্রায়শই অভিমত ব্যক্ত করেন যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের ভূমিকা শুধুই দর্শকের। তাঁরা কোনো বিষয়ে পক্ষসমূহের ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করতে পারেন না।
- রাজস্ব বোর্ডের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের প্রাত্যহিক কর নির্ধারণ ও কর আদায় কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকার কারণে এডিআর প্রক্রিয়ায় যে সময় ও মনোযোগ দিতে হয় তা দিতে পারেন না।
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকার কারণেও এডিআর পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে সক্ষম হচ্ছে না।
- যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধ বিষয়ে উভয় পক্ষের ছাড় দেয়ার মানসিকতার অভাবও এডিআরএ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ।

### কার্যকর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি:

আধুনিক এনবিআর বিনির্মাণে এবং অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উচ্চতর আদালতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে বোর্ডের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঐকান্তিক আগ্রহ রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সম্মুখবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কার্যক্রম গৃহীত হলে এডিআর এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি এবং কর আদায় সম্ভব হবে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি এডিআর সেলকে অধিকতর শক্তিশালী করা;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে Awareness Campaign চালু করা। প্রতিটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মাধ্যমে সকল ব্যবসায়ীকে এর সুফল সম্পর্কে অবহিত করা; বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় অফিস স্পেস, অবকাঠামো বরাদ্দ দেয়া। একই সাথে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

### বাণিজ্য ও রাজস্ববান্ধব বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নে বন্ধুত্বপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া:

হ্যাঁ। এভাবেই বলতে চাই। Alternative Dispute Settlement এর পরিবর্তে বলতে পারি Amicable Dispute Settlement. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে এডিআর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। বলতে চাই, করদাতা, চাইছি তোমার বন্ধুতা। এডিআর রাজস্ব আহরণে এবং রিয়েল টাইম না হলেও সম্ভব দ্রুততম সময়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে সকলের জন্য হিতকর। একারণেই 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' প্রক্রিয়া একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

---

*লেখক: যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; প্রাক্তন প্রথম সচিব (কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সমন্বয়ক, এডিআর সেল।*

# নামাবলির সাতকাহন

**মোহাম্মদ লুৎফর রহমান**

আমাদের একেবারে ছোটবেলায় (সত্তরের দশকে) আমরা খুব রেডিও শুনতাম, তার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ সবার বাসায় টেলিভিশন ছিলনা তখন, আর দ্বিতীয়তঃ বাসায় যখন টিভি এলো তখন টিভিতে এখনকার মত চব্বিশ ঘন্টা অনুষ্ঠান চলত না। সাপ্তাহিক ছুটির দিন (প্রথমে রোববার, পরে শুক্রবার) ছাড়া বাকী ছয় দিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলত; সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকালের অধিবেশন চলত সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, আর বিকেলের অধিবেশন তিনটায় শুরু হলে যথারীতি রাত বারোটা পর্যন্ত চলত। কিন্তু রেডিও প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চালু থাকতো। সেই সময় রেডিওতে বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানের বাহারি নাম ছিল, যেমন রকমারি গানের অনুষ্ঠান ‘গীতালি’, ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান ‘গানের ডালি’। এরকম কোনো কোনো অনুষ্ঠানে একটা গান প্রায়ই শুনতে পেতাম -

“নামের বড়াই কোরো না কো
নাম দিয়ে কী হয়,
নামের মাঝে পাবে না কো
সবার পরিচয়।”

তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়িকা আঞ্জুমান আরা বেগমের গাওয়া এই গানটি ছিল জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা জুটি রাজ্জাক-কবরী অভিনীত ‘পিতা-পুত্র’ ছবির। এই গানে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় নামের ব্যবচ্ছেদ করে সেই নামকরণের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন;“মতিঝিলে মতি নেই, আছে শুধু ঝিল” (এখন তা-ও নেই), “সোনারগাঁয়ে সোনা নেই, আছে শুধু বিল” (এর অবস্থাও তথৈবচ)। আবার রাজশাহীতে রাজা বা শাহী কিছুই নেই, ঢাকা শহর ঢাকা থাকে না, যদিও এখন ঢাকা প্রায়শঃ ধুলা, ধোঁয়া, কুয়াশা বা ধোঁয়াশা মানে smog (smoke+fog) দিয়ে ঢাকা থাকে - এ রকম অনেক অসঙ্গত নামের সব কথা। গানে যা-ই বলা হোক না কেন নাম আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক গুরুত্ব বহন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজনের নামের মধ্যে তার পরিবারের ঐতিহ্য, ধর্মীয় সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অনেকখানি প্রতিফলিত হয়।

পাশ্চাত্যে নামকরণের একটি সাধারণ ফর্মূলা রয়েছে, তাদের নাম সাধারণতঃ তিন শব্দের হয়, যেমন - William Jefferson Clinton. প্রথম শব্দটি তাঁদের Christian Name, যা ব্যাপ্টিজমের সময় রাখা হয়, সাধারণতঃ তাঁদের খ্রিষ্টীয় বিভিন্ন সন্ত (Saint) বা সাধুর নামে, যেমন: পিটার, জোসেফ, জন, জেমস, রবার্ট, মাইকেল, জর্জ, ইত্যাদি। সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠ লোকজন, বন্ধু, বা নিকটাত্মীয়রা তাঁদের এসব নাম ধরে ডেকে থাকেন। এগুলো আবার ডাকার সময়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন: উইলিয়াম হয়ে যায় বিল, জেমস হয়ে যায় জিম বা জিমি, রবার্ট হয় বব। তিন শব্দের নামের মাঝের শব্দটি আসলে তাঁর একান্ত পরিচায়ক, যদিও বাস্তবে এর ব্যবহার একেবারেই কম, অনেক সময়েই তা সংক্ষিপ্ত হয়ে এক অক্ষরের হয়ে যায়, যেমন: জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি হয়ে যান জন এফ. কেনেডি। নামের তৃতীয় শব্দটিই পশ্চিমা জগতে বেশি ব্যবহার হয়, যা তাঁদের পারিবারিক বা বংশগত পরিচিতি তুলে ধরে। এজন্য formal বা অনুষ্ঠানিক পরিমন্ডলে তাঁদেরকে title-এর সাথে এই family name বা surname ধরে ডাকা হয়ে থাকে, যেমন: Mr. Clinton বা Dr. Jones বা Professor Hertz. আমাদের প্রতিবেশী দেশের কিছু কিছু নামকরণের ক্ষেত্রে এ রকম তিন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যার মধ্যে কয়েকটি হয়তো আমরা অনেকেই জানি, যেমন: সুনীল মনোহর গাভাস্কার বা কপিল দেব নিখাঞ্জ বা শচিন রমেশ তেন্ডুলকার। কিন্তু এদের মত অনেকেরই নামের তিনটি শব্দ আমরা জানি না।

বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির ব্যত্যয়ের অসংখ্য তরিকা আর উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে নামকরণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত।

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের ছেলে-মেয়েদের নামকরণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলমানদের ছেলেদের নাম রাখার সময় আমাদের রাসুল (সাঃ)-এর নাম ‘মোহাম্মদ’ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামনে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝে ব্যবহার হয়, যেমন মোঃ সাইফুদ্দিন বা সাইফুদ্দিন মোঃ দুলাল। অনেক সময় তার বিকল্প হিসেবে মাহমুদ, মাহমেদ, আহমাদ, আহমেদ ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের সাথে তাঁর আনুগত্য বা তাঁর গুণসূচক শব্দ জুড়ে দিয়ে নামের বাকি অংশ রাখা হতো, যেমন: মোঃ আব্দুল জব্বার, সাইফুর রহমান ইত্যাদি। এ প্রথা ছাড়াও আরবি, ফার্সি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে নামকরণ করা হতো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে তাঁদের ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে নামকরণ করা হতো, যেমন: কালীনারায়ণ, কৃষ্ণপদ, রামহরি, ইত্যাদি। অনেক সময়ই নামের একটি অংশে তার বংশের পরিচয় উল্লেখ থাকতো, যেমন: কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, প্রমথ চৌধুরী, আব্দুল হামিদ খান, ইত্যাদি।

আধুনিক যুগে নামকরণের ক্ষেত্রে অনেক বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনা দেখা যায়। অনেকেই তাঁদের শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে বাংলা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, যেমন: নীলাঞ্জনা দাস, অনিন্দিতা হক, এক্ষেত্রে ধর্মীয় দিকটি বিশেষ বিবেচনায় আসে না। আমরা কলেজ জীবনের এক বন্ধুর নাম ছিল অসীম শাতিল হক, তার বড় বোনের নাম অদিতি তিতাস হক। তাঁদের দুজনেরই নামের প্রথম অংশটি বাংলা শব্দ, দ্বিতীয়টি একটি নদীর নাম আর তৃতীয় অংশটি তাঁদের বাবার নামের শেষাংশ।

অনেক দেশেই কাগজপত্রের নাম বা পোশাকী নামের পাশাপাশি Nick name বা ডাক নামের প্রচলন রয়েছে। সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠ পারিবারিক মন্ডলে বা বন্ধু মহলে সে নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশসহ অবিভক্ত বাংলায় একসময় সুন্দর পোশাকী নামের সাথে এমন ধরনের কিছু ডাকনাম রাখা হত যা সেই নামের অধিকারী আনুষ্ঠানিক পরিমন্ডলে প্রকাশ করতে নিজেই কুণ্ঠিত বোধ করতেন। যেমন সুনন্দন রায় নামের কেউ নিশ্চয়ই বন্ধুমহলে ‘বোঁচা’ নামে অভিহিত হতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। এরকম তখন অনেকেরই পঁচা, বুঁচি, কালু, ছুটকি, বল্টু, এ ধরনের কিছু ডাক নাম মা-বাবা বা অভিভাবকমন্ডলী কোনো কিছু না ভেবেই রেখে বেচারাদের বন্ধুমহলে ভীষণ বেকায়দায় ফেলে দিতেন। যদিও সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র নিজেকে ‘ফেলু মিত্তির’ বলতে বা ‘ফেলুদা’ হিসেবে পরিচিতিতে খুব একটা সংকোচ বোধ করতেন না।

অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ডাকনামগুলো কিছুটা প্রমিত হয়ে খোকা, খুকি, খুকু, বাচ্চু, বুড়ি, বুড়্ঢা, বাবু, বেবী-এ ধরনের হয়ে যায়। এ সব ‘খোকা’ বা ‘বাচ্চু’দের বয়স বাবা-মায়ের বা নিকটজনের কাছে কখনও বাড়ে না, আবার ‘বুড়ি’ বা ‘বুড়্ঢা’-রা জন্ম থেকেই বুড়ো হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেন। বাবু নামটার বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে- অচেনা বা নাম না জানা কোনো বাচ্চাকে ডাকতে গিয়ে আমরা খুব সাধারণভাবেই ‘বাবু’ নামের প্রয়োগ করে থাকি। আমার সহপাঠী এক বন্ধুর ডাক নাম ছিল ‘বাবু’, তার এক বছরের বড় ভাইয়েরও তাই, এ কারণে শেষে দু’জনের একজনকে ‘বড় বাবু’ আর আরেকজনকে ‘ছোট বাবু’ বলে ডাকতে হয়েছে পরিবারের লোকদের। আজকাল প্রেমিক-প্রেমিকাদের ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরস্পরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এই নামের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

আগেই বলেছি আমাদের নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো রীতি ব্যবহার না করে উদারপন্থী হয়ে শিশুদের নামকরণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময়ই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে (বিশেষতঃ আরবী বা

### মূসক বা ভ্যাট (VAT) কী

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা **ভ্যাট** (VAT-Value Added Tax) হচ্ছে:

- **সমাপনী** পর্যায়ে আরোপনীয় **পরোক্ষ** কর
- **বহু স্তর** বিশিষ্ট **ভোগ** কর (Consumer Tax)
- সরবরাহ চেইনের সবশেষে **চূড়ান্ত ভোক্তা**র ওপর বর্তায় বিধায় সহনীয়
- **রেয়াত** ব্যবস্থার কারণে করের **পৌণপুনিকতা** (Cascading Effect) মুক্ত
- **ব্যাপক**/বিস্তৃত ভিত্তি (Broad Base)র ওপর **সমহারে** প্রয়োগকৃত
- বাংলাদেশের **অভ্যন্তরীণ** খাতে রাজস্ব আহরণের **বৃহত্তম** উৎস

### ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন

- **১৯৫৪** সালে প্রথম **ফ্রান্সে** (উৎপাদন ও পাইকারি পর্যায়ে) প্রবর্তিত
- আধুনিক বিশ্বে অন্য যে কোন পরোক্ষ করের তুলনায় অধিকতর সমাদৃত এবং জনপ্রিয় বর্তমানে বিশ্বের প্রায় **১৬৬টি** দেশে কোনো না কোনো রূপে (ভ্যাট/জিএসটি/বা অন্য নামে) প্রচলিত
- বাংলাদেশে **১৯৯১** সালে প্রবর্তিত (এক্সাইজ ডিউটি ও সেলস ট্যাক্সের প্রতিস্থাপক হিসেবে) **মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১** নামে।
- ১৯৯১ সালের আইনে ইতোমধ্যে কিছু বিচ্যুতি প্রবেশ করায় তা রহিত করে একটি নতুন, যুগোপযোগী ও অনলাইনভিত্তিক **মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২** প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই, ২০১৯ হতে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে।

ফার্সি) নাম রাখা হয় তার প্রকৃত অর্থ না জেনেই। তাতে মাঝে মাঝে যে বিপত্তি ঘটে না তা নয়। যেমন আবুল হাসেম নামের একজন মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশে পরিবার নিয়ে বেড়াতে গেছেন- তার ছেলের নাম খালিদ বিন ওয়ালিদ। সে দেশের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাকে বোঝাতে তিনি গলদঘর্ম হলেন যে, ছেলের নাম খালিদ বিন ওয়ালিদ শখ করে রেখেছেন, সে তারই ছেলে - ওয়ালিদ নামে কারো ছেলে নয়।

অনেক সময়ে দেখা যায় বাচ্চার নামকরণের ক্ষেত্রে বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর আবদার রাখতে গিয়ে তাদের সবার পছন্দের শব্দ যুক্ত হয়ে নাম বড় হয়ে যায়। আমাদের সহকর্মী মিজ নূর-ই হাসনা সানজিদা অনসূয়া এই রীতির শিকার বলে তাঁর মুখে শুনেছি। একইভাবে আমার এক আত্মীয়ের নামও হয়েছে ওমর ফারুক মোঃ আবু মাফরুহা চৌধুরী। কোন এক ছবিতে দেখেছিলাম এক জন আরেক জনের নাম জিজ্ঞেস করার পর জবাবে যখন শুনছে 'আবুল ফজল মোহাম্মদ দিদারুল আনোয়ার আল মামুন আল হাসানী', তখন তো প্রশ্নকর্তার চোখ কপালে! অবাক বিস্ময়ে তার প্রতিক্রিয়া, 'আমি তোমাকে শুধু তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি, পুরো বংশের নয়।'

তবে আমাদের এই উপমহাদেশে তামিলদের নামের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটানোর উপক্রম করে। হিন্দী ছবি 'ধামাল'-এ দু'জন এক তামিলের গাড়িতে লিফট নিতে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করছিলেন তাদের গন্তব্যে (এখানে 'গোয়া') পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগতে পারে। জবাবে লিফট দাতা ড্রাইভার বললেন, নাম-পরিচয় হতে হতেই পৌঁছে যাবেন। লিফট গ্রহীতা যাত্রী দু'জনের নাম বলা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে গেলেও ড্রাইভারের নাম আর সহজে শেষ হয় না। কারণ তিনি তার নামের একটা করে শব্দ বলেন, পরের বার তার সাথে আরেকটা শব্দ যোগ করে আবার বলেন, যেমন- প্রথমে 'আইয়ার', তারপরে 'বেণুগোপাল আইয়ার', এরপর 'মুত্থুস্বামী বেণুগোপাল আইয়ার'। এভাবে বলতে বলতে একসময় তার নাম গিয়ে দাঁড়ায় 'শ্রীবরমরদা আতাপাত্তু জয়সুরিয়া লাকমাল শ্রীরামকৃষ্ণ শিবভেঙ্কট রাজশেখর শ্রীনিবাসন ত্রিচিপল্লী ইকেপারাম্পি পরম্বাদুর চিন্নাস্বামী মুত্থুস্বামী বেণুগোপাল আইয়ার … …'। তবুও শেষ হয় না দেখে লিফট গ্রহীতা যাত্রী দু'জন ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে গাড়ি থামিয়ে নেমে রেহাই পান। নামার আগে একজনের সবিস্ময় প্রশ্ন: 'তুমি (ড্রাইভার) কি টেলিফোন ইনডেক্সের সব নাম একসাথে বলছো?'।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম ছেলেদের নামের সামনে মোহাম্মদ থাকার কারণে পাশ্চাত্যে অনেক সময় সমস্যা হয়। যেহেতু সেখানে ঘনিষ্ঠ পরিমন্ডলে নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকা হয়, সেহেতু 'মোহাম্মদ' নামে ডাকলে একসঙ্গে অনেকেই সাড়া দিতে পারে। আমার এমনই এক ছোট ভাই তার আমেরিকায় পড়ালেখার সময়কার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিল তাদের ফ্যাকাল্টিতে সাতজনের নামের প্রথম অংশ (First Name) 'মোহাম্মদ', ফলে 'মোহাম্মদ' বলে কাউকে ডাকা হলে বা 'মোহাম্মদ' নামের কারও কথা বলা হলে কাকে ডাকা হচ্ছে বা কার কথা বলা হচ্ছে ঠিকভাবে বোঝা যেত না।

অনেকের নামের শেষে তাঁদের জন্মস্থানের নাম যুক্ত হতে দেখা যায়। দেশে বিদেশে সবক্ষেত্রেই এর প্রচলন রয়েছে। যেমন বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র নামের শেষের অংশ তাঁর গ্রামের নাম, আমাদের প্রখ্যাত কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নামের শেষের অংশ তাঁর জন্মস্থান সিরাজগঞ্জের নামে। তবে আমাদের প্রিয় সহকর্মী জনাব ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নাম শুনে কেউ তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ বা ইরানের সিরাজ শহরে বলে মনে করলে নিশ্চিতভাবে ভুল করবেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পিতা অনলবর্ষী কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পুত্রের নাম এভাবে রেখেছেন বলেই জেনেছি। বাংলাদেশের আরেক নামকরা কবি প্রয়াত হাবিবুল্লাহ সিরাজীর (বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক) জন্মস্থানও সিরাজগঞ্জ বা সিরাজ শহর নয়। বাংলাদেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে পীর বা মুসলিম ধর্মীয় নেতা বা মাওলানাদের নাম যেমন অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন উপাধি সহযোগে লম্বা হয়ে থাকে তেমনি তাঁদের নামের শেষেও অনেক সময় জন্মস্থানের নাম সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়, যেমন- এনায়েতপুরী, যশোরী, চন্দ্রপুরী, ফরিদপুরী, ইত্যাদি।

ভিনদেশী শব্দ কেবল আরবী, ফার্সিতেই যে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমানদের নাম রাখা হয়ে থাকে তা সবসময় সঠিক নয়। অনেকেই ইংরেজী, ফরাসী এমনকি রাশান শব্দ ব্যবহার করেও নাম রেখে থাকেন, যেমন: মাইকেল, রনি, জনি, রিগ্যান, জর্জ, মার্শাল, আনুশকা, মনামি-এ রকম অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। আমার এক পরিচিত 'ডিউক'-এর অন্যান্য ভাই-বোনের নাম ছিল প্রিন্স, কুইনি আর ডাচিস।

তবে এই ধারার বাইরে অনেকেই খাঁটি বাংলায় শিশুদের নাম রাখেন, যেমন: কাজল, তাপস, ছায়া, মমতা, প্রভাত। কিন্তু এ রকম বাংলা নামের মধ্যে অনেকে আবার অন্য ধর্মের গন্ধ খুঁজে পান, সেমন 'নূর' আর 'আলোক'-এর অর্থ এক হলেও অনেক মুসলিম বাবা-মা-ই দ্বিতীয়টি রাখতে চাইবেন না ভিন্ন ধর্মীয় নাম মনে করে, এর কিছুটা পরিবর্তিত রূপ 'আলো' অবশ্য বেশ প্রচলিত। খাঁটি বাংলার নাম রাখার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন কবীর ('নদী ও নারী' বইয়ের লেখক) বেশ ভিন্ন এক ধরনের চিন্তা দেখিয়েছিলেন - তিনি তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন কামাল প্রবাহন কবীর।

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ একবার দেখেছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে

বেশি মানুষের নামের প্রথম অংশ (first name) মোহাম্মদ। তবে আমাদের নামের অন্য অংশগুলোও কম যায় না। যেমন আমার নামের মাঝের অংশ 'লুৎফর' খুবই Common. আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস বাংলাদেশের ষোলো কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ ষোলো লাখ লোক রয়েছেন যাদের নাম 'লুৎফর' বা তার কিছুটা পরিবর্তিত রূপ (যেমন- লুৎফুর, লুৎফার, লুৎফুল, লুৎফি, লুৎফে, লুৎফা, লুৎফুন, লতিফ, লতিফুর, লতিফুল, লতিফা, ইত্যাদি)। এ রকম আরো কিছু Common নাম আছে, যেমন মাহবুব, শফিক, জাকির, সাইফুল, রফিক ইত্যাদি। আমি এই শুল্ক বিভাগের চাকরিকে ঢোকার পরদিন থেকে বড় হয়েছি/দিন কাটিয়েছি 'বড় লুৎফর' (আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জনাব মোঃ লুৎফর রহমান)-এর ছায়ায় 'ছোট লুৎফর' হিসেবে। চাকুরির তৃতীয় দিনে আমি যখন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দিতে গেলাম তখন আমাকে যে কক্ষে বসতে দেয়া হলো তার বাইরে দেখি নাম ফলক লাগানো রয়েছে 'মোঃ লুৎফর রহমান, উপ-পরিচালক'। প্রথমে চমকে গেলেও পরে জানলাম এই কক্ষের আসল অধিকর্তা প্রশিক্ষণজনিত কারনে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বিধায় রাজশাহীতে যোগদানের আগে পর্যন্ত এটি আমার অস্থায়ী ঠিকানা হয়েছে। পরে ২০০৯-১১ সালে আমি রাজশাহীতে যুগ্ম কমিশনার হিসেবে কাজ করেছি, তিনি তখন আমার কমিশনার। নিজের নাম ধরে অন্যকে ডাকা মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার নয় বলে তিনি আমাকে ডাকার এক তরিকা বের করলেন - তিনি পাশ্চাত্য স্টাইলে আমার নামের শেষ অংশ ধরে অর্থাৎ 'রহমান' বলে ডাকা শুরু করলেন। কমিশনার আর যুগ্ম কমিশনারের নাম এক হওয়াতে অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ও কিছুটা বেকায়দায় পড়েছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েরা আগে যেমন স্বামী বা ভাসুর বা শ্বশুরের নাম মুখে আনতে পারতেন না, তেমনি তিনিও কমিশনারের নাম ধরে তো আর ডাকতে পারেন না। তাই তিনিও আমাকে ডাকার ক্ষেত্রে কমিশনারের তরিকাই অনুসরণ করে স্বস্তি বোধ করতেন।

ভাসুর-শ্বশুরের নাম মুখে নেয়া প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত গল্প উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না। এমনই এক বাঙ্গালী নারীর ভাসুরের নাম ইচা মিয়া (ইসা মিয়ার পরিবর্তিত রূপ) আর শ্বশুরের নাম কদু মিয়া। তো একদিন তিনি লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করার সময়, এক প্রতিবেশিনী জানতে চাইলেন কি রাঁধছেন। তখন তার সলজ্জ জবাব 'ওনারে দিয়া তেনারে রানতেছি।' এর বাস্তব উদাহরণও শুনেছি; আমার মায়ের নানার নাম ছিল সিরাজ সরকার, তিনি সিরাজগঞ্জে গেছেন, কেউ জানতে চাইলে তাঁর স্ত্রী (অর্থাৎ আমার মায়ের নানী) জবাব দিতেন 'গঞ্জে গেছেন'।

একই নামের আধিক্যজনিত সমস্যা যে কেবল আমাদের দেশেরই তা নয়, পাশ্চাত্যেও তাদের Christian name-গুলোর মধ্যে কিছু কিছুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আগের যুগে রাজা-বাদশাদের মধ্যে একই নাম বার-বার ঘুরে ঘুরে আসার প্রবণতা এখনও রয়েছে, ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার জ্বলন্ত উদাহরণ, তাঁর ছেলে প্রিন্স চার্লস হয়েছেন নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস (আগে আরও দু'জন চার্লস ছিলেন বলে)। অনেক সময় নামটির প্রথম অধিকারীর চেয়ে পরবর্তী প্রজন্মের চোখে একজন বেশি বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে গেছেন। যেমন ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের কারণে সিংহাসন ছেড়ে বিখ্যাত, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড কুখ্যাত ছিলেন Black Prince নামে; রাজা প্রথম রিচার্ড সিংহ হৃদয় (lion-hearted) নামে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁর বীরত্ব আর সমরকৌশলের কারণে, রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড বিখ্যাত হয়েছেন উইলিয়াম সেক্সপীয়রের নাটকের কারণে; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই স্মরণীয় হয়ে আছেন সাফল্যের কারণে Great King or Sun King নামে, কিন্তু রাজা ষোড়শ লুইকে সবাই মনে রেখেছে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তার পতনের কারণে; একইভাবে রাশিয়ার জার (Tsar) দ্বিতীয় নিকোলাসের নাম জড়িত রুশ বিপ্লবের সময় পতনের সাথে। Robert Downie Senior-কে আমরা না চিনলেও 'আয়রন ম্যান' Robert Downie Junior-কে আমরা অনেকেই চিনি, একই কথা Neymar Junior-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একই নামের একাধিক ব্যক্তিকে আলাদা করার জন্য কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়ে থাকে (অবশ্যই অনানুষ্ঠানিকভাবে)। ঢাকা কলেজে আমাদের কয়েকজন বন্ধুর নাম ছিল সুমন, বিশেষণ যোগ হয়ে তাদের একেকজনের নাম দাঁড়িয়েছিল পাতলা সুমন, পাগলা সুমন, চ্যাপ্টা সুমন, আর মোল্লা সুমন, এগুলোর ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দরকার নেই। আমাদের পেশীজীবি (লক্ষ করুন পেশাজীবি নয়) ভাইদের নামের সামনে কিছু বিশেষণ যোগ হয়ে তা বিশেষভাবে অর্থবহ করে তোলে, যেমন ধলা অমুক, মুরগি তমুক, ফরাসী অমুক ইত্যাদি। অনেক সময় অবশ্য পেশা দিয়েও একই নামের বিভিন্ন পেশাজীবিদের আলাদা করা হয়, যেমন গুল মান্নান (গুলের কারখানা আছে), ঘোড়া মান্নান (ঘোড়ায় মালামাল টানার কাজ করেন), মিল মান্নান (গম ভাঙ্গানোর মিল ঘর আছে), ঝুট মান্নান (গার্মেন্টসের ঝুটের ব্যবসা করেন) ইত্যাদি।

অনেক বাবা-মা বিদেশী শব্দের অর্থ না জেনেই সন্তানের নাম রেখে থাকেন, যেমন 'জুলমাত' শব্দের অর্থ অন্ধকার জানার পরে তাঁরা সন্তানের জন্য সে নাম পছন্দ করবেন তা চিন্তা করা অনেকটাই

কঠিন। অনেকে বিভিন্ন কারণে মা-বাবার দেয়া নাম পরিবর্তন করে নিজেকে নতুন নাম দিয়ে থাকেন। অনেক লেখক তাঁর প্রকৃত নাম প্রকাশ না করে ছদ্মনামে লিখে থাকেন, যেমন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা চিনি 'বনফুল' নামে, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী পরিচিত 'জরাসন্ধ' নামে, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হলেন 'যাযাবর'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম যে প্রবোধ কুমার তা আমরা অনেকেই জানি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়, তার মধ্যে বেশি পরিচিতটি হলো 'ভানুসিংহ ঠাকুর'। জনপ্রিয় লেখকদের আরো অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'নীললোহিত' আর 'নীল উপাধ্যায়', সমরেশ বসু 'কালকূট', এমনকি আমাদের মাসুদ রানার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেন লিখেছেন 'বিদ্যুৎ মিত্র' আর 'শামসুদ্দীন নওয়াব' নামে।

এ লেখার শুরুতেই নামের অসারতা নিয়ে কথা বলেছি। তাই কারো নাম কাজী নজরুল ইসলাম রাখলেই তিনি বিদ্রোহী কবির মত কবি হবেন বা মেহেদী হাসান রাখলেই গজল সম্রাট হবেন এমনটি প্রত্যাশা করা সমীচীন হবে না। তবে শিশুর নাম রাখার সময়ে বাবা-মা সুচিন্তিত ভূমিকা রাখলে ভবিষ্যতে নামের উচ্চারণ বা অর্থ নিয়ে সন্তানকে বিব্রত হতে হয় না। তবে সব কথার শেষ কথা "বৃক্ষ তোমার নাম কী? - ফলে পরিচয়": আমড়া গাছকে 'আম গাছ' নামে ডাকলেও তা থেকে আম পাওয়া যায় না। 'নূর' শব্দের অর্থ 'আলো' হলেও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারী নূর চৌধুরীর নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্ধকারের কালিমায় ঢাকা পড়ে থাকবে চিরকাল। অনেকের নাম তাঁর কীর্তির জন্য স্ব-মহিমায় চির ভাস্বর হয়ে থাকে, আবার অনেকে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য অনেক কিছু করেন; তবে শেষ পর্যন্ত কালের আবর্তে কোন নাম হারিয়ে যাবে আর কোনটি টিকে থাকবে তা আমরা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

---

*লেখক: কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১, ঢাকা।*

সেবাখাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে উল্লেখযোগ্য মূসক অর্জিত হয়।

**EFD এবং POS Software চালান ইস্যুতে এখন অধিক জনপ্রিয়।**

# রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩: তাৎপর্য ও করণীয়

**ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ**[১]

২০২৩ সন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও রাজস্ব পরিবারের জন্য একটি তাৎপর্যময় বছর। জাতির পিতার হাত ধরে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পর কর প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিজস্ব ভবনে (রাজস্ব ভবনে) যাচ্ছে। এ শুভলগ্নে এ ভবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ যাঁরা এ ভবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত আনন্দ সংবাদের সাথে আরও একটি সুসংবাদ এই যে, এই প্রথমবারের মতো জাতীয় রাজস্বের সিংহভাগ যোগানদানকারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী (৪-৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) 'রাজস্ব সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত রাজস্ব ভবন ও এ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগদানে রাজস্ব পরিবার নিঃসন্দেহে আনন্দিত ও উৎসাহিত ।

রাজস্ব সম্মেলন এর উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কেও অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

**রাজস্ব সম্মেলনের গুরুত্ব:** দেশের উন্নয়ন এর জন্য কর: জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর কোনো বিকল্প নাই। বর্তমানে কর:জিডিপি অনুপাত ৯-১০% এর মধ্যে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর-জিডিপি অনুপাত এর প্রক্ষেপণ (projection) করা হয়েছে ১১.৬% (পৃ.১২২, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)। এক্ষেত্রে কর সংগ্রহে আমরা পিছিয়ে আছি (২০২১-২২ অর্থ বছরে বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর:জিডিপি অনুপাত ৯.৬%[২] অর্জিত হয়েছে)[৩]। রাজস্ব সম্মেলনে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা, প্রকৃত আদায়, লক্ষ্যমাত্রা থেকে ঘাটতির কারণ/প্রতিবন্ধকতা এবং রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য বাস্তবসম্মত কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্যক ধারণা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্য নীতি নির্ধারকদের দিকনির্দেশনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে সঠিক পথ দেখাবে এবং উজ্জীবিত করবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সরকার প্রধানের উপস্থিতিই রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি বিশেষ প্রেষণা (motivation)।

## কী কী বিষয় রাজস্ব সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে

১। **রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা এবং আদায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ:** এক্ষেত্রে ভোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাজীবী, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, গবেষক এবং অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করতে পারেন।

২। কোনো কোনো খাতে রাজস্ব আদায় বাড়ানো যেতে পারে ।

৩। ভ্যাট এবং আয়করের জাল (tax net) কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা।

৪। উল্লেখযোগ্য কর ফাঁকির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৫। Transfer Mispricing (BEPS নামেও পরিচিত) এর মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধকল্পে Transfer mispricing অডিট চালু । তার পূর্বে globally recognized databases এ অভিগমন (access) পাওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট ডেটাবেইজ প্রোভাইডার এর licence গ্রহণ অথবা তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ ডেটাবেইজে access থাকলে Transfer mispricing অডিট এর সময়ে data accuracy check এবং আর্থিক লেনদেনের (ক্রয়মূল্য,বিক্রয়মূল্য) comparability test করা । Database providers for financial data হতে পারে: CompStat's Global (S&P), OneSource's, BvD, Oriana এবং Amadeus. Databases for loan benchmarking এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: TP Genie, Loan connector এবং Royalty range ইত্যাদি। Databases for Royalty, Technical Know-how, IP Intangibles, Commission, License fee এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: KtMine, Royalty Sources Ges Royalty Range etc.

প্রসংগক্রমে বলা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য sectorwise*ট্রান্সফার প্রাইসিং* অডিট ম্যানুয়েল তৈরি করতে পারে।

৬। Under-invoicing and Over-invoicing এর অস্তিত্ব যাচাই এবং তা কমিয়ে আনার উপায় ঠিক করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংস্থাসহ অন্যান্যরা ভূমিকা রাখতে পারেন। একই সংগে Under invoicing and Over invoicing রোধ/হ্রাসের লক্ষ্যে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ/বাণিজ্য অংশীদারদের (trade partners) কাস্টমস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর

---

[১] ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, যুগ্মসচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। ১৫শ বিসিএস (কাস্টমস ও ভ্যাট) ক্যাডারের সদস্য। email: ma_yusuf@hotmail.com

[২] ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬ এর পরিবর্তে ২০১৫-২০১৬ পুনঃনির্ধারণ করার ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাত হ্রাস পেয়ে ৭.৭% হয়েছে।

[৩] সূত্র: ভ্যাট দিবস ২০২২ এ মিস জাকিয়া সুলতানা, (সদস্য, মূসক নীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

সাথে Mutual Customs Assistance Agreement স্বাক্ষর বিষয়ে অর্থবহ আলোচনা হতে পারে। এছাড়া, আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে Under-invoicing এবং Over-invoicing হ্রাসের মাধ্যমে রাজস্ব সুরক্ষা ও অর্থপাচার[৪] রোধকল্পে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি (যতদূর মনে পড়ে) দেশের (বিদেশস্থ) বাংলাদেশ দূতাবাসে/হাই কমিশনে একজন করে কাস্টমস-এর ক্যাডার কর্মকর্তা পদায়ন-এর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। যথাযথ transaction value (customs valuation) এর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব সুরক্ষা ও অর্থপাচার (বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়সহ) রোধকল্পে উক্ত বিষয়ে যথাযথ করণীয় কিংবা বিকল্প করণীয় নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে ।

৭। Fully automated revenue administration বাস্তবায়নে করণীয়।

৮। কর আইন বিধিবিধান ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং WTO TFA তে বর্ণিত Measures বাস্তবায়ন; এক্ষেত্রে কর বিভাগ, শুল্ক ও কর বিশেষজ্ঞ, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ, করদাতা, গবেষক ও পরামর্শক কাজ করতে পারেন।

৯। কর পরিপালন (Tax compliance) বাড়ানোর উপায় চিহ্নিতকরণ ।

১০। ডিজিটাল সার্ভিসেস ট্যাক্সেস (Digital services taxes) সিস্টেম কীভাবে চালু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নির্ধারণ।

১১। জনবল, লজিস্টিকস (নিজস্ব ভবন, গুদাম, নিলাম শেড নির্মাণ, যানবাহন, আইটি ল্যাব স্থাপন, Customs House/Station এ Cyber security ব্যবস্থাকরণ), প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক প্রণোদনার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাকরণ এবং ঘাটতি থাকলে তা সমাধান। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের রিসোর্স পার্সন (resource person) প্রাপ্তির সুবিধার্থে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং সারা দেশের প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে ঢাকায় অথবা ঢাকার কাছাকাছি আয়কর ও কাস্টমস/ভ্যাট বিভাগের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার জন্য পেশ করা যায়। উল্লেখ্য সরকারের অনেক ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব Training Academy/Institute থাকলেও আমার জানামতে *আয়কর বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের নিজস্ব Training Academy নাই।* যতদূর জানা যায়, অস্থায়ী ভাড়া বাড়িতে আয়কর বিভাগের Training Academy চালু আছে।

১২। কর আদায় বাড়াতে, শুল্ক, ভ্যাট এ কর হার Rationalization এবং Tax Expenditure (exemptions/holidays) যৌক্তিকীকরণ করার জন্য data-based decision or Evidence based policy making এর জন্য primary method based study করা ।

১৩। রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ (Export diversification) বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করণীয়।

১৪। আইএমএফ (IMF), World Customs Organisation (WCO), United Nations (for UN Course on Transfer Pricing to apply arm's length principle in taxing MNCs), UNODC (For Customs/VAT Officials[5]), WIPO, WTO, JICA, KOIKA, World Bank Group, এডিবি ইত্যাদি সংস্থার সাথে অধিকতর সহযোগিতা স্থাপন এবং Bilateral Cooperation এর মাধ্যমে শুল্ক ও কর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৫। সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনার মাধ্যমে consensus economic estimates এর জন্য Econometric analysis/Model based revenue প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ এর জন্য অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ইকনমিক এনালিস্ট, হিসাববিদ এবং শুল্ক ও কর কর্মকর্তা এর সমন্বয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে গবেষণা উইং/অর্থনৈতিক উইং চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই। এরূপ উইং প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) পর্যায়ে Revenue estimate করা সম্ভব হবে। এবং তা অর্থ বিভাগের জন্য সামগ্রিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। হুবহু তুলনীয় না হলেও প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে সিটি এব ডেট্রয়েটে Revenue Estimating Conference হয়ে থাকে। এ সম্মেলনে বাজেট বছর এবং পরবর্তী ৪ অর্থবছরের রাজস্বের প্রাক্কলন করা হয়[৬]।

১৬। কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাদের MTBF system এ Expenditure Budget প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, BACS and Economic Codes in iBAS++ system, অর্থনৈতিক কোড সমূহের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার, এক অর্থনৈতিক কোড (economic code) হতে অন্য অর্থনৈতিক কোডে বরাদ্দের পুন:উপযোজন, delegation of financial powers ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি, সঠিক economic code- এ অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং সংশোধিত বাজেটে কী কী justification/rationale এবং রেকর্ড/ডকুমেন্টের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দ বাড়ানো, কমানো বা আন্তঃকোড সমন্বয় করানো যায়, তা জানা অতীব প্রয়োজন। Expenditure Budget বিষয়ে ধারণা থাকলে শুল্ক ও কর বিভাগের কার্যাবলি সুচারুরূপে বাস্তবায়ন সহজ হবে। এ প্রশিক্ষণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অর্থ বিভাগের সহায়তা নিতে পারে। উল্লেখ্য, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাবেক সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ (বর্তমানে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার স্যার) এর উদ্যোগে (ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অনুরোধে) অর্থ বিভাগ তার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Institute of Public Finance (IPF) এর মাধ্যমে গত ২ বছরে (২০২১-২২ অর্থবছরসহ) সীমিত আকারে ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার,

---

[৫] For training on "Countering transnational organised crime, illicit drug trafficking, and preventing terrorism", and " modern control techniques for vehicles, cargo and goods inspection" etc.

[৬] Source: Revenue Estimate Conference, City of Detroit (accessed via https://detroitmi.gov/sites/detroitmi.localhost/files/2022-09/Sept%202022%20Detroit%20REC%20Presentation%20v3.pdf

হাসপাতালের পরিচালক, সুপারিনটেনডেন্ট, অ্যাকাউনটেন্ট, বাজেট অফিসার ও CMSD এর কর্মকর্তাদের বাজেট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সুযোগ্য চেয়ারম্যান এবং সদস্য মহোদয়গণ ২০২৩ এর রাজস্ব সম্মেলনে রাজস্ব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনায় রাখবেন, তা নিশ্চিত বলা যায়। ২০২৩ এর পর ভবিষ্যতে এ সম্মেলন চালু রাখার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় (যদি হয়) এরূপ রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনা করতে পারেন।

## প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়াদি:

| রাজস্ব সম্মেলন: ১ম ও ২য় দিন | |
|---|---|
| • রাজস্ব সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান<br>• সম্মেলনের তাৎপর্য<br>• অন্যান্য | • রাজস্ব আদায়ের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা, রাজস্ব ঝুঁকি (revenue risks) এবং আদায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয়<br>• **আলোচক/অংশগ্রহণকারী:** ভোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাজীবী, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা এবং অর্থনীতিবিদ |
| • কর আইন, বিধি বিধান ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ এবং WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) তে বর্ণিত ও WTO-তে দাখিলকৃত বাংলাদেশের অঙ্গীকারাবদ্ধ Measures বাস্তবায়ন<br>• শুল্ক ভ্যাট এ কর বিভাগের পরিপূর্ণ ডিজিটালাইজেশন<br>• **আলোচক/অংশগ্রহণকারী:** কর বিভাগ, বিশেষজ্ঞ, করদাতা, পরামর্শক কাজ করতে পারেন। | • Tax Expenditure (exemptions) যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে আলোচনা, কর অব্যাহতির ফলাফল (impact study) নির্ণয় এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে কর অব্যাহতি প্রত্যাহার এবং ডেটাভিত্তিক decision or evidence-based policy making এর জন্য স্টাডি বিষয়ে আলোচনা ।<br>• **আলোচক/অংশগ্রহণকারী:** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, FBCCI, পেশাজীবী, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ এবং শুল্ক/কর কর্মকর্তা |
| • বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং RTA/FTA/CEPA স্বাক্ষরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর করণীয় এবং সম্ভাব্য revenue loss কীভাবে পূরণ করা হবে, তার পথ নকশা প্রণয়ন।<br>• কর পরিপালন (Tax compliance) বাড়ানোর উপায় চিহ্নিতকরণ<br>• Strict tax/VAT enforcement বিষয়ে করণীয় এবং এ বিষয়ে সফলকাম হয়েছে এমন দেশের নিকট হতে lessons draw করা।<br>• **আলোচক/অংশগ্রহণকারী:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা (BIDA), FICCI, FBCCI, NBR, EPB ERD, Bangladesh Bank এবং বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ/ অর্থনীতিবিদ। | • কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগের ক্যাপাসিটি তথা নতুন দপ্তর, জনবল, নিজস্ব ভবন, যানবাহন, আইটি এবং প্রশিক্ষণ এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাকরণ এবং কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা/সুপারিশ গ্রহণ ।<br>• করদাতা-বান্ধব কর প্রশাসন এর জন্য প্রয়োজনীয় রিফর্মস (reforms) ও উদ্ভাবন (innovation) নিয়ে আলোচনা।<br>• **আলোচক/অংশগ্রহণকারী:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বাইরে থেকে অর্থ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সচিব/ সিনিয়র প্রতিনিধি এ পর্বে অংশগ্রহণ করলে করণীয় নির্ধারণ ও সমাধান সহজ হবে বলে মনে করি। |

পরিশেষে বলা সমীচীন যে রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব ভবন তৈরি (এবং এর উদ্বোধন) এবং একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠান রাজস্ব পরিবারের জন্য একটি আনন্দদায়ক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। ২০২৩ এর রাজস্ব সম্মেলন (এবং এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বছরগুলোতে অনুষ্ঠেয় রাজস্ব সম্মেলন) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা/অনুশাসন, এবং শুল্ক ও কর বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ (নিজস্ব দপ্তর, সীমিত সংখ্যায় হলেও আবাসিক ভবন, যানবাহন ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন) এবং তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যাবে এবং কর সংগ্রহের পদ্ধতি আরও সহজীকরণ করবে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করি।

---

[*Disclaimer:* এ প্রবন্ধে বর্ণিত অভিমত/বক্তব্য লেখকের নিজস্ব; লেখক যে দপ্তরে/বিভাগে কর্মরত, সে দপ্তরের/বিভাগের মতামত নয়।]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: জনাব কাজী মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা পশ্চিম।

ConfConflic

# পেপারলেস কাস্টমস: স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা

**একেএম নুরুল হুদা আজাদ**
**রাকিবুল হাসান**

পেপারলেস কাস্টমস বলতে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রবাহের ডিজিটাইজেশন- কে বোঝায়, যার মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিকভাবে বাণিজ্য সম্পর্কিত ডাটা এবং নথিপত্র বিনিময় খুব সহজেই আদান প্রদান করা যায়। আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাগজভিত্তিক (Paper-based) ডকুমেন্টেশন সিস্টেম এবং ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কাস্টমস ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য প্রসার, প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিশ্ববাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য পেপারলেস কাস্টমস ক্রমান্বয়ে অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

বিশ্ববাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মনীতির প্রবর্তন এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক মতপার্থক্য দূর করতে ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাটিতে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন তথা বাণিজ্য সহজীকরণের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুর সম্মেলনে বিষয়টি প্রথম উত্থাপিত হলেও বিভিন্ন মতপার্থক্যের কারণে সদস্য দেশগুলো এ বিষয়ে আলোচনা পিছিয়ে দেয়। ২০০১ সালে কাতারের দোহায় পুনরায় এ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে বালি সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো TFA (Trade Facilitation Agreement) স্বাক্ষর করে। কিন্তু চুক্তিটি যথাযথভাবে কার্যকর হতে সংস্থাটির ১৬৪ টি সদস্যের মধ্যে ১১০টি সদস্যের অনুসমর্থন (র‌্যাটিফিকেশন) প্রয়োজন ছিল। এ শর্ত পূরণ হওয়ায় ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে TFA কার্যকর হয়। ২০১৫ সালে নাইরোবি সম্মেলনের পর বাংলাদেশ উক্ত চুক্তি সমর্থন করে। অর্থাৎ কার্যকর হবার অব্যবহিত পর থেকেই TFA এর পদক্ষেপগুলো সম্পাদন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপর বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে TFA কে বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সংস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রক্রিয়াগুলো সহজতর হবে; ফলে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সময় কমবে এবং সর্বোপরি বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যয়সাশ্রয়ী হবে।

বাণিজ্য সহজীকরণ এবং WCO কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান কাস্টমস অনুশাসনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু নির্ণায়ক নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন- এর গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কসমূহ নিম্নরূপ:

1. General Trade Facilitation Measures
2. Paperless Trade Facilitation
3. Towards Cross-Border Paperless Trade
4. Border Agency Cooperation
5. Transit Facilitation
6. Trade Facilitation for SMEs Measures
7. Agriculture Trade Facilitation

Measures

8. Women in Trade Facilitation Measures
9. Trade Finance Facilitation Measures
10. Trade Facilitation in Times of Crisis Measures

ক্লিয়ারেন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। United Nations Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, untfsurvey.org, 2021 অনুযায়ী ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ৬৪.৫২%।

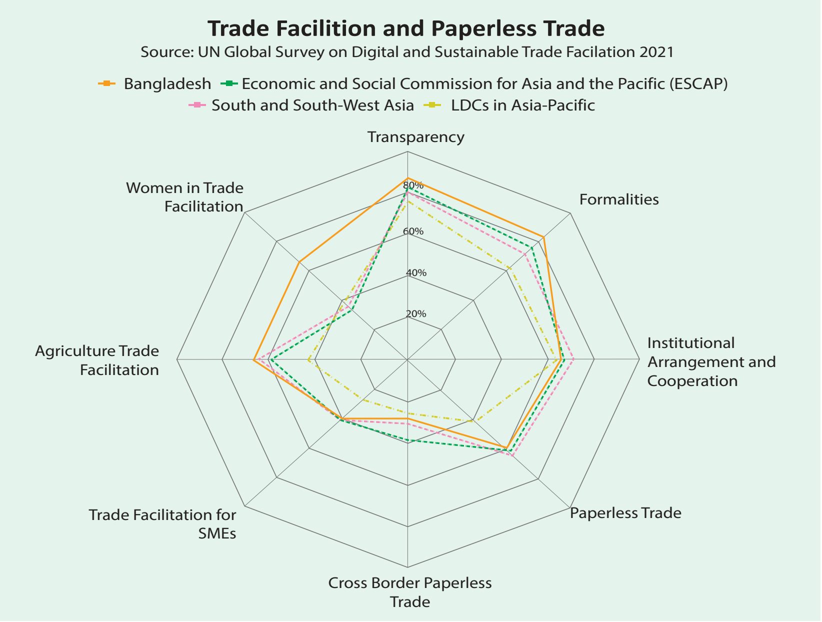

**Trade Facilition and Paperless Trade**

Source: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilation 2021

## TFA (Trade Facilitation Agreement) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান:

জাতিসংঘের বৈশ্বিক সমীক্ষা ডিজিটাল এন্ড সাসটেইনেবল ট্রেড ফ্যাসিলেশন ২০২১ অনুযায়ী এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারত, তুরস্ক এবং ইরান বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থার শতকরা ৭০ ভাগ বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো কমপক্ষে বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থার কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। ক্রস-বর্ডার পেপারলেস ট্রেড ক্যাটাগরি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাস্তবায়নের হার শতকরা ৬০ ভাগ। বাণিজ্য সহজীকরণের অন্যান্য নির্ণায়কসমূহ বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন করলেও পেপারলেস

তন্মধ্যে মূল নির্ণায়কসমূহের বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপ:

| ক্রম | নির্ণায়ক | বাস্তবায়নের হার |
|---|---|---|
| ১. | Transparency (স্বচ্ছতা) | ৮৬.৬৭% |
| ২. | Formalities (আনুষ্ঠানিকতা) | ৮৩.৩৩% |
| ৩. | Institutional Arrangement and Cooperation (প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও সহযোগিতা) | ৬৬.৬৭% |
| ৪. | Paperless Trade (কাগজবিহীন বাণিজ্য) | ৫৯.২৬% |
| ৫. | Cross-Border Paperless Trade (আন্তঃসীমান্ত কাগজবিহীন বাণিজ্য) | ২৭.৭৮% |

উপর্যুক্ত তালিকা অনুযায়ী ট্রেড ফ্যাসিলিশেনের মূল নির্ণায়কসমূহ অনেকাংশে বাস্তবায়িত হলেও পেপারলেস ট্রেড এবং ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর বাস্তবায়নের হার কিছুটা সীমিত। পেপারলেস ট্রেড বাস্তবায়নের মূল নিয়ামকসমূহ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর বাস্তবায়নের অবস্থান নিম্নরূপ:

**অ্যাডভান্স রুলিং:**

অ্যাডভান্স রুলিং বা আগাম রুলিং এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আমদানির পূর্বে কোন পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস (এইচএস কোড) এবং পণ্যের উৎস (অরিজিন) বিষয়ে আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে আগাম সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানিকারক পূর্ব থেকেই সুষ্ঠুভাবে তার আমদানি পরিকল্পনা করতে পারে। ফলে আমদানি-পরবর্তীকালে কোন পণ্যচালানকে শ্রেণীবিন্যাস ও পণ্যের উৎস সংক্রান্ত জটিলতার জন্য বন্দরে আটকে থেকে অতিরিক্ত মাশুল গুনতে হয় না। এটি WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এর আর্টিকেল ৩ অনুযায়ী একটি বাণিজ্য সহজীকরণ পদক্ষেপ যা কাস্টমস আইনের অধীনে একটি বিধিমালায় উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হয়।

| ক্রম | নির্ণায়ক | বাস্তবায়নের অবস্থা |
|---|---|---|
| 1. | Automated Customs System | Fully implemented |
| 2. | Internet connection available to Customs and other trade control agencies | Fully implemented |
| 3. | Electronic Single Window System | Planning stage |
| 4. | Electronic submission of Customs declarations | Partially implemented |
| 5. | Electronic application and issuance of import and export permit | Fully implemented |
| 6. | Electronic Submission of Sea Cargo Manifests | Partially implemented |
| 7. | Electronic Submission of Air Cargo Manifests | Partially implemented |
| 8. | Electronic application and issuance of Preferential Certificate of Origin | Not implemented |
| 9. | E-Payment of Customs Duties and Fees | Partially implemented |
| 10. | Electronic Application for Customs Refunds | Not implemented |

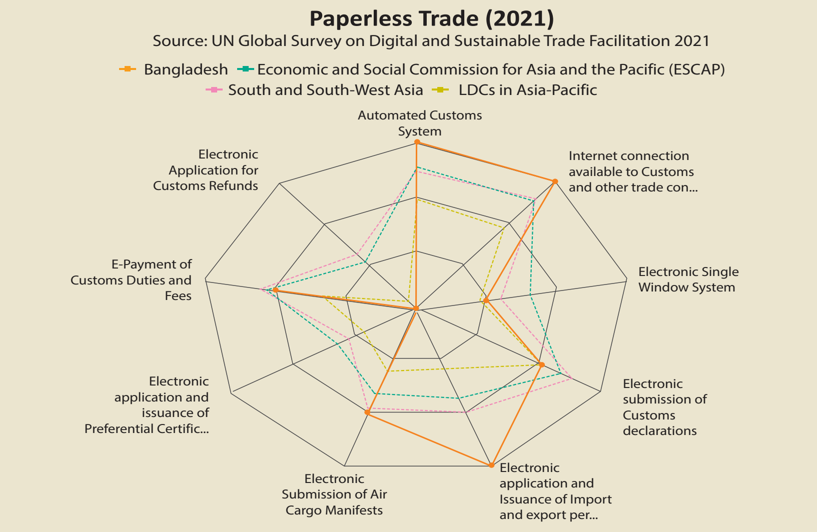

Paperless Trade (2021)

Source: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation 2021

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পেপারলেস কাস্টমস বাস্তবায়নের বেশিরভাগ নির্ণায়ক আংশিক বা সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে ইলেক্ট্রনিক সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম, কাস্টমস রিফান্ড এর জন্য ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম এবং সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম বাস্তবায়নে খুব বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সকল বিষয় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পেপারলেস ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

কাস্টমস সংক্রান্ত বিধিবিধান অভ্যন্তরীণভাবে পেপারলেস করার সাথে সীমান্তভিত্তিক বাণিজ্য পেপারলেস করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃবাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে পেপারলেস ট্রেড এর চর্চা খুবই সীমিত পর্যায়ে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

| ক্রম | নির্ণায়ক | বাস্তবায়নের অবস্থা |
|---|---|---|
| 1. | Laws and Regulations for Electronic Transactions | Partially Implemented |
| 2. | Recognised Certification Authority | Planning Stage |
| 3. | Electronic Exchange of Customs Declaration | Planning Stage |
| 4. | Electronic Exchange of Certificate of Origin | Not Implemented |
| 5. | Electronic Exchange of Sanitary & Phyto-Sanitary Certificate | Not Implemented |
| 6. | Paperless Collection of Payment from a Documentary Letter of Credit | Planning stage |

**প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং:**

প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং (আগমন-পূর্ব প্রক্রিয়া) এর মাধ্যমে পণ্যচালান বন্দরে আগমনের পূর্বেই মেনিফেস্ট ও বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা যায় এবং শুল্কায়ন (শুল্ক-করাদির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক কাস্টমস কার্যক্রম সম্পন্নকরণ প্রক্রিয়া) করা যায়, এমনকি চালানের বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক-করাদিও পরিশোধ করে রাখা যায়। অতঃপর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত না হলে চালানটি বন্দরে পৌঁছামাত্র খালাস নেওয়া যায়। এটি WTO TFA'র আর্টিকেল 7.1 অনুযায়ী পণ্যচালান সাশ্রয়ে ও দ্রুতগতিতে খালাসের একটি উপায় যার পূর্ণ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের আমদানিকারকগণও উপকৃত হচ্ছেন।

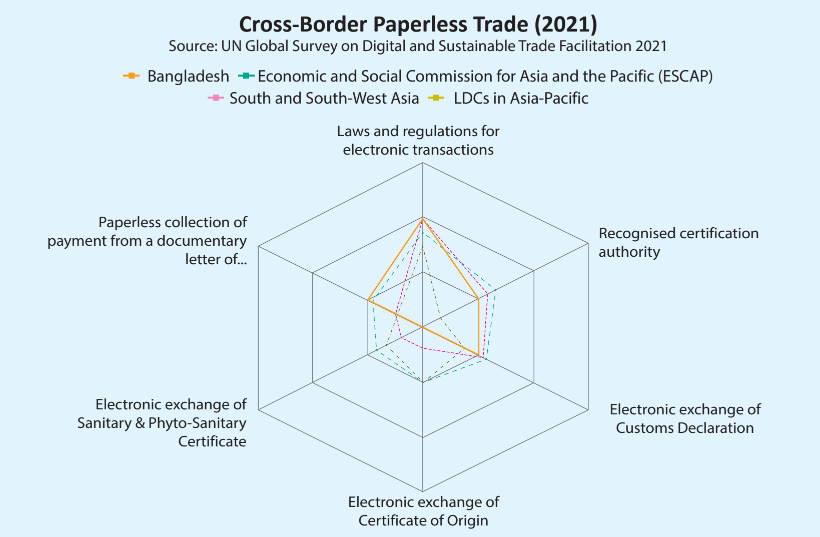
Cross-Border Paperless Trade (2021)

Source: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation 2021

বাংলাদেশের ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর ক্ষেত্রে অগ্রগতি সীমিত পর্যায়ের থাকলেও IATA কর্তৃক প্রণীত মেনিফেস্ট দাখিলের ফরম্যাট অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে সন্নিবেশ করার মাধ্যমে ক্রস-বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো, ইলেক্ট্রনিক স্যানিটারি এন্ড ফাইটো-স্যানিটারি সার্টিফিকেট আদান প্রদান, ইলেক্ট্রনিক সার্টিফিকেট অব অরিজিন আদান প্রদান, ইলেক্ট্রনিক কাস্টমস ডিক্লারেশন আদান প্রদান এবং সার্বজনীন, সহজ পেমেন্ট গেটওয়ে সিস্টেম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য গতিশীল এবং নির্ভরশীলভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

## বাংলাদেশ কাস্টমসে বর্তমানে দাখিলকৃত দলিলাদি:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১২০/২০০১/শুল্ক, তারিখ: ০৮.০৮.২০০১ খ্রি. মোতাবেক বিল অব এন্ট্রির সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদির হার্ডকপি দাখিল করতে হয়:

ক. লেটার অব ক্রেডিট (এলসি)
খ. বিল অব ল্যাডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট/রেলওয়ে রিসিপ্ট (যা প্রযোজ্য)
গ. ইনভয়েস
ঘ. প্যাকিং লিস্ট
ঙ. লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
চ. ভ্যাট/বিন সার্টিফিকেট (অবিকল অনুলিপি গ্রহণযোগ্য)
ছ. ভ্যালু ডিক্লারেশন
জ. পণ্যের আমদানিযোগ্যতা এবং/অথবা শুল্ক ও কর রেয়াতের প্রাপ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রামাণিক দলিলাদি
ঝ. সময় সময় সরকার, বোর্ড এবং/অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত আদেশ মোতাবেক দাখিলযোগ্য প্রামাণিক দলিলাদি এবং
ঞ. ক্ষেত্রমতে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি।

এছাড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্টের সাথে সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদির হার্ডকপি দাখিল করতে হয়:

ক. এক্সপোর্ট লেটার অব ক্রেডিট
খ. ইনভয়েস
গ. প্যাকিং লিস্ট
ঘ. ই-এক্সপি ফরম
ঙ. সার্টিফিকেট অব অরিজিন
চ. সময় সময় সরকার, বোর্ড এবং/অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত আদেশ মোতাবেক দাখিলযোগ্য প্রামাণিক দলিলাদি এবং
ছ. ক্ষেত্রমতে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি।

কাস্টম হাউসসমূহের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ সকল ডকুমেন্ট এর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল অব এক্সচেঞ্জ, আইআরসি, অঙ্গীকারনামা ও ব্যাংক গ্যারান্টি, বিভিন্ন পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা প্রতিবেদন, বিএসটিআই সনদ, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র, রেডিয়েশন সনদ, হেলথ সার্টিফিকেট, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র, ঔষধ প্রশাসনের অনাপত্তিপত্র, বেপজার আইপি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক পরিদর্শন সনদ, বন্দর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ও বার্থিং এর অনুমতিপত্র, ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন), বন্ড লাইসেন্স, বিজিএমইএ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, সার্ভে কোম্পানী কর্তৃক আয়ুষ্কাল সনদ, প্ল্যান্ট/মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে নকশা, প্রকল্পপত্র, মাস্টার এলসি/সেলস কন্ট্রাক্টসহ ইত্যাদি দলিলাদি দাখিল করার প্রচলন রয়েছে। কাস্টমস পরিভাষায় এ সকল দলিলাদি “সহায়ক দলিলাদি” হিসেবে বিবেচিত হয়। পণ্য খালাস, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, ভেরিফিকেশন এবং বিভিন্ন দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সহায়ক হিসেবে এ সকল দলিলাদি আমদানি বা রপ্তানিকারক কর্তৃক দাখিল করা হয়।

## দাখিলকৃত হার্ডকপি বনাম ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট:

**হার্ডকপির অসুবিধাসমূহ:**

- ব্যয়বহুল
- সময়সাপেক্ষ
- ধীরগতির কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স
- জাল-জালিয়াতির ঝুঁকি
- ত্রুটিপ্রবণ
- পরিবেশবান্ধব নয়

**ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট এর সুবিধা:**

- দ্রুতগতির কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স
- একই ডকুমেন্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে শেয়ার করা যায়
- ডকুমেন্টসমূহ সার্বক্ষণিক এক্সেস করা যায়

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর তথ্য অনুযায়ী এশিয়ার দেশগুলোতে আমদানির ক্ষেত্রে একজন আমদানিকারক- কে গড়ে ৯টি সহায়ক দলিলাদি বিল অব এন্ট্রির সাথে সাবমিট

করতে হয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর সংখ্যা গড়ে ৩টি। অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং ইলেক্ট্রনিক ডাটা ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিভিন্ন দলিলাদি ১টি মাস্টার ডকুমেন্ট এ সন্নিবেশ করা সম্ভব হলে এ ধরনের সহায়ক দলিলাদির সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

## বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হার্ডকপির সংখ্যা হ্রাসকরণ:

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হার্ডকপির পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান। বাংলাদেশে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড-নির্ভর শুল্কায়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ায় নিম্নলিখিত হার্ডকপিসমূহের দাখিল হ্রাস করা যেতে পারে।

- **লেটার অব ক্রেডিট এর কপি:**

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের ফলে এ সংক্রান্ত ডাটা কাস্টমস সিস্টেমেই অ্যাভেইলেবল রয়েছে; ফলে আলাদা করে হার্ডকপি দাখিলের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সীমিত।

- **বিল অব ল্যাডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট/রেলওয়ে রিসিপ্ট (যা প্রযোজ্য)**

এ সংক্রান্ত তথ্য অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমেই অ্যাভেইলেবল রয়েছে বিধায় হার্ডকপির প্রয়োজনীয়তা একেবারেই সীমিত।

- **ভ্যাট/বিন সার্টিফিকেট**

অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সাথে আইভাস সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ থাকায় ভুল অথবা জাল বিনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করার কোন সুযোগ নেই। ফলে ভ্যাট বা বিন সার্টিফিকেটের হার্ডকপি দাখিলের প্রয়োজনীয়তা নেই।

## বাংলাদেশ কাস্টমস- এ অটোমেশন:

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে অটোমেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) কর্তৃক উদ্ভাবিত অ্যাসাইকুডা ভার্সন ২.৬ চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস এর অটোমেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এবং প্রথমবারের মত বাণিজ্য পরিসংখ্যান কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে জেনারেট করা সম্ভব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কাস্টমস ডিজিটালাইজেশনের দ্বিতীয় দফা ১৯৯৯ সালে শুরু হয়ে ২০০৪ সালে অ্যাসাইকুডা++ সিস্টেম সফলভাবে চালুকরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে গৃহীত আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়। কোন ধরনের বৈদেশিক অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উক্ত সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্পাদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে চালুকৃত অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং হার্ডওয়্যার এর আপগ্রেড করার লক্ষ্যে ২০২১ সালে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উন্নয়ন করা হয়, যা মুজিববর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম অর্জন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও প্রতিপালনে বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড-নির্ভর ডাটা ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম যেমন গতিশীল ও ন্যায়ানুগ হয়েছে, তেমনি জাতীয় রাজস্ব আহরণের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে শুল্কায়নের কাজে ব্যবহৃত অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ডাটা সেন্টার, নেটওয়ার্ক, ডাটাবেজ, হার্ডওয়্যার, মিডলওয়্যার, সফটওয়্যার ইত্যাদি আপগ্রেডেশন উল্লেখযোগ্য। এ আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের কোর নেটওয়ার্ক 1G হতে 10G তে উন্নীত করা হয়েছে; একইসাথে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মূল ডাটাবেজ 11g হতে 19c তে উন্নীত করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অবস্থিত মূল্য ডাটা সেন্টারের উন্নতি সাধনের সাথে সাথে কাস্টম হাউস, ঢাকা- তে নিয়ার ডাটা সেন্টার (NDC) স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং কাস্টম হাউসে ভিপিএন ডাটা কানেক্টিভিটির মাধ্যমে ডাটা আদান প্রদান করা হচ্ছে, যা সুরক্ষিত এনক্রিপ্টেড এনভাইরোমেন্ট নিশ্চিত করছে। এছাড়া কাস্টম হাউসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক 1G হতে 10G তে আপগ্রেড করা হয়েছে। এ আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে কাস্টম হাউসসমূহের LAN (Local Area Network), মডুলার ডাটা সেন্টারের (MDC) মাধ্যমে কাস্টম হাউসসমূহ থেকেই মনিটরিং করা সম্ভব হবে। ইউজার অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল, ব্যান্ডউইথ মনিটরিং এবং কাস্টম হাউসসমূহের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হবে। এ মডুলার ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য SIEM (Security Information and Event Management), PAM (Privileged Access Management), SOPHOS, Next Generation Firewall সহ বিভিন্ন সিকিউরিটি ডিভাইস ইনস্টল করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ কাস্টমসের অগ্রযাত্রায় পেপারলেস কাস্টমস:

কাস্টমসের দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজীকরণ, ডাটা ইকো সিস্টেম প্রস্তুত, ডাটা কালচার বাস্তবায়ন এবং পেপারলেস কাস্টমস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন:

- অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে সকল অংশীজন, যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান, এয়ারলাইন্স অপারেটর, সিএন্ডএফ এজেন্টস, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ফিডার অপারেটর এবং বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকসহ অন্যান্য সকল ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করতে

পারেন, যা ডাটা ইকো-সিস্টেম নিশ্চিত করে;

- মেনিফেস্ট সাবমিশন, ডিক্লারেশন প্রসেস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং প্রসেস, সাসপেন্স প্রসিডিউরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ব্যবহার করে সম্পাদন করা হচ্ছে, যা আমদানি-রপ্তানির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং মনিটরিং এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;

- কাস্টম হাউস অথবা ব্যাংক এ না গিয়েই প্রি-পেমেন্ট এবং ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি চালানের শুল্ক-করাদি পেপারলেস পদ্ধতিতে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত শুল্ক-করের পরিমাণ ৯৯% এর বেশি;

- দেশের সকল কাস্টম হাউস, সীমান্তবর্তী সকল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে ইউনিফর্ম হারমোনাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে একযোগে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারের সাথে তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে, যা পরিপূর্ণভাবে ডিজিটাল ইকো-সিস্টেম নিশ্চিত করে। বর্তমানে ০৬ (ছয়) টি কাস্টম হাউস, ৩২ (বত্রিশ) টি কাস্টমস স্টেশন, ২০ (বিশ) টি অফডক এবং ইপিজেডসমূহে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড নির্ভর ডিজিটাল শুল্কায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ ব্যাংকে সাথে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের ফলে ই-এলসি এবং ই-এক্সপি সংক্রান্ত ডাটা রিয়েল টাইম ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাগজবিহীন ব্যবস্থায় শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পাদন হওয়ার সাথে সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে;

- চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট ও আমদানি চালান খালাস দ্রুততর হওয়ায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাশাপাশি বন্দরের কন্টেইনার জট নিরসন সম্ভব হচ্ছে;

- অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটির সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের ফলে বেপজা কর্তৃক ইস্যুকৃত ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট পারমিটের তথ্য কাস্টমস সিস্টেম হতেই যাচাই বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে সিস্টেম-টু-সিস্টেম ডাটা ভ্যালিডিটি পেপারলেস পদ্ধতিতে যেমন যাচাই করা যাচ্ছে তেমনি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য খালাসের পথ বন্ধ হয়েছে;

- পণ্যের সঠিক মূল্যে শুল্কায়ন এবং কার্যকর ডাটাবেজ সৃজনের লক্ষ্যে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ভ্যালুয়েশন মডিউল বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর ফলে দেশের সকল কাস্টমস স্টেশনে এক ও অভিন্ন শুল্কায়নযোগ মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ কাগজবিহীন পদ্ধতিতে সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যালু নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

- সেবা সহজীকরণ এবং আমদানি-রপ্তানির বিভিন্ন তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে মেনিফেস্ট রেজিস্ট্রেশন, বিল অব এন্ট্রি রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসমেন্ট এবং পেমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিটি পর্যায়ে সে সংক্রান্ত বার্তা আমদানিকারকদের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। এর ফলে কাস্টমস স্টেশনে গমন ব্যতিরেকেই আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে;

- রপ্তানি পণ্য চালান সম্পর্কিত সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা, মানিলন্ডারিং প্রতিহত করা এবং প্রচলিত কাস্টমস ব্যবস্থার বিধি-বিধান ইলেক্ট্রনিকভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট চালু করা হয়েছে, যা তথ্য-উপাত্তভিত্তিক কাস্টমস ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করছে;

- অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার আন্তঃসংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানের প্রয়োজন হলে তা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সিস্টেম হতেই প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সার্টিফিকেটসমূহ; যেমনঃ উদ্ভিদ সংগনিরোধ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অ্যাটোমিক এনার্জি কর্পোরেশন, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান যা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সার্টিফিকেট প্রদান নিশ্চিত করবে এবং কাস্টমস অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম আরও সহজতর করবে;

- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে চালুকৃত https://customs.gov.bd ওয়েবসাইট হতে আমদানি-রপ্তানির রিয়েল টাইম তথ্যসহ অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। আমদানি-রপ্তানি পণ্য চালানের বর্তমান অবস্থা নির্ভুলভাবে জানাসহ দ্রুত পণ্য চালান খালাসে এসকল ব্যবস্থাপনা কার্যকর ভূমিকা রাখছে;

- ক্রস-বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর ক্ষেত্রে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে অন্যতম সংযোজন International Air Transport Association (IATA) ফরম্যাট ব্যবহার করে এয়ার মেনিফেস্ট দাখিল। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ এয়ার মেনিফেস্ট এর ক্ষেত্রে এই একক ফরম্যাট ব্যবহার করে মেনিফেস্ট সাবমিট করেন। এই ফরম্যাট ব্যবহারের মাধ্যমে লাস্ট পোর্ট অব কল হতে এয়ার ক্রাফট উড্ডয়নের পূর্বেই অ্যাসাইকুডা সিস্টেমে মেনিফেস্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়, যা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

- অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ইউজার আইডি পাওয়ার লক্ষ্যে ইউজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেলেভপ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পেপারলেস মাধ্যমে ইউজার আইডি পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

### পেপারলেস কাস্টমস বাস্তবায়নে সিঙ্গেল উইন্ডোর ভূমিকা:

বাংলাদেশ কাস্টমস এর অটোমেশন এর

কার্যক্রম অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমভিত্তিক হওয়ায় শুল্কায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হচ্ছে। আমদানি-রপ্তানির সাথে বাংলাদেশ কাস্টমস ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, লিড টাইম কমিয়ে ease of doing business প্রতিপালন এবং সর্বোপরি দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থার পারস্পরিক সিনক্রোনাইজেশন থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO), ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO), রিভাইজড কিয়োটো কনভেনশন (RKC) এবং ট্রেড ফ্যাসিটিলেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (TFA) এর অন্যতম সিগনেটরি বাংলাদেশ কাস্টমস। উক্ত সংস্থাসমূহের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ সিঙ্গেল উইন্ডো বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সিঙ্গেল উইন্ডো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সিঙ্গেল উইন্ডোর কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে চালু করা গেলে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে। এর মধ্যে-

- একটি সিঙ্গেল পোর্টালের মাধ্যমে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং পারমিট সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করা যাবে;
- দাখিলকৃত আবেদনসমূহের প্রক্রিয়াকরণ একক পোর্টালের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে;
- অনলাইনের মাধ্যমেই সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং পারমিটসমূহ সংশ্লিষ্ট আমদানি-রপ্তানিকারকের নিকট প্রেরণ করা যাবে;
- হিউম্যান ইন্টারভেনশন ব্যতীত অটোমেটেড প্রক্রিয়া হওয়ায় ব্যবসা এর লিড টাইম হ্রাস পাবে;
- সব ধরনের শুল্ক-করাদি অনলাইনের মাধ্যমেই প্রদান করা সম্ভব হবে;
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া আরও উন্নত এবং বিশ্লেষণধর্মী করা সম্ভব হবে;
- আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সঠিক পরিসংখ্যান তৈরি সহজতর হবে।

### ক্রস-বর্ডার পেপারলেস কাস্টমস- এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান:

কাস্টমস ব্যবস্থায় পেপারলেস বা কাগজহীন শুল্কায়ন কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধিত হলেও ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন এখনও সীমিত পর্যায়ে। ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান, যোগাযোগ, একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কে শুল্কায়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ক্রস বর্ডার পেপারলেস কাস্টমস এর প্রধান উদ্দেশ্য। কাস্টমস ব্যবস্থাকে ডাটাভিত্তিক এবং টেকনোলজিনির্ভর করার পরই ক্রস বর্ডার কাস্টমস ব্যবস্থায় অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে:

১. একটি পূর্ণাঙ্গ অটোমেটেড কাস্টমস সিস্টেম;
২. কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে সংযুক্ত সকল কাস্টমস স্টেশন;
৩. বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক অটোমেটেড উপায়ে মেনিফেস্ট, বিল অব এন্ট্রি এবং অন্যান্য কাস্টমস ডিক্লারেশন দাখিল;
৪. স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সি-কার্গো এবং এয়ার মেনিফেস্ট দাখিল;
৫. ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু;
৬. ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সকল ধরনের কাস্টমস ফি এবং রিফান্ড পরিশোধ;
৭. সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম বাস্তবায়ন।

### পেপারলেস কাস্টমসের পথে গৃহীতব্য পরবর্তী কার্যক্রম ও রোডম্যাপ:

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত TFA (Trade Facilitation Agreement) এর বাস্তবায়ন এবং ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শুল্কায়ন ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর ডাটা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আদান প্রদান;
- ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত এলসির দলিলাদি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে আদান প্রদান;
- স্যানিটারি এবং ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেটসমূহ ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আদান প্রদান;
- ইলেক্ট্রনিক ট্রানজেকশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কর্তৃক ডিজিটাল উপায়ে সার্টিফিকেট প্রদান;
- তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন;
- ক্রস বর্ডার ইলেক্ট্রনিক ট্রানজেকশনের জন্য সুনির্দিষ্ট ই-কমার্স ল’ এবং ই-ট্রানজেকশন ল’ বাস্তবায়ন;
- WCO কর্তৃক প্রণীত ডাটা মডেল যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট;
- ই-সার্টিফিকেশন এবং ই-সিগনেচারের প্রচলন;
- ম্যানুয়াল হার্ডকপির পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক ডাটা আর্কাভাইভিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

### রোডম্যাপ:

বাংলাদেশে পেপারলেস কাস্টমস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত রোডম্যাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

- পেপারলেস ডিক্লারেশন ঘোষণার লক্ষ্যে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করা;
- অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়াকে অটোমেটেড এবং একই সাথে কোন সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তার নামবিহীন করার জন্য কাস্টমস স্টেশনসমূহে ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট চালু করা যেতে পারে। ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাস্টমস কর্মকর্তা এবং অংশীজনদের মুখোমুখি না করেই কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট চালু করা হলে শুল্কায়ন কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত সরকারি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা;
- সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক

সম্প্রদায়ের জন্য সিস্টেম এক্সটেনশন সম্পন্ন করা;

- নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং কাস্টমস এর সিস্টেমের আন্তঃসংযোগের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম তৈরি;
- কাস্টমস খালাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে AEO সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় বন্দর হতে সরাসরি পণ্য ডেলিভারি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এর ফলে পণ্য খালাসের সময় এবং ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে;
- সমন্বিত প্লাটফর্ম এবং আন্তঃবাণিজ্য ডাটা আদান প্রদানের লক্ষ্যে ইনফরম্যাশন এক্সচেঞ্জ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করা যেতে পারে। এ ধরনের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে একজন আমদানি-রপ্তানিকারক পণ্য খালাস সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক দলিলাদি ইলেক্ট্রনিক সিগনেচারের মাধ্যমে দাখিল করতে পারে। এতে করে হার্ডকপির ব্যবহার এবং কাস্টমস ও ব্রোকারদের মধ্যে শুল্কায়ন সংক্রান্ত যে ফিজিক্যাল কন্টাক্টের প্রয়োজন হয়, তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।
- বাংলাদেশ কাস্টমস এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজ সম্পাদন এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবিধার্থে একটি ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ কাস্টম হাউস ও ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনভিত্তিক আমদানি-রপ্তানির মোট সংখ্যা, রেভিনিউ এবং পারফরমেন্স এর তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। বিভিন্ন কাস্টম হাউস এবং স্টেশনসমূহে আমদানি-রপ্তানিতে কি পরিমাণ সময় ব্যয় হচ্ছে তার সুস্পষ্ট ধারণা এই ড্যাশবোর্ড হতে পাওয়া সম্ভব হবে।
- বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ডেলিভারি গেটে কর্মরত কাস্টমস কর্মকর্তাগণের উক্ত সিস্টেমের সহায়তায় QR Code স্ক্যানিং এর মাধ্যমে উক্ত ডকুমেন্ট ভেরিফাই করা যেতে পারে;
- কাস্টমস এর পেমেন্ট ব্যবস্থা পুরোপুরি ডিজিটাল করার সাথে সাথে একজন আমদানি-রপ্তানিকারক যেন অগ্রিম পেমেন্ট করার সুযোগ পান, সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে করে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেইনের নিরাপত্তা এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে AEO সুবিধাগুলোকে বর্ধিতরূপে প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করে Mutual Recognition Agreements (MRA)। অন্য দেশের কাস্টমস প্রশাসনের সাথে Mutual Recognition Agreements (MRA) স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক AEO ভুক্ত-প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য পরিবহন এবং কাস্টমস ফরমালিটির ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা লাভ করে। বাংলাদেশ কাস্টমস প্রশাসনের সাথে অন্যান্য দেশের কাস্টমস প্রশাসনের Mutual Recognition Agreements (MRA) স্বাক্ষর করা হলে অভ্যন্তরীণ AEO প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করবে। সর্বোপরি কাস্টমস ব্যবস্থা গতিশীল হবে।
- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাস্টমস সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান যেমন: বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ নেভি, প্ল্যান কোয়ারেন্টাইন, বিস্ফোরক অধিদপ্তরসহ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক কমিটি তৈরি করা যেতে পারে। কাস্টমস প্রক্রিয়ার চলমান প্রক্রিয়াসমূহ উন্নতকরণ এবং পণ্য খালাস তরান্বিত করার লক্ষ্যে এই কমিটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে;
- আমদানি-রপ্তানিকারক এবং আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অধিকতর সেবা নিশ্চিত করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক কাস্টমস ই-সার্ভিস পোর্টাল বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে সকলে বিভিন্ন রকম ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেমন: বিন ভেরিফিকেশন, পেমেন্ট স্ট্যাটাস, বিএল ট্র্যাকিং, বিল অব এন্ট্রি ট্র্যাকিং, কুরিয়ার ট্র্যাকিং, অনলাইন ট্যারিফ, চ্যাটবোট ইত্যাদি খুব সহজেই এবং রিয়েল টাইম ভিত্তিতে প্রদান করা যেতে পারে;
- আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন: সিএন্ডএফ এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, শিপিং এজেন্ট এর কোম্পানির তথ্য, কোম্পানীর মালিকদের তথ্য, তাদের এজেন্টদের তথ্য এবং তাদের লাইসেন্স এর তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে খুব সহজতর উপায়ে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

## উপসংহার:

একবিংশ শতাব্দী তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের শতাব্দী। শুল্কায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রের ডাটা, তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লক চেইনসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি কাস্টমস ব্যবস্থায় সন্নিবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস এর শুল্কায়ন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ডিজিটালরূপে গড়ে তোলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহজীকরণ ও প্রতিপালন, একটি সুসংহত কাস্টমস তথ্য ইকো-সিস্টেম গড়ে তোলা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাস্টমস ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তর তথা পেপারলেস কাস্টমস বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। ১৯৯৩ সাল হতে শুরু হওয়া বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সরকারি সেবা প্রদানে আধুনিক ও ডিজিটাল ব্যবস্থার অন্যতম পথিকৃৎ। ডিজিটাল কাস্টমসের এ অগ্রগতিকে সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি একটি পরিপূর্ণ পেপারলেস কাস্টমস ব্যবস্থা অচিরেই বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃক অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। একটি জনমুখী, ব্যবসাবান্ধব এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাস্টমস ব্যবস্থার পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়করণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম অঙ্গীকার।

---

*লেখক: ১. কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, ঢাকা।*
*২. প্রথম সচিব (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।*

# বাংলাদেশের আয়কর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

**সেমিনার উপ-কমিটি, আয়কর অনুবিভাগ**
**রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩**

---

আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জনবান্ধব বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থের টেকসই উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ কর তথা আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত, বাংলাদেশ বর্তমানে যে উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলছে, সে উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারের প্রতিনিয়ত যে অর্থের চাহিদা রয়েছে তার যোগান নিশ্চিতকল্পে আয়কর বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহে প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।

বিশ্বে কর ব্যবস্থার প্রচলন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হলেও আয়করের জন্ম মাত্র দু'শ বছর আগে। নেপলিয়নের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে রাজস্ব সংগ্রহের সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে বৃটেনের তরুণ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ১৭৯৮ সালে প্রথমবারের মতো আয়করের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কয়েক দশক অনিয়মিত থাকার পর ১৮৪২ সালে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল এর শাসনামল থেকে আয়কর বৃটেনে স্থায়ীভাবে প্রচলিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে আয়কর আসে আরো পরে, ১৮৬০ সালে - সিপাহি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ।

'যুদ্ধকালীন কর' হিসেবে আয়করের আবির্ভাব ঘটলেও কালের বিবর্তনে আয়কর হয়ে উঠে সামাজিক কল্যাণ, বণ্টন ও সাম্যের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বাজার অর্থনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ হলো সম্পদ ও আয়ের অসম বণ্টন। আয়কর progressive কর বিধায় এর মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও ভর্তুকিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিত্তহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায়, যা সমাজের সম্পদ ও আয় বৈষম্য হ্রাস করে। বণ্টনের অসমতা দূর করে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে ভূমিকা রাখে বিধায় সারা বিশ্বে আয়কর এখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থ যোগানের প্রধান উৎস। এ কারণে উন্নত দেশগুলো মোট রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে।

বৃটিশ ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ১৮৬০ সাল থেকে আয়করের আওতায় আসে। পরবর্তী ছয় দশকে আয়কর বিষয়ে কয়েক দফা আইন প্রণীত হওয়ার পর ১৯২২ সালে বৃটিশ ভারতে একটি পরিপূর্ণ আয়কর আইনের প্রবর্তন হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৃটিশ ভারতের ১৯২২ সালের আয়কর আইনটি বহাল ছিল। পরবর্তীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে ১৯২২ সালের আয়কর আইনটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

## ১.০ বাংলাদেশে আয়কর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

১৮৬০ সালে বৃটিশ ভারতে সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়কর ব্যবস্থার বিকাশকে প্রধানতধ দুইভাগে দেখানো যায়:

(১) ১৮৬০ থেকে ১৯২০: সূচনা ও প্রাক-আধুনিক পর্ব

(২) ১৯২০ পরবর্তী সময়: আধুনিক পর্ব

### ১.১ সূচনা ও প্রাক-আধুনিক পর্ব:

### ১.১.১ সূচনা ও প্রাক-আধুনিক পর্বে আয়কর আইনের স্বরূপ

বৃটিশ ভারতে আয়করের সূচনা Income Tax Act, 1860 এর মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে রাজস্ব খাতে ঘাটতির প্রেক্ষাপটে স্যার জেমস উইলসন ১৮৬০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম 'আয়কর আইন ১৮৬০' প্রচলন করেন। তখন পরীক্ষামূলকভাবে ৫ বছর মেয়াদের জন্য আয়করের প্রবর্তন হয়।

১৮৬০ সালের আয়কর আইনটি ছিল ইংল্যান্ডে সেই সময়ে প্রচলিত আয়কর আইনের আদলে করা। আয়কর আইনে একটা করমুক্ত সীমা ছিল (সাধারণের জন্য ২০০ রুপি, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য ৪৯৮০ রুপি এবং নৌবাহিনীর অফিসারদের জন্য

২১০০ রুপি)। ৫০০ রুপি পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে আয়করের হার ছিল ২ শতাংশ। আয় ৫০০ রুপি অতিক্রম

করলে ৩ শতাংশ[১] হারে আয়কর আরোপিত হতো।

১৮৬০ সালের আইনে চারটি (৪) খাতে কর প্রচলিত ছিল: ক) ভূমি সম্পত্তি; খ) পেশা ও বাণিজ্য; গ) সিকিরিউটিজ; এবং ঘ) বেতন ও পেনশন। যেহেতু ১৮৬০ সালের আইনটি পাঁচ বছরের জন্য জারি হয়েছিল, তাই মেয়াদান্তে ১৮৬৫ সালে আয়কর আইনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়।

তবে ১৮৬৯ সালে সালে আয়কর আবার ফিরে আসে, আবারো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য[২]। ১৮৭৩ সাল এটিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়।

বৃটিশ ভারতের অব্যাহত বাজেট ঘাটতি মেটানোর তাগিদে ১৮৮৬ সালে আবার নতুন আয়কর আইন চালু করা হয়। এবার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নয়, বরং স্থায়ীভাবে আইনটি চালু হয়। বলা যায়, ১৮৮৬ সাল থেকে বৃটিশ ভারতে আয়কর নিয়মিত হয়ে যায়।

১৮৮৬ সালে উক্ত আইনের সংশোধনের (Reform) মাধ্যমে সর্বপ্রথম কোম্পানির আয়ের ওপর করারোপ করা হয়। এছাড়া বেতন, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি, সিকিরিউটিজ এবং অন্যান্য উৎস হতে আয়ের ওপর মোট চারটি (৪) খাতে করারোপ প্রচলন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে আয়কর আইন ১৯১৮ (Income Tax Act 1918) এর মাধ্যমে সর্ব প্রথম ছয়টি (৬) খাতে কর আরোপন ব্যবস্থা প্রচলন হয়। এ খাতগুলো হলো- ক) বেতন; খ) ব্যবসায় হতে আয়; গ) সিকিরিউটিজ; ঘ) গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়; ঙ) পেশা হতে আয়; এবং চ) অন্যান্য উৎস হতে আয়ের।

### ১.১.২ সূচনা ও প্রাক-আধুনিক পর্বে আয়কর প্রশাসন

১৮৬০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়ে আয়করের জন্য পৃথক কোনো প্রশাসন ছিল না। ভূমি রাজস্ব আদায়কারী জনবলের মাধ্যমে আয়কর আদায় হতো। মূলত তিন ধরনের কর্মকর্তা আয়কর নির্ধারণীর কাজ করতো: অ্যাসেসর, তহশিলদার এবং কালেক্টর। এর মধ্যে তহশিলদারেরা ছিল আয়কর ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ। তারা ইনকাম ট্যাক্স ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো। সবার উপরে ছিল কালেক্টর। বড় করদাতাদের[৩] আয়কর নির্ধারণ কালেক্টরদের হাতে ছিল।

## ১.২ ১৯২০ পরবর্তী সময়: আধুনিক পর্ব:

### ১.২.১ আধুনিক পর্বে আয়কর আইনের স্বরূপ

১৯২২ সাল ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার এবং বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান আয়কর আইনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সে সময়ে প্রচলিত আয়কর আইনের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে এ উপমহাদেশের আয়কর আইনের বিবর্তন ঘটেছে। উক্ত ১৯২২ সালের আয়কর আইনে ছয়টি (৬) খাতে কর আরোপন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তবে মূলধনী আয়ের ওপর করারোপন তখনো প্রচলিত ছিল না এবং ব্যবসায় ক্ষতি হলে একই কর নির্ধারণী বছরে সমন্বয়ের বিধান আনা হয়। আয়কর কর্তৃপক্ষ এবং কর আরোপনের ভিত্তি হিসেবে তখন প্রথমবারের মতো বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়।

১৯৩৯ সালে আয়কর আইনে পুনরায় সংশোধনের (Reform) মাধ্যমে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয় যার অনেকগুলোই এখনো বিদ্যমান। এমন কিছু নীতি হলো-

- আয়কর আইনে নিবাসী ধারণার (Residential concept) প্রবর্তন;
- Accrual Basis Accounting ধারণার প্রবর্তন;
- ব্যবসায় ক্ষতি হলে তা পরবর্তী ছয় (৬) কর নির্ধারণী বছরে সমন্বয়ের বিধান;
- আয়ের বৃদ্ধি তথা আয় বেশি হলে কর বেশি এ নীতির প্রবর্তন (Progressive nature of tax rate/Slab rate) ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ১৯২২ সালের আয়কর আইন এ অঞ্চলে বলবত রাখা হয়। ১৯৬০ সালে অর্থ বছর ০১ জুলাই হতে ৩০ জুনের বিধান প্রবর্তন করা হয় যা আজও চলমান এবং ভারতে এখনো পূর্বের ন্যায় ০১ এপ্রিল হতে ৩০ মার্চ চলমান রয়েছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতি আদেশ ৭৬ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯২২ সালের আইন বাংলাদেশে বলবত করা হয় যা ১৯৮৪ সালে নতুন করে সাতটি (৭) খাতে কর আরোপন ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আইন প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধন করা হয়।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর পরিবর্তে একটি নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের জন্য কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় নতুন আয়কর আইনের খসড়া প্রণয়ন করে তা অংশীজনসহ সকলের পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

### ১.২.২ আধুনিক পর্বে আয়কর প্রশাসন

আয়কর একটা আধুনিক কর ব্যবস্থা, যার জন্য একটা বিশেষায়িত জনবলের প্রয়োজন হয়। ১৮৬০ সালে প্রথম

---

*[১] আয়ের পরিমাণ ৫০০ রুপির বেশি হলে অতিরিক্ত ১ শতাংশ অর্থ আদায় হতো, যা অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যয়িত হতো।*

*[২] স্থায়ীভাবে আয়কর ব্যবস্থা রাখার চিন্তা তখনো নীতিনির্ধারকদের মাথায় আসেনি।*

*[৩] ১৮৮৬ সালে কোনো করদাতার আয় ১০,০০০ রুপির বেশি হলে অ্যাসেসমেন্ট কালেক্টরদের কাছে যেতো।*

প্রবর্তনের পর বৃটিশ ভারতে আয়করের কলেবরও অনেক বেড়ে যায়। ফলে ভূমি কর ব্যবস্থাপনার জনবল দিয়ে আয়কর ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছিলো না। মূল ব্রিটিশ ভূখন্ড ইংল্যান্ডে তখন আয়করের জন্য আলাদা বোর্ড (যার নাম ছিল Board of Inland Revenue) প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ ভারতের আয়কর ব্যবস্থাকে আধুনিক করে ইংল্যান্ডের আদলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯২২ সালের আইনের ম্যামে আয়কর প্রশাসনে আমূল সংস্কার আনা হয় এবং ভূমি রাজস্বে নিয়োজিত ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর এবং কমিশনারের পরিবর্তে আয়কর বিভাগের জন্য পৃথক জনবল থাকার বিধান করা হয়। ১৯২২ সালের আয়কর আইনে বলা হয়, আয়কর আইন প্রয়োগের জন্য একটা পৃথক আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকবে। ১৯২২ সালের আয়কর আইনে মোট ৪ শ্রেণির[৪] আয়কর কর্তৃপক্ষ রাখা হয়:

(ক) বোর্ড অব ইনল্যান্ড রেভিনিউ;
(খ) কমিশনার অভ ইনকাম ট্যাক্স;
(গ) অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অভ ইনকাম ট্যাক্স; এবং
(ঘ) ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।

নতুন আইনী বিধানের ধারাবাহিকতায়, রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ১৯২৪ সালে Central Board of Revenue Act, 1924 জারী করে পৃথক রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয়।

আয়কর প্রশাসনে তখনও পৃথক আপীল কর্তৃপক্ষ ছিল না। কর নির্ধারণী কর্তৃপক্ষই আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো। নিরপেক্ষ বিরোধ ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক আপীল কর্তৃপক্ষ সৃজনের দাবি নিয়মিতভাবে উত্থাপিত হচ্ছিলো। তার প্রেক্ষিতে ১৯৩৯ সালে Indian Income-tax (Amendment) Act, 1939 এর মাধ্যমে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অভ ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষকে ভাগ করে অ্যাপিলেন্ট *অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অভ ইনকাম ট্যাক্স* এবং *ইনসপেক্টিং অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অভ ইনকাম ট্যাক্স* নামে আয়কর কর্তৃপক্ষের দুইটা আলাদা শ্রেণি সৃজন করা হয়।

আয়কর প্রশাসনের কাজের মানোন্নয়ন ও জবাবদিহিতা সৃজনের জন্য পৃথক অভ্যন্তরীণ অডিট দপ্তর সৃজনের প্রয়োজনীয়তাও এই সময়ে অনুভূত হয়। ফলে ১৯৪০ সালে প্রথম Directorate of Inspection (Income-tax) এর প্রতিষ্ঠা হয়। আয়কর বিরোধ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার জন্য এর পরের বছর, ১৯৪১ সালে, Income-tax Appellate Tribunal প্রতিষ্ঠিত হয়।

**আয়কর কর ব্যবস্থার মাইলফলক: অতীত থেকে বর্তমান**

১৭৯৮: ইংল্যান্ডে আয়করের জন্ম

১৭৯৯: আয়করের প্রথম প্রচলন

১৮৬০: বৃটিশ ভারতে আয়করের প্রচলন (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য)

ভুমি রাজস্বের জনবলের মাধ্যমে আয়কর ব্যবস্থাপনা

১৮৮৬: বৃটিশ ভারতে স্থায়ীভাবে আয়করের প্রচলন

১৯২২: আয়কর ব্যবস্থার আধুনিক যুগের সূচনা

ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২

পৃথক রেভিনিউ বোর্ড গঠন ও র‍্যান্ নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে আয়কর ব্যবস্থাপনা শুরু

১৯২৪: সেন্ট্রাল বোর্ড অভ রেভিনিউ অ্যাক্ট পাস

১৯৩৯: পৃথক আপীলাত কর্তৃপক্ষ

১৯৪০: Directorate of Inspection (Income-tax)

১৯৪১: Income-tax Appellate Tribunal

১৯৭২: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন;

১৯৮৪: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ প্রবর্তন;

১৯৯০: ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন;

১৯৯৩: করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবস্থার প্রবর্তন;

১৯৯৯: নীট সম্পদ সারচার্জ প্রচলন;

২০০৩: কোম্পানি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন;

২০০৪: বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন ও ফাংশনাল কর ব্যবস্থার প্রচলন;

২০০৫: সার্বজনীন স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২০০৮: কর ফাঁকির জন্য প্রসিকিউশন মামলা দায়ের শুরু;

২০০৯: জাতীয় আয়কর দিবস প্রবর্তন

সেরা করদাতা পুরস্কার প্রবর্তন;

২০১০: আয়কর মেলার প্রচলন;

২০১১: কর বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার

২০১২: E-Payment ব্যবস্থার প্রবর্তন;

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রচলন;

পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা চালু;

ট্রান্সফার প্রাইসিং আইন প্রণয়ন;

২০১৩: ETIN ব্যবস্থার প্রবর্তন;

কর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালুকরণ

২০১৪: ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠন;

২০১৬: উৎস কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার

ন্যূনতম কর ব্যবস্থার সংস্কার

BITAX (অনলাইন রিটার্ন) ব্যবস্থার প্রবর্তন;

২০২০: ডিভিএস (Document Verification System) ব্যবস্থার প্রবর্তন;

e-TDS প্রবর্তন;

২০২১: e-Return ব্যবস্থার প্রবর্তন

ই-ট্যাক্স সার্ভিস সেন্টার

২০২২ Office Management System প্রবর্তন।

---

[৪] *পরবর্তী সময়ে আয়কর আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে আয়কর কর্তৃপক্ষের শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

## ২.০ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আয়করের ভূমিকা

রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে উন্নয়নের চালিকাশক্তি সরবরাহের পাশাপাশি জনবান্ধব করনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের মাঝে আয় ও সামাজিক সমতা (income and social equality) নিশ্চিত করা আয়কর বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের যোগান, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং সার্বিকভাবে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পদের পুনর্বণ্টনের (redistribution of wealth) মাধ্যমে আয়ের অসমতা হ্রাস এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আয়কর আরোপের অন্যতম লক্ষ্য। রূপকল্প ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সামনে রেখে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের যাত্রা যতই এগিয়ে যাবে, ততই প্রয়োজন হবে জাতীয় রাজস্ব আহরণের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে মুক্ত বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ট্যারিফ হতে রাজস্ব আদায় ক্রমশ কমে আসছে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন উভয় প্রকার কর্মকাণ্ডের অর্থের মুখ্য উৎস হিসেবে আয়করের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতেও আয়কর বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

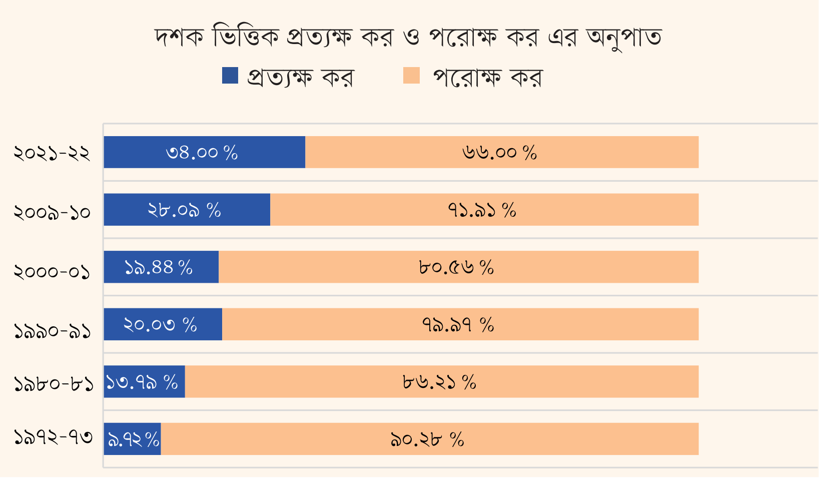

চিত্রঃ রাজস্ব আহরণে প্রত্যক্ষ করের তুলনামূলক অবদান।

### ২.১ রাজস্ব আহরণে প্রত্যক্ষ করের তুলনামূলক অবদান

আয়কর একটি প্রগ্রেসিভ কর ব্যবস্থা যেটার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি সমাজে সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে উন্নত বিশ্বে আয়কর থেকে সিংহভাগ রাজস্ব আদায় হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আয় সম্পদ বৈষম্য সৃষ্টির ঝুঁকি থাকে। তা মোকাবিলার জন্য আয়কর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দরকার হয়।

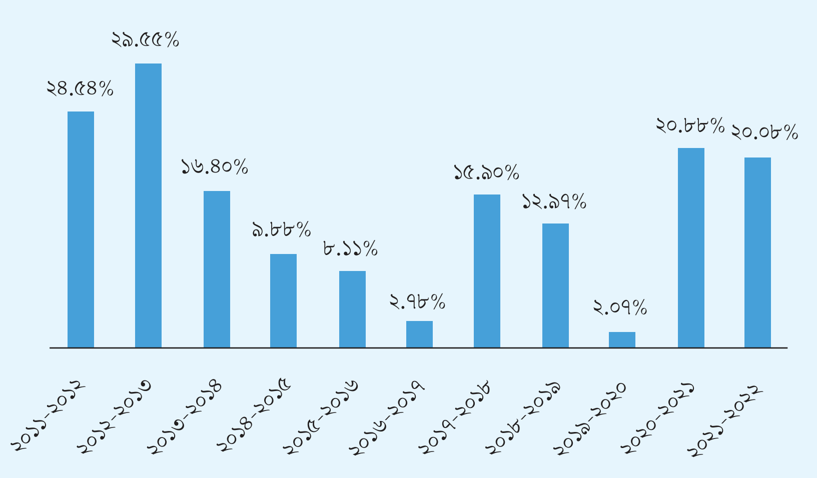

চিত্রঃ বিভিন্ন বছরে আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশে মোট রাজস্বে আয়করের হিস্যা বাড়ছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়ে আয়করের অবদান ছিল মোট রাজস্বের ১০ শতাংশেরও কম (মোট আদায়-১৬৬ কোটি, আয়কর আদায় ১০.৭২ কোটি)। চলতি অর্থ বছরে (২০২২-২০২৩) আয়কর আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,২১,০২০ কোটি টাকা। আয়কর আদায়ের এ প্রবৃদ্ধি জাতীয় রাজস্ব আহরণে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধির প্রমাণক। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ কর আদায়ে ১,০০,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। গত পাঁচ দশকে মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের হিস্যা ক্রমান্বয়ে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৪.০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অব্যাহত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে বদ্ধপরিকর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। যত বেশি আয়, তত বেশি কর- এ নীতিতে আয়কর একদিকে যেমন উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করছে, অন্যদিকে সমাজের আয়-বৈষম্য ও সম্পদ-বৈষম্য নিরসন করে একটি ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আয়কর

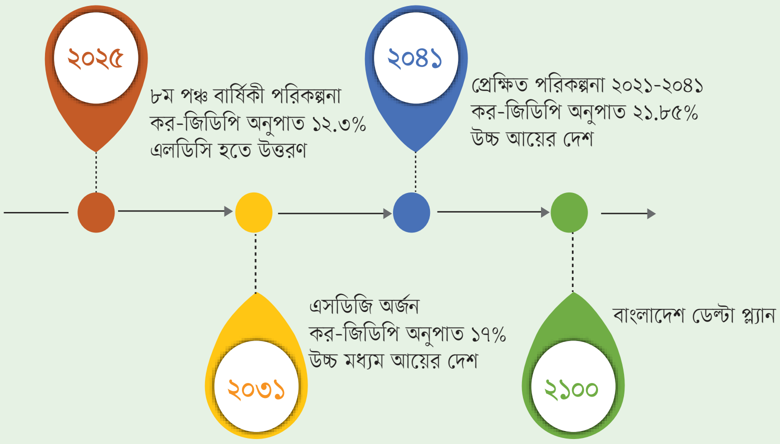
২০২৫
৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা
কর-জিডিপি অনুপাত ১২.৩%
এলডিসি হতে উত্তরণ
২০৪১
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১
কর-জিডিপি অনুপাত ২১.৮৫%
উচ্চ আয়ের দেশ
এসডিজি অর্জন
কর-জিডিপি অনুপাত ১৭%
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ
২০৩১
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান
২১০০

চিত্রঃ উন্নয়ন ও আয়কর লক্ষ্য অর্জন সূচকসমূহ (Making Vision 2041 a Reality: PERSPECTIVE PLAN OF BANGLADESH 2021-2041', GED, Planning Commission, Bangladesh (March 2020)

আদায়ের ক্রমবর্ধমান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করের আওতা বৃদ্ধি, উন্নত, আধুনিক ও যুগোপযোগী সেবা প্রদান ও স্বপ্রণোদিত কর প্রদানের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আয়কর থেকে মোট রাজস্বের ৫০ ভাগের বেশি আদায় হবে বলে আশা করা যায়।

### ২.২ করভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর সেবা সহজীকরণ

আয়কর আহরণ নির্ভর করে করভিত্তির ওপর। করভিত্তি বড় হলে আয়কর আহরণের সম্ভাবনা বাড়ে। অপরদিকে সংকুচিত করভিত্তি কর আহরণের সম্ভাবনাকেও সীমিত করে।

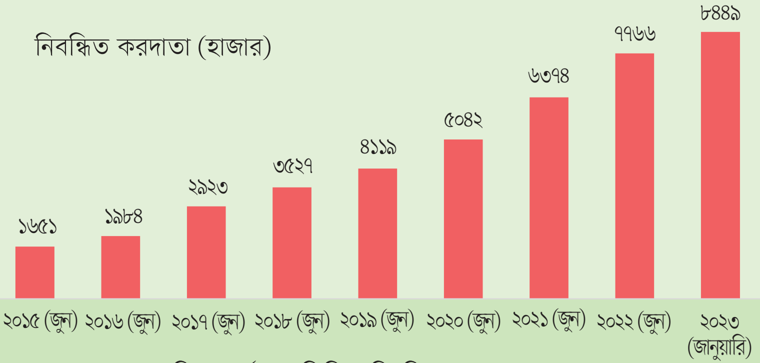

চিত্র: অর্থবছর ভিত্তিক নিবন্ধিত করদাতা সংখ্যা

মোট রাজস্বে আয়করের হিস্যা বাড়ানোর জন্য আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ জরুরি। কর জরিপ, কর সেবা সহজীকরণ, করদাতাগণকে প্রণোদনা প্রদান, বিশেষ টাস্কফোর্স পরিচালনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে করভিত্তি সম্পসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

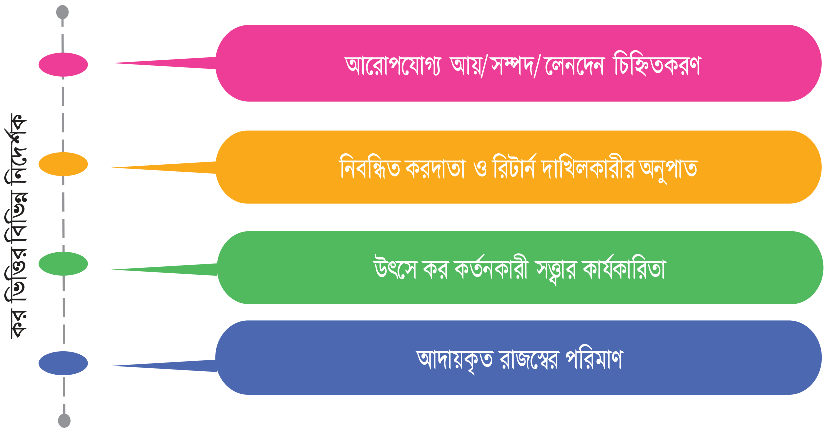
কর ভিত্তির বিভিন্ন নির্দেশক
আরোপযোগ্য আয়/সম্পদ/লেনদেন চিহ্নিতকরণ
নিবন্ধিত করদাতা ও রিটার্ন দাখিলকারীর অনুপাত
উৎসে কর কর্তনকারী সত্ত্বার কার্যকারিতা
আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ

এর ফলে নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা ও রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ করবর্ষে এখনো রিটার্ন দাখিল চলমান, যার সংখ্যা ০১/০১/২০২৩ পর্যন্ত ২৮,৫১,৯৩৪।

আয়কর বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে করভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। যার ইতিবাচক প্রভাবে আয়কর সংগ্রহে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে।

### ২.৩ প্রত্যক্ষ কর-জিডিপি অনুপাত

আয়কর সংগ্রহে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাত এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আমাদের কর-জিডিপির নিম্ন হারের অন্যতম প্রধান কারণ- সংকুচিত কর-ভিত্তি। শিল্পোন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিশেষ খাতসমূহকে স্বল্প কর হার সুবিধা, কর অব্যাহতি এবং কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করায় আমাদের কর-ভিত্তি অনেক সংকুচিত হয়ে আছে। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বিদ্যমান স্বল্প কর হার, কর অব্যাহতি এবং কর অবকাশ সুবিধাসমূহের কারণে আমাদের কর-জিডিপির অনুপাত প্রকৃত অনুপাত হতে ২.২৮% কম হচ্ছে।

তবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাত, রপ্তানিমুখী খাত, তথ্য-প্রযুক্তি খাত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ

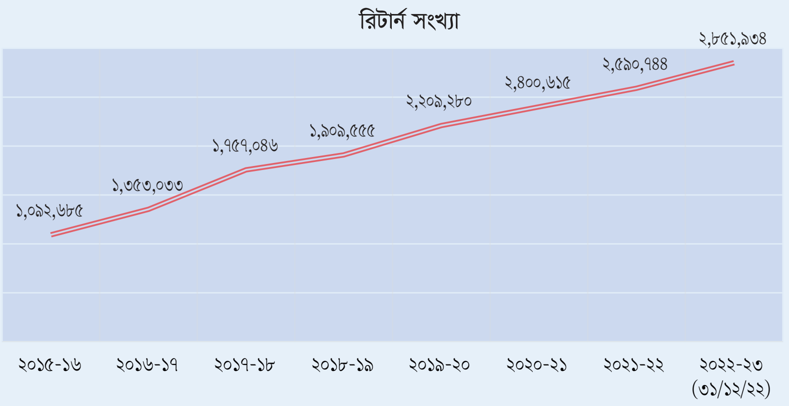

চিত্র: অর্থবছর ভিত্তিক আয়কর রিটার্নের সংখ্যা

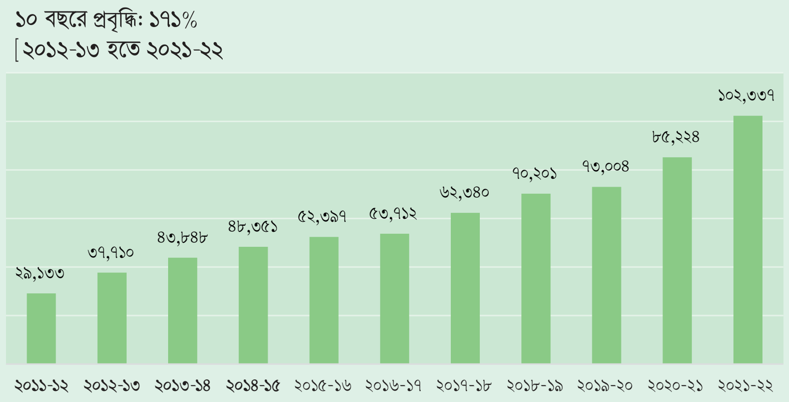

চিত্র: আয়কর আহরণ (কোটি টাকায়)

খাতকে স্বল্প কর হার, কর অব্যাহতি এবং কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। এতে আয়কর খাতে রাজস্ব আদায় কম হলেও এরূপ কর সুবিধা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। ফলে সহসা কর অব্যাহতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে কর অব্যাহতির ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা করে

উন্নয়ন অগ্রাধিকার, অব্যাহতি সুবিধার কার্যকারিতা, প্রয়োজন ইত্যাদির নিরিখে ক্রমান্বয়ে কর অব্যাহতির যৌক্তিকীকরণ করা সমীচীন হবে।

সারা বিশ্বেই ব্যবসা পরিচালনার ধরন, আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং কর আরোপের মৌলিক ধারণাগত যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং যে সকল পরিবর্তন চলমান আছে, তার জন্য বাংলাদেশের আয়কর বিভাগ এখনো যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়। সে কারণে রূপকল্প-২০৪১ আনুযায়ী প্রত্যাশিত বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য আয়কর বিভাগকে আরও সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা আবশ্যক। কর-জিডিপি অনুপাত অভীষ্ট লক্ষ্যে উন্নীতকরণের মুখ্য হাতিয়ার হচ্ছে করের আওতা বৃদ্ধি এবং করের আওতা বৃদ্ধি বা কর নেট সম্প্রসারণ মূলত নির্ভর করে করের ভিত্তি সম্প্রসারণের ওপর। রূপকল্প ২০৪১ এর রাজস্ব অভীষ্টঃ কর-জিডিপি অনুপাত ২১.৮৫% এ উন্নীতকরণ।

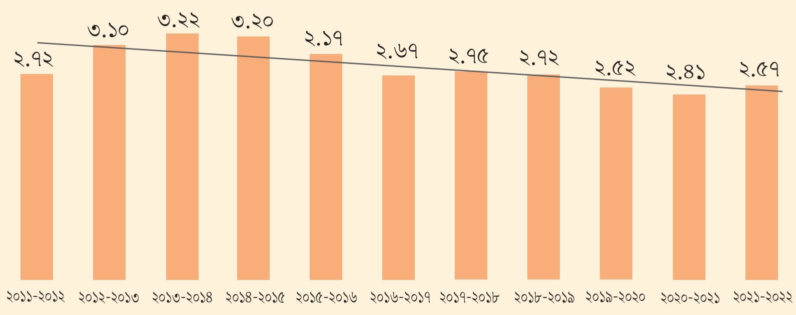

চিত্র: বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর-জিডিপি অনুপাত

### ২.৪ শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি সহায়তা ও ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ

রূপকল্প ২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিনিয়োগবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Friendly Environment) তৈরি, ব্যবসার ব্যয় (Cost of Doing Business) হ্রাস এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বদানে সক্ষম শিল্পায়নের বিকাশে রাজস্ব বোর্ড নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। শিল্প খাতে সহায়ক হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, হাইটেক পার্কসহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের পাশাপাশি দেশীয় শিল্প বিকাশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। যা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

**(১) ভৌত অবকাঠামো খাত:**

- শিল্প খাতের পণ্য পরিবহন এবং সরবরাহ, জ্বালানি, যোগাযোগ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো খাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;
- Production Sharing Contract (PSC) এর অধীনে নিয়োজিত কোম্পানি সমূহকে কর অব্যাহতি প্রদান;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়,

বৈদেশিক ঋণের সুদ, শেয়ার হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার অপর অর্জিত আয়, Royalties, Technical know-how fees, Technical assistance fees এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশি কর্মকর্তাগণের আয়ের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান।

### (২) তথ্য ও প্রযুক্তি খাত:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২২টি তথ্য প্রযুক্তি খাতে ১ জুলাই, ২০০৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত শতভাগ কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান।

### (৩) রপ্তানিমুখী পোশাক খাত ও বস্ত্রখাত:

- RMG খাতের উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার আলোকে স্বল্প হারের (১২%) কর সুবিধা প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব ফ্যাক্টরি অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত green building certification রয়েছে এমন RMG কোম্পানিকে অধিকতর স্বল্প হারে (১০%) কর সুবিধা প্রদান করছে।

### (৪) হস্তজাত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ:

- হস্তজাত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের ওপর ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করমুক্ত সুবিধা প্রদান;
- করদাতা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হলে উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত করদাতার উক্ত উদ্ভূত আয়ের ওপর বিশেষ কর রেয়াত সুবিধা প্রদান।

### (৫) কৃষি খাত:

- পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কোম্পানির ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ওপর হ্রাসকৃত হারে প্রদেয় আয়কর হার ১০% এ নির্ধারণ;
- রাইস ব্রান তেল উৎপাদন শিল্প, ফল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, শিশু খাদ্য উৎপাদন হতে অর্জিত আয়ের ওপর এলাকাভেদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;
- কৃষিযন্ত্র উৎপাদন হতে অর্জিত আয়ের ওপর বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম

### (৬) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বিনিয়োগবান্ধব কার্যক্রম:

- বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে স্থাপিত যেকোনো শিল্প হতে উদ্ভূত আয়, এলাকাভেদে ৫ হতে ৭ বছরের জন্য ১০০%-২৫% হারে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেক পার্ক এবং পিপিপি প্রকল্পে বিশেষ কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

### (৭) তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান ও সামাজিক আত্তীকরণ

- কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ২৫ এর অধিক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে সে প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত দুটি সুবিধার মধ্যে যেটি কম হয় সে সুবিধা দেয়া হবে-
  - ক. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আয়করের ৫ শতাংশ; বা
  - খ. তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫ শতাংশ।
- কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ২৫ এর অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে সে প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত দুটি সুবিধার মধ্যে যেটি কম হয় সে সুবিধা দেয়া হবে-
  - ক. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আয়করের ৫ শতাংশ; বা
  - খ. প্রতিবন্ধী কর্মচারীকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫ শতাংশ।

(৮) সম্প্রতি অন্যান্য খাতে প্রদত্ত সুবিধা:

- দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে উক্ত খাত হতে অর্জিত আয়ের ওপর শর্তসাপেক্ষে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম ১০ (দশ) বছর সম্পূর্ণভাবে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;
- বাংলাদেশে উৎপাদিত অটোমোবাইল (থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার) হতে অর্জিত আয়ের ওপর শর্তসাপেক্ষে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম ১০ (দশ) বছর সম্পূর্ণভাবে কর অব্যাহতি সুবিধা এবং পরবর্তী ১০ (দশ) বছর হ্রাসকৃত হারে (১০%) কর প্রদানের সুবিধা প্রদান;
- Active Pharmaceutical Ingredients (API) খাতভুক্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রাসায়নিক যৌগ (Technical Grade/Chemically pure) আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর আদায় হতে অব্যাহতি সুবিধা প্রদান।

## ২.৫ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিশেষ নীতি সহায়তা:

চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যকর কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝেও ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত নীতি সহায়তা প্রদান করেছেঃ

- স্বাস্থ্যসেবা জনগণের জন্য সুলভ করার নিমিত্তে হাসপাতাল নির্মাণ বিনিয়োগে দশ বছর পর্যন্ত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;
- কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে এ সংক্রান্ত আমদানি পণ্যে উৎস কর প্রদানের হার হ্রাস/এ সংক্রান্ত পণ্য আমদানির ওপর উৎস কর কর্তন প্রত্যাহার;
- কোভিড পর্যদুস্থ অর্থনীতিতে অর্থ প্রবাহ গতিশীল করার নিমিত্ত অপ্রদর্শিত অর্থ প্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা প্রদান;
- কোভিড-১৯ জনিত প্রতিবন্ধকতার

কারণে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সেবা গ্রহণ ও আইন পরিপালনের বিধিবদ্ধ সময়সীমা শিথিলকরণ।

## ৩.০ উপসংহার

৩.১ বৃটিশ ভারতের অংশ হিসেবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ভূখণ্ড আয়করের আওতায় আসে। পৃথিবীর অনেক দেশে আয়করের প্রচলন হয়েছে বাংলাদেশের অনেক পরে। আবার, ইংল্যান্ডে জন্ম হওয়া আয়কর সে দেশে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আধুনিক রূপ পেয়েছে। ফলে, বলা যায় বাংলাদেশের আয়করের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ। ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অনেক আগে থেকে আয়করের আধুনিক পর্বে প্রবেশ করেছে। গত একশ বছরে আয়কর ব্যবস্থা আরও বিকশিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে আয়করের নতুন আইন (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪) প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা বর্তমানে কার্যকর আছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে আয়কর আইন ও ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৩.২ আয়কর ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলা ভাষায় নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। আয়করের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের কাজ চলমান আছে।

৩.৩ প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়কর রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি আয় ও সম্পদ বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখে। তাই অনেক উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশও মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি আয়কর থেকে আহরণের পরিকল্পনা করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন দশকের রাজস্ব আহরণের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট রাজস্বে আয়করের হিস্যা কমান্বয়ে বাড়ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয়কর থেকে মোট কর রাজস্বের ৩০ ভাগের বেশি আয় হচ্ছে, যা ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে ছিল ১০ শতাংশের কম।

৩.৪ মোট রাজস্বে আয়করের হিস্যা বাড়ানোর জন্য করভিত্তি সম্প্রসারণ জরুরি। আয়কর বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় কর নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ইতিবাচক ফল রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে পড়ছে।

৩.৫ বাংলাদেশের কর-জিডিপি কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে কম। এর অন্যতম কারণ বিভিন্ন উন্নয়ন-অগ্রাধিকার খাতগুলোতে বিস্তৃত কর সুবিধা প্রদান। কর অব্যাহতি ও কর হার হ্রাসের মোড়কে দেয়া এ কর সুবিধা আয়কর রাজস্বের আদায় সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিলেও এরূপ কর সুবিধা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তাই স্বল্প মেয়াদে কর অব্যাহতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্ভব না হলেও কর অব্যাহতির ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা করে উন্নয়ন অগ্রাধিকার, অব্যাহতি সুবিধার কার্যকারিতা, প্রয়োজন ইত্যাদির নিরিখে ক্রমান্বয়ে কর অব্যাহতির যৌক্তিকীকরণ করা সমীচীন হবে।

**তথ্যসূত্র:**

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১
জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২২-২০২৩
জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২১-২০২২
জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২০-২০২১
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, অর্থ মন্ত্রণালয়
উন্নত কর সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বতঃপ্রণোদিত কর প্রদান উৎসাহিতকরণ, ওয়েব সেমিনার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ২০২০-২০২১
Working Paper on Tax Expenditure Analysis for Bangladesh, National Board of Reveneu, 2021
Development Planning in Bangladesh: 7th Five Year Plan and SDG Implementation, General Economics Division, Planning Commission, Bangladesh.

TaskRabbit
Uber Eats
Uber
deliveroo
airbnb
JUST EAT
fiverr
urbansitter

# Taxing the Gig Economy: Issues and Challenges

**Dr. Lutfunnahar Begum**

### *Abstract*

*The burgeoning gig economy poses a challenge for the tax administrations around the world in terms of its tax compliance issues. The well-known compliance challenges of small businesses seems to further intensify with the advent of digitalisation that leads to a growth of microbusinesses. Bangladesh, with a leading share in global digital activities, calls for an immediate attention by the Government, revenue authority and researchers as to how to deal with the associated issues and challenges in this emerging business environment. This article attempts to discuss some of the tax issues and challenges of the gig economy and identifies the necessity of further research and policy formulation in this area.*

Keywords: Gig economy, Digital platform, Bangladesh

## 1.0 Introduction

With the growing trend of digitalisation in the global socio-economic arena, the term gig economy has been a much talked-about term in recent days. Being different from traditional employment, it is posing new challenges to several related issues, *e.g.*, employment and labour laws, worker's rights, and of no doubt, it is high time to understand and analyse the tax implications of the gig work. The purpose of this article is to shed light on this burgeoning and important non-traditional feature of employment that raises some tax issues and implications which calls for further research and policy analysis.

## 2.0 Defining Gig Economy

### 2.1 What is the gig economy?

The term 'gig' is well-known in the music world, meaning a single performance by a musician or group of musicians. The gig economy means an economy where temporary positions are common and organisations and businesses contract with independent workers for short-term engagements. A person can work for multiple employers or organisations simultaneously through contracting for each piece of work or gig, and obviously, this is becoming increasingly popular and much easier by interacting through online platforms. Common gigs include food delivery, couriers, taxi drivers and video producers.

Gig economy, as defined broadly, also includes what is sometimes termed as 'sharing economy', 'collaborative economy', 'peer-to-peer (P2P) economy' or 'platform economy'. Sharing, P2P or collaborative economy emphasises the business relation that enables people to rent or borrow rather than buy or own and thereby monetizing underutilized assets. The term

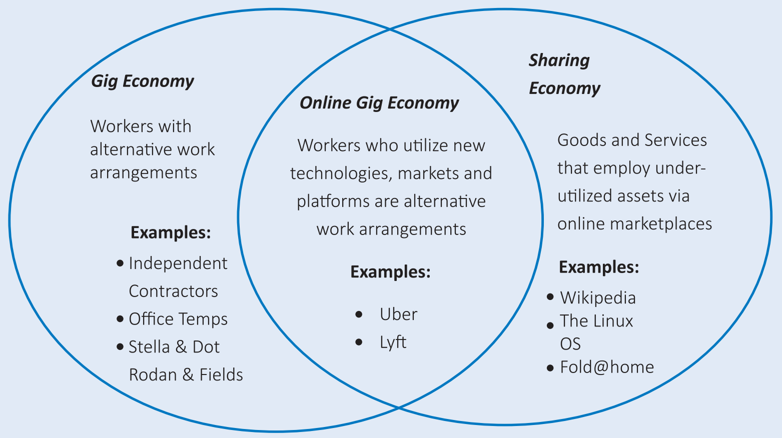
Gig Economy
Workers with alternative work arrangements
Examples:
• Independent Contractors
• Office Temps
• Stella & Dot Rodan & Fields
Online Gig Economy
Workers who utilize new technologies, markets and platforms are alternative work arrangements
Examples:
• Uber
• Lyft
Sharing Economy
Goods and Services that employ under-utilized assets via online marketplaces
Examples:
• Wikipedia
• The Linux OS
• Fold@home

Figure 1: Gig Economy and sharing economy
Source: AiWD (2016)

platform economy signifies the use of several platforms in business activities. Examples include: social networking (Facebook, LinkedIn); internet auctions and retail (Amazon, eBay); on-line financial and human resource functions (Workday, Elance, Freelancer, WorkFusion), urban transportation (Uber, Lyft, Sidecar), mobile payment (Mahala, Square) and clean energy (Sungevity, SolarCity, EnerNOC).

### 2.2 International division of the digital gig work

In 2017, Oxford Internet Institute (OII, 2017) of the University of Oxford published a report which shows that Asian countries dominate the digital gig economy. The report shows that Bangladesh is the second largest country dominating the freelance market which occupies about 16 percent of the pie, following India with 24 percent share. India and Bangladesh are followed by the US, Pakistan, Philippines and the UK in 'gig work'.

The report identifies that workers from the Indian subcontinent dominate the software development and technology category, occupying a 55 percent market share; while the professional services category, which consists of services such as accounting, legal services, and business consulting, is led by UK-based workers with a 22 percent market share, and the US is focusing on writing and translation work.

## 3.0 Taxing the Gig Economy

### 3.1 Issues and Disputes

The non-traditional form of business raises several issues which have important implications for tax policy and administrative design. For instance, a controversy has already been in place globally on the issue whether drivers are employees or self-employed in the ride-sharing industry.

In February 2021, the UK's Supreme Court ruled that Uber drivers should be classed as workers, entitled to earn the minimum wage and to benefits such as holiday pay. The Court backed an earlier employment tribunal, and rejected Uber's claim that its drivers are self-employed. Similar decision was made by a Brazilian court in February 2017, while in March 2017, a Paris Tribunal held a differing view. Some US States (California, Florida, and Massachusetts) have also ruled in favour of Uber, stating that drivers are independent contractors, not employees. In New Zealand, a recent decision held that despite signing contracts as independent contractors, workers were employees. In January 2018, on the other hand, the Superior Court of Justice, Ontario confirmed that a finding on that issue should be conducted by a 'fact-based determination' of the actual working relationship (See, Dosen and Graham 2018, for details).

Although the legal debate centres round the employment rights issues, yet employment classification has important implications regarding tax compliance and reporting obligations. For employees, the employers are responsible for tax withholding on behalf of its employees, while self-employed individuals are responsible for their own tax payments. Similar implications also arise for indirect taxes, as the status of taxpayer being self-employed or employees significantly changes the indirect tax liability of reporting and paying tax on total sales generated (Aslam and Shah 2017)[1].

---

[1] For a more in-depth discussion of the 'gig economy', including its impact on tax compliance and strategies to promote compliance, see Oei and Ring 2016.

In a recent case in India, the income tax department raised a tax demand of Rs. 109.05 crores for assessment years 2016-17 and 2017-18 and issued a notice initiating penalty proceedings by treating Uber as an assessee-in-default as it had not deducted tax at source on payments made to driver-partners. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) in its order in 2021, pointed out that the passengers are responsible for making the payment and neither Uber India nor Uber Netherlands are party to the 'contract of transportation' entered into between a user and the Uber driver.

In February 2017, Australia's Federal Court ruled that Uber's drivers must register to pay goods and services tax, the country's VAT equivalent. Even if they earn less than the A$75,000 ($55,266) threshold, taxi drivers in Australia have to register to pay the 10 percent tax. A recent ruling by the European Court of Justice (ECJ), binding across all 28 EU states, directed that Uber is a transport service, not an "information society service". As a consequence, the company is facing a billion pound VAT bill. An earlier UK Court delivered a similar judgement.

These rulings have wide-ranging implications for not only Uber or ride-sharing sector, but for other gig economy sectors on several other regulations.

### 3.2 Tax Complexities with the Gig Economy: Alternative Tax Measures?

Recent research found that being relatively informal and not within an institutional framework, individuals engaged in the gig economy often find it difficult to comply with their tax obligations, resulting in ultimate non-compliance or under-reporting. It is common that gig workers do not categorise themselves as business owners, neither they face any withholding or TDS issues by the company, and most often they become confused or completely unaware of their tax obligations. In 2016, a survey of members of the National Association of the Self-Employed in the US identified that 34 percent of the gig workers didn't know they have to file quarterly estimated tax payments, 36 percent of respondents didn't understand what tax records must be kept and 43 percent didn't set aside money to meet tax obligations or know how much they owed (Trimarchi 2018).

Some researchers have suggested the necessity of reconsideration, expansion or modification of existing tax laws and regulations to address the compliance challenges associated with the gig work (See, *e.g.*, Barry and Caron 2015; Lutz 2014, among others), while some others do not support the same. Oei and Ring (2016), for example, view that existing tax laws and regulations are sufficient to cover the gig work, nonetheless compliance challenges may arise from two distinctive features of gig economy. First, "tax opportunism" behaviour of the gig businesses by choosing the more favourable interpretation in case of any ambiguity of tax laws and rules, which leads to compliance and enforcement gaps. Second, the "microbusiness" nature, *i.e.*, relatively small amount of income of the gig businesses, itself makes compliance and enforcement difficult. Therefore, they identify the necessity of clarification and interpretation of the existing tax rules in the gig economy perspectives and compliance measures such as lower information reporting thresholds, safe harbours and advance rulings to simplify tax reporting, and targeted enforcement efforts for addressing these dual challenges. On the other hand, Thomas (2018) argues that imposing compliance rules with the existing complex tax regime targeted to traditional sole proprietors for a low income, unsophisticated gig worker is inefficient and burdensome, not only for the taxpayer but for the tax authority also. Thomas proposes an alternative tax regime for the growing gig economy, incorporating gross receipts withholding by the platform company along with a standard business deduction for gig workers. Aslam and Shah (2017) state that the issues related to gig economy can be addressed by the existing tax system and basic principles. Tax policy and administration, however, need to be revisited to cope with the new dynamics in place of traditional business. Against this backdrop, lowering tax thresholds or special tax rules for small businesses can be alternative arrangements to address this compliance burden. A presumptive system or an optional standard business deduction from gross receipts also can simplify the reporting costs. Thomas (2018) suggests an optional standardized deduction of 60 percent of the workers' gross receipts for the gig sectors, eliminating the need to track and report business expenses. Oei and Ring (2016) also suggest the use of safe harbours to allow for standardised deductions which ease the compliance burden significantly.

Aslam and Shah (2017) also emphasise that the existence of Platform Company can be an important avenue for the tax authorities in a way that the tax authority can access to the data of the platform company database and thereby creating a connected taxpayer database with a complete profile of the activity and earnings of individual. Platforms can also act as the custodians for the tax authority by withholding tax on behalf of the sellers, which can reduce the compliance and administrative costs. A simplified system of withholding fixed amounts as a prepayment for income tax can be an alternative at present scenario (Aslam and Shah 2017).

### 3.3 Country Initiatives

Many countries have taken measures to evaluate and assess the gig economy and have been actively concerned as to how to cope with the compliance issues. For example, the revenue authority in the UK has commissioned a survey of the gig economy to evaluate its size and growth. Tax authorities in many governments such as Australia, Canada, the UK, and the US have issued specific guidelines clarifying the tax obligations for participants in the gig economy.

The general sales tax in Australia and the harmonized sales tax in Canada have been extended to include ride-sharing industry. Some US States have introduced taxes targeted at the ride-sharing sector. The US enacted legislation in 2017 qualifying independent contractors for a 20 percent tax deduction on their independent contractor income without further requirements as long as they are engaged in a trade or business and earn less than a threshold income.

In April 2017, the UK introduced two new tax allowances for property and trading income targeted at the digital and sharing economy in line with the government's objective to simplify the tax system and to help the UK become leader in the digital and sharing economy. It is estimated that it will impact 700,000 participants in the gig economy with an administrative saving of £20 million per year for individuals who no longer require to file returns or calculate expenses (For details, see HMRC 2018).

Many countries have undertaken initiatives to cooperate with platforms to access the data or to empower the tax authority to acquire data from platforms, or to require them to report the information. For example, a recent legislation in the UK has empowered the tax authority to acquire data from digital platforms. In the United States, platforms are bound to fulfil some reporting requirements and provide the tax authorities with data on turnover which can be cross-verified with the tax return information of the individuals. Some of the platforms are already collecting and remitting taxes on behalf of their users. For example, in the accommodation-rental sector, Airbnb collects and remits for hotel and tourist taxes in four countries. In 2016, the Italian government proposed to withhold a fixed 10 percent tax by the platforms on all sharing transactions. In 2015, India enacted legislation which requires digital platforms to withhold service taxes on the income of sellers. India also made an amendment in the I.T. Act that any entity which is authorised to make payment on behalf of a non-resident is required to deduct tax at source, which is to be effective from the financial year 2019-20 onwards.

In Australia, A proposal to implement a sharing economy reporting regime has been reintroduced to Parliament in 2022, as recommended in the Black Economy Taskforce Report 2017.

### *Estonian Example*

Estonia can be a precedent for other countries on how to deal with the gig economy tax challenges. Uber worked with the Estonian Tax authority to develop a new electronic tax system where Uber sends drivers' income data to the tax office, so it is automatically added to their tax return[2]. The system was introduced in February 2016 with an expansion of the service including the small companies by 2016. This approach led to a six-fold increase from 2015 to 2016 in the amount of income declared from drivers connected with Uber and other similar services (Mardiste 2016).

### 3.4 Gig Economy: Bangladesh Perspective

As mentioned earlier, Bangladesh is one of the leading countries in the world gig economy. Given the limited job opportunities and with a low wage rate, professionals in developing countries like Bangladesh are easily attracted to freelancing jobs. Ride-sharing services such as Uber, Pathao, Sohoz are operating in Bangladesh. Like other countries, the tax authority of Bangladesh also has started to consider the tax potential of the online sectors. In June 2018, the National Board of Revenue (NBR) has introduced a 5 percent value added tax (VAT) on ride-sharing service providers. Finance Act 2018 introduced the provision for tax to be deducted at source under Section 52AA of the Income Tax Ordinance, 1984, on apps-based ride sharing services at the rate of 3%-4% based on the base amount, by the ride sharing service provider. Besides, Section 56 of the Income Tax Ordinance makes provisions of deducting tax at source from payment to non-resident. The regime, however, is not clear and gig payment is not clearly mentioned in section 56. Re-designing existing legal provisions alongwith strong enforcement mechanism and ensuring access to data platform by the tax authority in line with international best practice, is, therefore, of utmost importance.

---

[2] Estonia, with 1.3 million people, is a leader in digitisation, where 95 percent of government services are available online. The country's online tax declaration system has pre-filled income data from employers and banks and more than 95 percent of Estonia's personal income tax payers uses this.

Moreover, no substantial attempt has yet been made to quantify the gig economy of Bangladesh, neither has there been any research nor substantial policy measures undertaken targeting the gig sectors. It is imperative that the policymakers and researchers should come up with the scrutiny of the existing policy framework.

## 4.0 Conclusion

With the growing advent of the gig economy, the well-known compliance challenges of small or micro businesses are likely to intensify in coming days. The growing dispute over the labour laws related issues raises important implications for tax treatment of this emerging business model. It is still a debatable issue as to whether the existing tax laws and rules are adequate enough to deal with the gig economy taxation issues. However, there is no doubt that gig economy having its own special features, warrants for a complete scrutiny of the tax laws and an interpretation or explanation on the specific tax rules that are to be applied. A modification of the policy or alternative administrative arrangements may be necessary in some cases to address the compliance cost and distorting burden of the gig business. Determining tax policy measures obviously depends on the country-specific existing tax laws and other associated laws and also on the size and dynamics of the gig economy and the associated revenue potential and economic impact. It calls for further research and policy discussions on tax issues related to the gig sectors to deal with the next generation world economy.

## References

Aslam, Aqib and Alpa Shah, 2017, “Taxation and the Peer-to-Peer Economy” *IMF Working Paper*, Fiscal Affairs Department, WP/17/187.

AiWD, 2016, “Ai Group Workforce Development. The Emergence of the Gig Economy” *Thought Leader Paper: Education & Training Policy Team,* August 2016.

Barry, Jordan M. and Paul L. Caron, 2015, “Tax Regulation, Transportation Innovation, and the Sharing Economy” *University of Chicago Law Review Dialogue*, 82: 69.

Dosen, Igor and Michael Graham, 2018, “Labour rights in the gig economy An Explainer” *Research & Inquiries Unit Parliamentary Library & Information Service*, Department of Parliamentary Services Parliament of Victoria.

HMRC, 2018, “Income Tax: new tax allowance for property and trading income” Policy paper, *HM Revenue and Customs*, Government of the UK.

Lutz, Christopher T., 2014, “Legitimizing the Sharing Economy: Reconciling the Tension between State and Local Policy Concerns and Innovation”, *Tax Management Weekly State Tax*

*Report*, BLOOMBERG BNA.

Mardiste, David, 2016, “Embracing Uber, Estonia shows tax needn't be an issue” *REUTERS*.

Oei, Shu-Yi and Diane M. Ring, 2016, “Can Sharing Be Taxed?” *Washington University Law Review*, 93 (4): 989-1069.

OII, 2017, “Where are online workers located? The international division of digital gig work” *Oxford Internet Institute*.

Thomas, Kathleen D., 2018, “Taxing the Gig Economy” *University of Pennsylvania Law Review*, 1415, *UNC Legal Studies Research Paper*.

Trimarchi, Michael, 2018, “Gig Economy Leaving IRS Short on Tax Revenue” *Bloomberg News*.

---

*The Writer is Additional Commissioner of Taxes*

# ইয়েন্তেলার গল্প

**কিংশুক শব্বির**

### পরিচয় পর্ব

আমার নাম ইয়েন্তেলা এঞ্জেনায়ো। এটা অবশ্য আমার জুলু নাম। ভিন ভিন দেশে আমার নামও ভিন্ন। এই যেমন, স্পেন দেশে আমাকে ডাকা হয় ইমপোয়েস্তা সবরে লারেন্তা, মংগোলিয়ায় ওরলোগিন তাতবার, জাপানে শোতোকো যেই, লাও দেশে আকোন লাইদাই। শাওলিনের দেশ চায়নাতে ওরা আমাকে ডাকে সুয়ো দেশুই। বাংলাদেশে তোমরা আমার নাম দিয়েছো আয়কর। তা বাপুরা, আরেকটু ভালো নাম দিতে পারতেনা? এই দেখো, মাওরীদের দেয়া নামটা কেমন আদুরে: পুতেয়া মনি। তবে জুলুদের নামটাই আমার বেশ লাগে। ইয়েন্তেলা... ইস্ত।

জানো, খুব রোমান্টিক আমি। ভালোবাসি পদ্য, গান, চিত্রকল্প, মানুষ। ভালোবাসি গল্প করতে, শুনতে। জিপসী জীবন আমার; কত বিচিত্র অধ্যায়, কত ঘটনার ঠাসবুনন! পিকাসোর লা গুয়ের্নিকার মতো, গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের গল্পের মতো। বসো তবে, বলি আমার জীবনের গল্প।

### উইলিয়াম, পিতা তোমার জন্য . . .

আমার বাবার নাম উইলিয়াম। ভালো নাম, উইলিয়াম পিট দ্য ইয়ংগার। কী সুপুরুষ ছিলেন আমার বাবা! ১৭৮৩ সালে যখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন, তার বয়স মাত্র ২৪। বাবার চেয়ে কম বয়সে আজ অব্দি কেউ ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেনি। কী বিপুলা ছিল সে ইংল্যান্ড; অর্ধেক পৃথিবী তার করতলে। আমার তরুণ বাবা সেই ইংল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটানা ১৮ বছর! গর্বে আমার বুক ভরে যায়।

দেখো, জীবনে কতো বীরপুরুষ আমি দেখেছি, কিন্তু বাবার ধারেকাছে কেউ না। বাবা আমার কাছে অর্জুনের মতো। সাহসী, কুশলী। ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যখন কুরুক্ষেত্রের দুই পক্ষ, নীলনদের যুদ্ধে ইংল্যান্ডের বীর হোরাসিও নেলসন আমার কৌরব চাচা নেপোলিয়নের নৌবহর ডুবিয়ে দিলেন। নেপোলিয়ন ক্রোধে পাগল প্রায়। বাবা আর নেপোলিয়ন হয়ে গেলেন মুখোমুখি। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠার প্রহর গুণছে।

যুদ্ধ আয়োজনে অনেক টাকার দরকার। জনগণের কাছ থেকে বাড়তি টাকাকড়ি নিতে হলে ট্যাক্স ছাড়া তো উপায় নেই। ওদিকে ইংল্যান্ডের লোকজন আবার নতুন কর-খাজনা বাড়ানোর কথা শুনলেই ক্ষেপে যায়। বাবা ভাবনায় পড়লেন। ঘাবড়ে গেলে চলবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে উপায় বের করতে হবে। পরামর্শের দরকার পড়লেই তিনি ছুটে যেতেন হেনরী চাচার কাছে। পুরো নাম হেনরী বীক। দৈববিদ্যায় ডক্টরেট, সব বিষয়ে পন্ডিত একজন মানুষ ছিলেন এই হেনরী চাচা। বাবার কাছে সব শুনে আমার মহাজ্ঞানী হেনরী চাচা বললেন, শোনো, বাড়তি পাউন্ড-শিলিং চাইলে নতুন ট্যাক্স আনা ছাড়া তো গতি নেই। তবে এবারের ট্যাক্সটা হবে একদম অন্যরকম। আমরা সব মানুষের কাছ থেকে নিবো না। এমন ট্যাক্স ধরবো যেটা কেবল বড়লোকেরা দিবে।

চাচার পরামর্শে ১৭৯৮ সালে বাবা আমার জন্মের আয়োজন পাড়েন। তোমরা যাকে আয়কর নামে ডাক সে শিশুটি লন্ডনের এক শীতে পৃথিবীর আলোতে আসে, ১৭৯৯ সালে, জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখে। শুরু হলো আমার নামে পাউন্ড-শিলিং তোলা। বাড়তি অর্থকড়ি দেয়া কার পছন্দ বলো? তাই জন্মের শুরু থেকেই আমি হয়ে গেলাম অপাংক্তেয়। সবার চোখের বিষ। প্যালেস অব ওয়েস্ট মিনিস্টারের পার্লামেন্টে, লন্ডনের রাস্তাঘাটে, পাবে, বন্দরে, সবখানে আমার গোষ্ঠী উদ্ধার শুরু হলো। বাবা খুব কষ্ট পেলেন। সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, মাত্র একবছর ওর নামে কিছু টাকা-কড়ি দাও গো, আসছে বছরই ওকে ঘরে ঢুকিয়ে রাখবো।

### পলিয়ানা শৈশব

আমি দেখতে ছিলাম খুব ফুটফুটে। তার উপর, হাসি খুশী স্বভাব ছিল আমার। জানি, আমার জন্ম বেশিরভাগ মানুষ

চায়নি; তবু সামনে পড়লে কেন জানি আমাকে কেউ অর্থকড়ি না দিয়ে পারতো না। ফলে আমার নামে আদায় হতো বিস্তর। বাবার রাজকোষে আমি ভালোই পাউন্ড শিলিং এনে দিচ্ছিলাম।

আমার জন্মের দু'বছরের মাথায়, ১৮০১ সালে, বাবা ওজারতি হতে ইস্তফা দিলেন। শুরু হলো আমার দুর্দিন। অ্যাডিংটন সাহেব আমার জন্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথম বছরই আমাকে ঘরবন্দি করলেন। তবে রাজকোষে টান পড়ায় নিতান্ত অনিচ্ছায় পরের বছর ১৮০৩ সালে আবার আমাকে আবার বাইরে আনতে হলো। শুরু হলো আমার অনাদরের শৈশব। তবে, আমি ছিলাম এলিনর পোর্টারের সেই পলিয়ানার মতো বুদ্ধিমতি, ঋদ্ধ বালিকা। বাবা বলতেন, মানুষ বড় অদ্ভুত; এদের কোনো আচরণ গায়ে মেখো না। কোনো কিছুতে কষ্ট পেও না। বাবার কথা সব সময়ই মনে ছিল। দুঃখ কষ্ট জয় করার অসীম শক্তি দিয়ে বিধাতা আমায় পাঠিয়েছেন।

১৮১৫ সালের ওয়াটারলু'র যুদ্ধে নেপোলিয়ন যখন চূড়ান্ত পরাজয় হলো, চারপাশ থেকে রব উঠলো, অনেক হয়েছে, আর নয়, আয়করকে এবার জন্মের মতো ঘরবন্দী করো। আর কী? ১৮১৬ সাল থেকে শুরু হলো আমার কৈশোর জীবনের দীর্ঘ অন্তরীণ গৃহবাস।

### 'আধেক আঁখির কোণে'

আমাকে বন্দীদশা হতে উদ্ধার করে রবার্ট পীল। ১৮৪১ সালে রবার্ট যখন দ্বিতীয় মেয়াদে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসে, আমি তখন লাবণ্যময়ী তরুণী হয়ে উঠছি। ধ্রুপদবিদ্যা আর গণিতে "ডাবল ফার্স্ট", মেধায়, সম্পদে, সৌকর্যে অতুলনীয়, মোহনীয় পুরুষ রবার্ট প্রথম দেখাতেই আমার আকর্ষণের জালে আটকে গেলো। পুরুষালি ঠাঁট বজায় রাখতে 'পাত্তা-দিচ্ছিনা' ভাব রেখে ১৮৪২ সালে আবার আমাকে জনসমক্ষে নিয়ে এলো। সবাইকে বললো, এই এক বছর ওকে বাইরে রাখি, বছর ঘুরলেই আবার ঘরে ঢোকাবো। কষ্টের কথা কি জানো, এতো বছরেও মানুষ আমাকে মেনে নিতে পারলো না। আমার নিন্দা-মন্দ চলতেই থাকলো। ওদিকে, আমি আদায়ের কায়দা কানুন ভালো জানি বলে রাজকোষ আবার আমাকে ছাড়া চলছে না!

রবার্ট চলে যাওয়ার পর বুড়ো ডিজরাইলি আর আধা বুড়ো গ্ল্যাডস্টোন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রিত্বটাকে নিজেদের জমিদারী বানিয়ে ফেললো। এ আসে তো সে যায়, সে আসে তো এ যায়। দু'জনেই ঝানু প্রেমিক; পার্লামেন্টে, মাঠে ময়দানে দিব্যি আমার নিন্দামন্দ করে। বলে, সামনের বছরই ওকে ঘরে পুরবো। কিন্তু ঘরে এলে আদিখ্যেতার অন্ত নেই। আমাকে আদর করে ডাকতো রাজকোষের ক্লিওপেট্রা। খুব মন খারাপ হতো আমার; রাগও হতো। বুড়ো, তোদের এতো পাউন্ড শিলিং এনে দিই, সবার সামনে একটু স্বীকৃতি দিলে কী হয়!

তবে আমি অকৃতজ্ঞ নই গো। এই দুই বুড়ো আর যাই হোক, আমায় আটকে রাখেনি। অনেক বিরোধিতার মুখে, ভান করে হলেও আমাকে বন্দীশালার বাইরে রেখেছে। স্বর্গে ওরা ভালো থাকুক।

আমি অর্থ-কড়ি আদায়ে পটু, এ খবর ধীরে ধীরে ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে গেল। শুরু হলো চারপাশের দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসা। নিজের প্রচার, স্বীকৃতি কে না চায়? আমিও রাজী হয়ে গেলাম। ভাইকিং বীরের জাতি সুইডিশরা আমাকে নিলো ১৮৬১ সালে, অহংকারী জার্মানরা ১৮৯১ সালে, টিউলিপ সৌখিন হল্যান্ড নিলো ১৮৯৩ সালে। আরো অনেক, অনেক দেশ আমাকে ডাকার আয়োজন শুরু করে দিলো। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, আমার জীবনের বন্দী অধ্যায় তাহলে শেষ হচ্ছে! থ্যাঙ্ক গড।

### গ্রাশিয়েস, অ্যামিগো

ইউরোপ আমার কাছে অনেক কিছু, সন্দেহ নেই। আমার জন্ম, শৈশব, কৈশোর। বাবার স্মৃতি। কিন্তু আমার সবচে বেশি ঋণ মার্কিনীদের কাছে। আমাকে প্রস্ফুটিত করেছে আমেরিকা। স্বীকৃতি বলো, বৈধতা বলো, সব পেয়েছি আমি ওখানে।

অনেকে বলে থাকে, আমি হচ্ছি যুদ্ধ-বিপ্লবের কর। অস্বীকার করি না, যুদ্ধের পটভূমিতেই জন্ম আমার। বন্দী থাকার সময় পুরাণ পড়তাম খুব। এথিনা আমার প্রিয় চরিত্র। যুদ্ধ আর প্রজ্ঞা - এ দু'টি বিপরীতকে একসাথে ধারণ করার কী অসামান্য শক্তি এথিনার। নিন্দামন্দের মুখে এথিনা আমাকে ভালো রাখতো। সে ছিল আমার বড় আশ্রয়।

জন্মের পর থেকে দেখে আসছি, যুদ্ধ হলে, বিপ্লব-বিদ্রোহে ধ্বংসযজ্ঞ হলে অর্থ সংকট হয়। তখন আমার ডাক পড়ে। দাস প্রথা নিয়ে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলো ১৮৬১ এর দিকে। যথারীতি আমার ডাক এলো। সে বছরই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন মুল্লুকে প্রথম পা ফেলি। রেভিন্যু অ্যাক্ট, ১৮৬১ জারী করে সেইন্ট প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন মার্কিনীদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। শুরুতে অবশ্য ওরাও আমাকে ভালোভাবে নেয়নি। ব্রিটিশ আত্মীয়দের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কানপড়া দিয়েছে।

ওগুলো কে গায়ে মাখে! অ্যাবে লিংকন আমার কাছে পরম পূজনীয় মানুষ। ধর্মপিতার মতো। তিনি যখন আমায় ডেকে নিয়েছেন, আর মানুষের কথা শুনতে আমার বইয়ে গেল।

প্রথমবার আমেরিকাতে ছিলাম ১৮৬১ হতে ১৮৮৪ পর্যন্ত। যদিও নিয়মিত না। যাই আসি করি। রাজকোষে বাড়তি ডলার লাগে, আমার ডাক পড়ে, আমি ছুটে যাই। এক দুই বছর থেকে ইউরোপে ফিরে আসি। আমেরিকাতে আমার বেশ লাগছিলো। খোলামেলা মন ওদের। কোন ভনিতা নেই, জাত পাতের বালাই নেই।

আরো থাকতে চাইছিলাম। কিন্তু বাধ সাধলো ওদের সুপ্রীম কোর্ট। ১৮৮৫ সালে এক রায় দিয়ে জানিয়ে দিলো,

আমেরিকায় আমার থাকাটা তাদের সংবিধানে পড়ে না, ওখানে আমার আর থাকা চলবে না। কী যে মন খারাপ হলো! এতো সুন্দর দেশ, চমৎকার সব মানুষ, আর দেখা হবে না?

তার কয়েক বছর পর, ভাবতেও পারিনি, কী বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ডলার তোলায় আমার পারদর্শিতার কথা তারা ভুলেনি। আমাকে ওখানে নেয়ার জন্য আমেরিকার কংগ্রেস ১৯১৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে ফেললো! এতো বড় সম্মান! আনন্দে আমার দু'চোখে জলের ধারা বয়ে গেল। যে শিশু জন্ম থেকে অপাংক্তেয়, যার শৈশব আর কৈশোর কেটেছে ওয়েস্ট মিনিস্টারের উষ্ণতাহীন ঘরে বন্দি থেকে, তার জন্য এত বড় একটা দেশ নিজেদের সংবিধান সংশোধন করে ফেলেছে!

শুধু তাই না, আরেকটা অভিনব কাজ তারা করলো। ইউরোপে আমার নামে টাকা তুলতো ট্যাক্সম্যানরা। কে কত দেবে তা ট্যাক্সম্যানরাই ঠিক করতো। টাকাকড়ি নিয়ে জনগণ আর ট্যাক্সম্যানদের গোলমাল লেগেই থাকতো। আর, সব রাগ গিয়ে পড়তো আমার উপর। মানুষ যাতে আমাকে অপছন্দ না করে, আমার নামে ডলার-সেন্ট তুলতে গিয়ে ট্যাক্সম্যানদের যাতে ঝগড়াঝাটি না করতে হয় সে জন্যে মার্কিনীরা ঠিক করলো, তাদের দেশে আয়কর হবে সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট। জনগণ নিজেরাই বলবে তার আয় কত, ইন্তুর নামে রাজকোষে কত দিবে। ট্যাক্সম্যানরা হাসিমুখে সেটা মেনে নিবে।

আমি মার্কিনী সমাজে স্থায়ী হয়ে গেলাম। থ্যাঙ্ক য়্যু আমেরিকা। গ্রাশিয়েস।

আমেরিকার সাথে ফরাসীদের বন্ধুত্ব সেই শুরু থেকে। মার্কিন সমাজে আমার থিতু হওয়ার খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর ফ্রান্স আমাকে ডেকে নিলো ১৯১৪ সালে। তার তিন বছর পর মার্কিনীদের কাজিন কানাডা আমাকে নিলো। সালটা ১৯১৭। তারাও শুরু থেকে সেল্ফ অ্যাসেসমেন্টে গেল।

না বলে পারছি না, ম্যাপল লীফের দেশের মানুষগুলো সত্যিই ভালো। শুরু থেকেই তারা আমাকে উষ্ণতা দিয়ে বরণ করেছে। ওদের কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু ।

## অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো . . .

আমার জন্ম যুদ্ধে, বিপ্লবে। অস্বীকার করিনা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যুদ্ধ একদম পছন্দ করি না। আমি বাঁচতে চাই ভালোবাসায়, মমতায়, কল্যাণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা বলি। রাজকোষ শূন্য করে রাজারা অস্ত্র বানালো। কত মানুষ মরলো, পঙ্গু হলো, কাজ হারালো। যুদ্ধের শেষে দেখা গেলো রাস্তাঘাট নেই। ব্রীজ নেই। হাসপাতাল নেই, স্কুল নেই, কারখানা নেই। যুদ্ধ সব নিঃশেষ করেছে। এগুলো আবার বানাতে হবে। টাকা দরকার। আর এ রকম হলে আমার কাছে আসা তো অবধারিত।

তবে, পৃথিবী এবার আমাকে নতুন করে চিনলো। বড়লোকদের সিন্দুকে রাখা টাকা আমার নামে কীভাবে তুলে নিয়ে আসা যায় সেটা আমার বাবা আর হেনরী চাচা সবাইকে শিখিয়ে গেছেন। যুদ্ধের পর দেশে দেশে করের হার বাড়িয়ে দেয়া হলো। ইন্তুর নামে রাজকোষে বেশি বেশি টাকা আসা শুরু হলো। সে টাকায় অভাবী মানুষের জন্য ভাতা হলো, পেনশন হলো। স্কুল, হাসপাতাল হলো। যুদ্ধের দাগ মুছে মানুষের মলিন মুখে মুখ হাসি ফুটছে, আমার তখন কী যে আনন্দ! চারদিকে আমার নামে বন্দনা। যুদ্ধের কর থেকে আমি হয়ে গেলাম কল্যাণের কর। সমতার কর। সবাই বলতে লাগলো, আর সব করের জঞ্জাল সরাও, আয়করই থাক। ইন্তুকে রাখো। ইন্তুই সেরা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না এলে আমার কল্যাণের রূপটি হয়তো মানুষের অজানাই থেকে যেতো। সেদিক থেকে বলতে পারো, যুদ্ধ আমাকে অনেক দিয়েছে। সম্মান, বন্দনা, অনিবার্যতা।

তবুও যুদ্ধ আমি ঘৃণা করি। কী নির্মম গো!

## করগ্রস্থ

মানুষ চন্দ্রগ্রস্থ (lunatic) হয় শুনেছিলাম, কিন্তু করগ্রস্থও যে হয় তা জানলাম হারবার্ট হুভার আর ফ্রেডেরিক রুজেভেল্টকে দেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই চলে এলো ১৯২৯ এর মহামন্দা। কারখানার চাকা থেমে গেল। মানুষের চাকরি গেল। মানুষ হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছে, পাচ্ছে না। আয়-রোজগারহীন ক্ষুধার্ত, বিষন্ন মানুষের নিঃশ্বাসে চারপাশের বাতাস ভারী। মন্দা যত বাড়ছে, রাজকোষে টান পড়ছে ততো বেশি। হারবার্ট হুভার তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। লোকটাকে এমনিতে আমার ভালোই লাগতো। অবশ্য প্রেমে পড়ার মতো কিছু না। মানুষ ভালো, প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে মাইনিং থেকে অনেক টাকা কামিয়েছে; অকাতরে চ্যারিটি করেছে। তবে লোকটার কান্ডজ্ঞান একটু বোধহয় কম ছিলো। না হলে দেখো, তার সময়েই কেন এরকম মহামন্দা হবে? আর দেখো, কর নিয়ে সে কী অদ্ভূদ কান্ড করলো। আগে মানুষ ১০০ ডলার আয় করলে আমার নামে দিতে হতো ২৫ ডলার (তোমরা যাকে বলো ট্যাক্স রেইট)। হোভার বললেন, না, ১০০ ডলার আয় করলে ইন্তুকে দিতে হবে ৬৩ ডলার। ২৫ থেকে একলাফে ৬৩?

একা হুভারকে দোষ দিয়ে কী লাভ? রুজেভেল্টই বা কম কীসে। মন্দা কমানোর জন্য নিউ ডিল পলিসির নামে অকারণে রাস্তাঘাট বানালো, রাতের স্কুল চালু করলো। আরো কত কী? এসব কাজে ডলার লাগে। ও ভর করলো আমার উপর। ১৯৩৭ সালে এসে বললো, কেউ ১০০ ডলার আয় করলে আমাকে দিতে হবে ৭৯ ডলার! অবাক হচ্ছো? তাহলে বাকীটা শোনো। ১৯৪৪ সালে সে বলে দিলো, ১০০ ডলার আয় করলে ইন্তুর ভাগ হবে ৯৪, বাকী ৬ থাকবে আয়কারীর! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছো?

লোকগুলো করগ্রস্থ না তো কী?

### ‘আবার দেখা হলে.. পুরনো কবিতা ফিরিয়ে দেব..’

বলেছি, যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু, আমি না চাইলেও হিটলার, মুসোলিনীরা আসে, যুদ্ধ আসে। যুদ্ধ মানে ঘন ঘন রাজকোষ খালি। টাকার বাড়তি চাহিদা। ট্যাক্সমেনদের ডাকো, অর্থনীতিবিদদের ডাকো, রাজকোষ ভরার নতুন নতুন রাস্তা খোঁজো। তো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪১ সালে এ দায়িত্ব পড়লো মিল্টন ফ্রিডম্যানদের হাতে। এই মিল্টন ছেলেটার অসাধারণ প্রতিভা; নতুন নতুন আইডিয়ায় মাথা গিজ গিজ করে। জানতাম, ও ছেলে একদিন কিছু একটা হবে। পরে দেখো, সাড়া জাড়ানো অর্থনীতিবিদ হলো, ১৯৭৬ সালে অর্থনীতির নোবেল পেয়ে গেলো।

তো, এই মিল্টনরাই ১৯৪২ সালে উৎস কর আদায়ের ফন্দি বের করে সরকারকে দিলো। ওদের বুদ্ধিতেই (কুবুদ্ধি বলাই ভালো) ১৯৪৩ সালের জুন মাসের ৯ তারিখে চালু হয়ে গেলো উৎস কর। ধর, মাসে ১০০ ডলার মাইনে পাও। সারা মাস কাজ করেছো। আজকে বেতন হবে। ১০০ ডলার হাতে পেলে কী কী করবে তার সুখ-চিত্র মনে মনে এঁকে ফেলেছো। বেতন আনতে গেছো, হিসাব শাখার বড়বাবু তোমাকে ৫ ডলারের বিশটি কড়কড়ে নোট গুণতে দিয়ে ছো মেরে টেনে একটা নোট নিয়ে গেলো। বললো, এটা ইন্তর। তুমি তো অবাক। কী অসভ্যতারে বাবা! আয়কর তো সারা বছরের আয়ের উপর হিসেব করে দেয়ার বিষয়। আগে বছর তো শেষ হোক। হিসাব নিকাশ করে দেখি ইন্তর ভাগ কতো। যদি ৫ ডলার হয়, দেবো। কম হলে কম দেবো।

তোমার ভাবনায় কিচ্ছু আসে যায় না। মিল্টনরা ঠিক করেছে, এখন থেকে নতুন নিয়ম চলবে। বছর শেষ হওয়ার আগে, হিসাব নিকাশ শেষ করার আগে ইন্তর ভাগ দিতে হবে।

বিষয়টা তখন আমার একদম ভালো লাগেনি। কি দরকার বাবা, ছেলেপুলে মানুষ, বেতন পেয়েছে, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে একটু মজাটজা করবে। ওখান থেকে আমার নামে ভাগ নেয়ার কী দরকার?

কিন্তু বুঝোইতো, যুদ্ধের বাজার, রাজকোষে টান। আমার কথা কি আর কেউ শুনবে? আজ স্বীকার করি, সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে এই উৎস করই একসময় আমার বড় পরিচয় হয়ে উঠবে।

যহোক, নতুন ব্যবস্থায় ট্যাক্সম্যানরা খুশি। কম কষ্টে রাজকোষে বেশি টাকা দেয়া যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ খুশি না। দোষ সব গিয়ে পড়লো মিল্টনের উপর। এ রকম একটা জঘন্য বিষয় ওর মতো জিনিয়াসের মাথা থেকে কিভাবে বেরোয়?

তোমরা পারো বটে! ১৯৯৫ সালে তার বয়েস যখন ৮৩, তখনও তাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করছো, আর তাকে বলতে হচ্ছে, “ঐ সময় কেন যে মাথায় আসলো উৎস কর ছাড়া চলবে না! এইটা এখন যদি বাতিল করা যেতো!”

বেচারা মিল্টন!

### কজ আই অ্যাম দ্য ট্যাক্সম্যান

ট্যাক্সম্যানরা আমার পরম আত্মীয়। এদেরকে আমার চাইতে ভালো আর কে চিনে? বাইরের অনেকে ভুল বুঝে, কিন্তু এরা আদতে  মানুষ ভালো। মাঝে মধ্যে অবশ্য বোকার মতো দুয়েকটা কাজ করে বসে। এই যেমন ধরো বিটলসদের কথা। গান টান করে খায়। বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষদের জন্য চ্যারিটি করে বেড়ায়। কী দরকার ছিল বাবা এদের কাছে যাওয়ার? তখন আয়করের হার ৯০ হয়ে গেছে। ভেবে দেখো, জর্জ হ্যারিসনকে গিয়ে বলা হচ্ছে, ১০০ পাউন্ড আয় করলে ৯০ পাউন্ড দিয়ে দিতে হবে! ইন্তর নামে। বিটলসদের থাকবে কেবল ১০ পাউন্ড। এটা কিছু হলো? ১০০ এর মধ্যে মাত্র ১০?

বাবা বলতেন, গায়কদের ক্ষেপিও না। স্বয়ং ঈশ্বর এদের পাঠান। জর্জ হ্যারিসনকে ক্ষেপিয়েছো, এবার দেখলে তো। বিটলসদের ‘ট্যাক্সম্যান’ গানটা শুনোনি?

Let me tell you how it will be
There’s one for you, nineteen for me
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman
Should five per cent appear too small
Be thankful I don’t take it all.

কী অপমান রে বাবা!

### রোনাল্ড, প্রিয়তমেষু

কি, কখনো প্রেম হয়েছে কি-না? তা ঠিক হয়ে উঠেনি। তবে ভালো যে কাউকে লাগে নি তা নয়। এই রোনাল্ড রিগ্যানের কথাই ধরো। সুপুরুষ, সাহসী, বুদ্ধিমান। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট হয়ে আসে যখন, তখন ৭০ বছরের টগবগে তরুন। সে সময় আমি সবার কাঁধে ভারী বোঝা হয়ে চেপে আছি। যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছু নেই, তবু ১০০ ডলার আয় করলে তার ৭০ ডলার আমার নামে ট্যাক্সম্যানরা নিয়ে নেয়। আমি কষ্ট পাব বলে মানুষ মুখ ফোটে কিছু বলে না, কিন্তু আমি তাদের দুঃখ বুঝি। চাপা কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়। লজ্জায়, সংকোচে কারো দিকে তাকাতে পারিনা।

অভিনেতারা কি মনের কথা পড়তে পারে? আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার পরই মনে হলো রোনাল্ড আমার কষ্টের কথা জেনে গেছে। দায়িত্বে বসেই সে করের হার ৭০ থেকে ৫০ শতাংশে নামিয়ে ফেললো। চারদিকে নীতিবিদদের কত সতর্কবার্তা, আর্তনাদ! রোনাল্ড অবিচল। ১৯৮৮ সালে সে আরো সাহসী। বললো, ১০০ ডলার আয় করলে এখন থেকে মাত্র ২৮ ডলার দিলেই চলবে। ভেবে দেখো, মাত্র ৭ বছরে করের হার ৭০ থেকে ২৮! যে যাই বলুক, আমি জানি, রোনাল্ড আমার জন্যই এটা করেছে।

আমার খুব আনন্দ হয় যখন শুনি ওর

শাসনকাল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম সেরা সময়। অর্থনীতি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, কর্মসংস্থান হয়েছে, মানুষ আনন্দে থেকেছে।

ভালো থেকো, প্রিয়তম।

## ‘পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে ’ . . .

দেখো কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। আমার মনে আছে, বাবার একদিন হেনরী চাচার সাথে কথা বলা প্রয়োজন। বাবা সময় নিয়ে পোশাক বদলালেন; কোচোয়ান আসলো, ঘোড়ার গাড়ি আসলো, বাবা গাড়িতে চড়ে চাচার ওখানে গিয়ে কথা বলে আসলেন। কত আয়োজন, কত প্রস্তুতি, কত সময়! আর এখন? ঘরে বসে মোবাইল ফোনেই আলাপ সেরে নেয়া যায়। ভিডিও কলে, কনফারেন্সিং প্রযুক্তিতে আরও কতজনকে সেই আলাপে সামিল করা যায়।

ইন্তর পৃথিবীও কত বদলে গেলো দেখ। আগে ট্যাক্সের ফাঁকি ধরার জন্য এখানে সেখানে খোঁজ নিতে হতো, এর তার কাছে চিঠি দিয়ে, কত কায়দা কানুন করে তথ্য আনতে হতো। এখন ট্যাক্সম্যানরা নিজের অফিসে বসে তথ্য পেয়ে যায়। কে কোন সুপারশপে শপিং করলো, কত টাকা দিয়ে কী কী কিনলো, বেড়াতে গিয়ে কোন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কোথায় কী খরচ করলো, কোন ব্যাংকে কত রাখলো, কত তুললো, কোথায় কোন অ্যাপার্টমেন্ট কিনলো, গাড়ি কিনলো, এসব তথ্য জানার জন্য এখন আর ট্যাক্সমানদেরকে বাইরে যেতে হচ্ছে না। অফিসে বসে বিভিন্ন সিস্টেমে, ডেটাবেইজে ঢুকে দরকারী তথ্য নিয়ে নিচ্ছে। সেটা দিয়ে ফাঁকি ধরছে, অডিট করছে।

আগে কাগজের রিটার্নে হাতে লিখে সবাই জমা দিতো। এখন ঘরে বসে অনলাইনে রিটার্ন দেয়া যায়। অনেক দেশ নাকি রিটার্নই রাখবে না। বিভিন্ন ডেটাবেইজ থেকে মানুষের আয়-সম্পদের যদি তথ্য অটোমেটিক পাওয়া যায়, ট্যাক্স বিভাগের কম্পিউটার সিস্টেমই তো রিটার্ন বানিয়ে দিতে পারে। ট্যাক্স দিতে হবে? ব্যাংক থেকে সরাসরি রাজকোষে টাকা চলে যাবে। ট্যাক্স বেশি দেয়া গেছে? রাজকোষ থেকে ব্যাংকে রিফান্ড চলে যাবে।

## নেটিজেনদের পৃথিবী . . .

রোম, এথেন্স, ব্যাবিলন, সুমের, এসব নগরের কত গল্প ছোটবেলায় পড়েছি। নগরের সিংহদরজায় রক্ষী থাকতো, কোতোয়াল থাকতো। আলাদা কতো কতো সিটি ছিলো, তাদের সিটিজেন ছিলো। এক সিটির সিটিজেন আরেক সিটিতে ঢুকতে চাইলে কতো নিয়ম, কতো বাধা। কতো কী লাগতো!

ইন্টারনেটের যুগে দেখ সব কেমন পাল্টে গেল। সব সিটি অদৃশ্য করে ইন্টারনেট নিজেই হয়ে গেলে বিপুলা ভার্চুয়াল এক জগত। তোমরা সবাই এখন সেই জগতের সিটিজেন: নেটিজেন।

নেটিজেনরা সবাই সবার সাথে বাধাহীন যোগাযোগ করতে পারো। লেনদেন করতে পারো।

নিজের বড় বাড়ি নেই? অফিস করার জায়গা নেই? গাড়ি নেই? রাইড শেয়ারিং, স্পেইস শেয়ারিংয়ে যাও। কিছু টাকা খরচ করে আরেকজনের বাড়ি, অফিস স্পেইস ব্যবহার করো। আরেকজনের গাড়ি চালিয়ে আস।

দামী ঘড়ি কেনার টাকা নেই? জুয়েলারি, পোশাক না কিনেই পরতে চাও? P2P renting আছে।

ডলি প্যাট্রন এর দারুণ ভক্ত আমি। ওঁর ‘নাইন টু ফাইভ’ কতবার শুনেছি। এখনও মাঝে মধ্যে গুণগুণ করে গাই:

Tumble out of bed/And stumble to the kitchen...
Jump in the shower/ And the blood starts pumpin’
Out on the streets, the traffic starts jumpin’
For folks like me on the job from 9 to 5
Workin’ 9 to 5/ What a way to make a livin’
Barely gettin’ by/It’s all takin’ and no givin’.

ডলি নিশ্চয়ই এখন খুশি। Gig Economy এর যুগে এখন নাইন টু ফাইভ নিয়ে কে ভাবে? যখন খুশি কাজ করো, যখন খুশি ছুটি নাও। অনলাইন মার্কেটপ্লেইসে হাজার কাজ পড়ে আছে। ফ্রিল্যান্সিং, সাইড হাসলিং, স্থায়ী পার্ট টাইমিং, কত অপশন!

কিছু কেনা লাগবে? সাইবার জগত ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেইসে গিজগিজ করছে। অনলাইনে অর্ডার দাও, ঘরে বসেই সব পেয়ে যাবে।

ব্যবসা করতে চাও? মোবাইল ফোনকে অফিস বানিয়ে, ঠিকানা বানিয়ে লেনদেন কর, অর্ডার দাও। ভাউচার, ইনভেন্টরি, হিসাবপত্র রাখতে হবে? অনলাইনে রেখে দাও।

ট্যাক্সম্যান বন্ধুদের কথা ভেবে আমার চিন্তা হয়। নেটিজেনদের ভার্চুয়াল যুগে এই যে সব কিছু বদলে যাচ্ছে, প্রচলিত ব্যবস্থা সব অচেনা হয়ে যাচ্ছে, ট্যাক্সম্যানরা কুলিয়ে উঠবে তো? করদাতাদের খুঁজে পাবে তো! আয়ের হিসাব করতে পারবে তো ঠিকমতো?

ইন্ত হারিয়ে যাবে না তো?

## ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে . . .

কতটা পথ পাড়ি দিয়ে এলাম; কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কত জীবন ছুঁয়েছি! অবহেলা, নির্মমতা দেখেছি। ভালোবাসা আর মমতাও দেখেছি ঢের। তোমাদের প্রতি আমার আজন্মের ঋণ। আমাকে দু’হাত ভরে দিয়েছো। আর কিছু চাই না গো।

শুধু চাই, আমাকে তোমাদের ভালোবাসায় ভরে রাখো।

---

*লেখক: অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-০৪, ঢাকা।*

REQUIREMENTS
RULES
STANDARDS
LAW
COMPLIANCE
GOVERNANCE
POLICIES
TRANSPARENCY
REGULATIONS

# Audit: A Tools for Compliances and Revenue Performance

**Kazi Muhammad Ziauddin** FCMA

## Abstract:

Tax compliance commonly refers to the degree to which an individual or an organization complies with tax laws and regulations. Compliance is an independent generic term for any tax law of direct or indirect category. This is why in this writing the word 'tax' is used instead of clearly mentions of VAT or Income Tax. Government of any country faces hurdles to ensure compliance and takes numerous measures to curb tax evasion. Audit is an important tax compliance tools that should be intuitive for taxpayers as long as the relevant tax laws and regulations. However, this is not the case in reality. Compliance with tax obligations is not that simple or straightforward. Many factors can affect an individual or an organization in complying with their tax management and culture. If Audit is not reasonably effective, Tax administration will be ineffective. Tax administration always concerned with the series of links and tasks making up a chain. If enforcement systems such as the identification of non-filers and the control of delinquent taxpayers (the collection target performance) work effectively, then extra efforts in audit takes less importance in the field level offices. But the scenario is not that easy, and targeting tax collections stay most time far reach. To minimize the gap between the tax reported by taxpayers and the statutory tax, an adequate audit plan should be implemented. This plan should provide for broad audit coverage of taxpayers, different economic activities and taxpayers classified according to amount of turnover.

## Introduction

Taxation has always been a fundamental topic in socio-political economy because it is one of all states' main operations and a prerequisite for every planning and development work Most importantly, taxation is a major source of government revenue and tax proceeds are used by the government to render their traditional functions such as-provision of good roads, maintenance of law and order, defense, security, regulation of trade and business to ensure social and economic stability. To foster economic growth and development governments need sustainable sources of funding for social programs and public investments. Programs providing health, education, infrastructure and other services are important to achieve the common goal of a prosperous, functional and orderly society. And they require that governments raise revenues. Taxation not only pays for public goods and services; it is also a key ingredient in the social contract between citizens and the economy. How taxes are raised and spent can determine the performance of the Revenue Department. Holding governments accountable encourages the effective administration of tax revenues and, more widely, good public financial management. All governments need revenue, but the challenge is to carefully choose not only the level of tax rates but also the tax base. Governments also need to design a tax compliance system that will not discourage taxpayers from participating. It's in deed paradoxical to the policy people, to set a balance break point of tax rates, nets, enforcements and revenue collections. Ultimately a big statistical pressure of revenue collections trigger enforcements a big priority, eventually keeps dependability on Audit.

## Auditing: A strategic tool to unearth tax avoidance and ensure healthy tax culture

Every tax revenue source, especially the volatile ones, should be followed up regularly an organized and advanced degree of tax auditing. A tax audit determines an accurate and reasonable view of the business records for tax purposes. Under VAT rules and regulations, the tax auditor is responsible for confirming that the reported amount is accurate, any tax gap or other type of misappropriation if any happen. Another use of a tax audit is to ensure voluntary compliance with tax rules and proclamations, as well as a higher tax compliance rate in the Self-Assessment System in both direct and indirect tax department.

However, different literature has explored the interaction between VAT audit and tax revenue performance. Regarding the impacts of VAT audit on tax revenue performance, some researches indicate positive or negative outcomes. VAT audit has a positive and significant impact on tax revenue performance. Because Tax culture, tax education and tendency to tax avoidance causes vital roles, most of the time main culprits to less collection of Tax. VAT audits, on the other hand, have a negative impact unless the combined effect of the probability of audit detections and the number of audited files outweighs the individual effect in terms of taxpayer compliance. Audit is always been encouraged to find out the gap in applying law, regulations and directions from NBR, especially in Goods manufacturing category who can claims more refund and the entities of withholding taxes.

Tax collection trends are not very steady always due to economic turmoil and day by day in audit functions and other ways, indicating that more needs to be performed to maximize tax revenue collection performance. Tax collection issues include VAT knowledge (tax education), improper use of electronic fiscal devices or a lack of tax technology, tax evasion, tax audit, and enforcement plays a determinant role to execute proper Revenue management in the country. Tax audits play an important role in ensuring tax compliance. Nonetheless, a tax audit is one of the most sensitive interactions between a taxpayer and a tax authority. It imposes a burden on a taxpayer to a greater or lesser extent depending on the number and type of interactions (field visit by the auditor or office visit by the taxpayer) and the level of documentation requested by the auditor. It is therefore essential that the right legal framework is in place to ensure integrity in the way tax authorities carry out audits.

A risk-based approach takes into consideration different aspects of a business such as historical compliance, industry and firm-specific characteristics, debt-credit ratios for VAT-registered businesses and the size of a business in order to better assess which businesses are most prone to tax evasion. One study showed that data-mining techniques for auditing, regardless of the technique, captured more noncompliant taxpayers than random audits.

## Concepts and Definition of Tax

A tax is a mandatory levy imposed by government authority for which nothing is reimbursed and received and utilized for public investment. Many literature indicates that tax has different concepts and contextual definitions; therefore, the amount levied by the government on taxpayers or a company's profit or on commodities to fund government spending. In addition, VAT is collected at every step of the manufacturing and supplying process, but all taxes paid on purchased materials are promptly returned. On top of these explanations, VAT is a consumption tax levied on practically all products and services supplied or consumed .In Bangladesh VAT is the vital parts of taxes, it becomes a significant revenue source subject to correctly executed a tax audit.

## Typical Forms of Tax Noncompliance: Bangladesh Context

There must be clear guidelines to deter tax non-compliance and a specific amount of resources should be allocated to combat each type of tax noncompliance. The most typical forms of tax noncompliance are discussed below.

### Tax Fraud

Tax defrauders are taxpayers who engage in fraud, such as altering or counterfeiting documents. Thus, their actions go beyond tax violations and fall into the realm of crime. Fraud should be punished even if there is no loss of revenue. To combat fraud, special programs to audit a small number of cases should be carried out. Taxpayers audited should be those for whom preliminary checks reveal the possibility of fraud.

### Underreporting

A different strategy should be used to deal with taxpayers who underreport the tax due but do not commit fraud. In our country case, service sectors mainly contribute VAT from their sales and bills amount. Food Industry also pays VAT without taking so much rebates and adjustments.

### Avoidance

Tax avoidance is practiced by taxpayers who take advantage of loopholes in tax laws to underreport their tax, that is, those who take advantage of circumstances that are not clearly defined in the law or can bear different interpretations. Special audit programs must be implemented to detect tax avoidance. Once a particular form of avoidance is detected, the problem can be countered by modifying the tax statutes and their interpretation.

## Types of VAT Audit

The terminology of tax administration varies widely around the world, and it may be useful to clarify what is and what is not meant by the term VAT audit. In the course of its compliance work, the VAT administration comes into contact with a taxpayer in a number of situations.

### *The Advisory Visit*

This contact should be regarded primarily as a part of taxpayer education. At the stage when a VAT is introduced, this visit takes place as soon as possible after the taxpayer has registered, and preferably before the VAT implementation date. When the VAT is in full operation, this visit would take place as soon as possible after a new taxpayer has commenced business, and may well be associated with other start-up activities of the tax or VAT department. This initial visit serves two purposes: (1) to educate the taxpayer about his obligations and to ensure that his records, etc., are adequate; (2) to gather some basic information that may help the administration in its future dealings with the taxpayer. This visit is not considered as a VAT audit, rather it may help the Taxman to project about the future growth of the business.

### *Desk Audit*

Some administrations describe a desk or an office audit as checking the return and commercial documents for arithmetic accuracy, calculating ratios from the return data and checking for completeness, and so on. It is conducted in the tax or VAT office without noticing the taxpayer. This activity is essentially clerical and is best automated as far as possible, for example, by having all arithmetic checks and comparisons made within the computer system when the return is processed. Even in case of physical papers submitted to the circle office, a cross verifications may happen with import or local data.

### *VAT Audit*

This type of audit, also known as a verification audit, control audit, or routine control audit, is the main subject of this chapter. It differs from the income tax audit in that it is usually less complex and less extensive. It is generally a check of selected aspects (see below for details) of the taxpayers' records; its goal is to minimize evasion through frequent control checks so that evasion can be quickly identified and penalized.

### *Investigation of Fraud*

This refers to the in-depth investigation of taxpayers generally conducted after a VAT audit has indicated the likelihood of fraud. It is similar to an income tax fraud investigation, and there are good reasons for combining the two activities, since a taxpayer committing fraud in one tax will almost certainly be evading the other.

### *Preventive Works*

Besides allocating resources to combat tax non-compliance, preventive programs should be carried out to convince taxpayers that evasion is not as easy they think while run the business. Preventive audit programs should be drawn up to let taxpayers know about the information available to the tax administration regarding certain transactions, such as imports, purchases, and sales or even no prior data but had a risk based perceived criteria of the taxpayers psychology. In this case, the purpose of the visit, or of a notice sent by mail, is to make clear to the taxpayer that the administration has data that will be compared with the returns received to detect any inconsistencies. In so many instances, a sudden visit may occur to catch the unscrupulous taxpayer, and combat hiding of tax documents.

## Main Features of a successful VAT Audit

(1) Taxpayers are selected for audit on the probability that they will be evading tax.

(2) The frequency of a VAT audit is far greater than is customary for income tax.

(3) The scope of a VAT audit is quite different from that of an income tax audit. The VAT audits consist primarily of short, verification visits to detect evasion. They are not intended to be a complete financial audit. Though VAT Audit most of the time exhausts a partial searching of expenditures base in the Financial Statement.

(4) Fraud investigations are conducted by specially trained auditors.

(5) The one of the main objectives of the Auditor is to enhance voluntary compliance and educate properly to apply all sorts of legal provisions, rules and interpretations-thereby create a good corporate governance plateau.

(6) Selectivity, Criteria, timing, Reporting and Audit task must be governed by a predetermined set principle. It should be objective based, rather not so many subjective issues.

## Main steps in a VAT audit

In Our country context the framework of audit takes so much initiates by Central Intelligence of NBR, Investigations Department of VAT and field level Commissionerates team engage in Audit whole the year. The criteria and overall selectivity, strategy varied in different directions. But in most cases, an audit order is given by the Commissioner ordered an audit team and time bound to give a report. The team then seeks hundreds of documents to units within a certain period to accomplish the tasks. In the following points some of the important jobs start in most the audits under purview of NBR and filed offices.

(1) Financial records such as invoices, work sheets, and banking. Clearly there should be a very close relationship between the total value of invoices issued, the periodic summary of sales in a VAT work sheet, banking, and the output tax data shown in the VAT return. The checks should confirm that there are no missing invoices and that sales have been properly classified into taxable, exempt, and zero rated. If there is a material discrepancy between any of these, the reason should be established by discussion with the taxpayer, by making further checks of the business records, and, if necessary, by interviewing suppliers or customers. An unexplained discrepancy between any of the above records may be the result of innocent error or fraud. Similar matching will be required in relation to credits claimed for inputs. For this, the comparison will be between the invoices held for a specific period, the work sheet summaries, checks written, records of cash expenses, and credits claimed in the return.

(2) External information such as customs documentation and documentation held by customers and suppliers. Information gathered from the customs department can assist in the independent verification of the data in a taxpayer’s return. Checks of bill of entry documents could help to identify excess input credit claims or possibly indicate an undisclosed business activity.

(3) Physical records including units of production, inventory, and material use data. A review of the physical aspects of the

business could be made for two reasons. First, a quick check of the premises, nature of machines, capacity etc., may indicate the types of purchases and sales that should be expected and may give some clue about the size of the business. More detailed calculations of estimated sales and purchases might be needed if there are no financial records or if an apparent discrepancy must be explained. The types of comparisons that can be made will vary widely among different kinds of businesses, but could include estimating sales, purchases, or value added on the basis of the production capacity of machinery, raw material and electricity usage, transport and cartage documents and costs, number of employees, salaries paid, utility bills data, interest paid, rent, area of factory premises, and licensing data or production returns held by other government departments.

(4) Some administrations collect sample invoices from customers and suppliers. This procedure extracts details from a small selection of doubtful invoices during an audit and posts them under the name of the other taxpayer to the transaction pending his audit. Invoices issued by a taxpayer can ultimately be checked to verify the input credit claims of the customer, while those received by a taxpayer should be reflected in his supplier's output tax calculation. However, such sample invoices are only a minor part of the audit and could be classified as contributing to the information, thereby better understanding of the auditor.

(5) The filing of amended (corrected) returns in which the taxpayer admits his errors or omissions as detected by audit should be encouraged. Because they are filed by the taxpayer himself, amended returns are not subject to costly and time-consuming appeals procedures. Even if the taxpayer is unwilling to acknowledge the full amount of tax the administration says he owes, in some cases it is preferable to accept "voluntary" amended returns in which the taxpayer agrees to pay a portion of the tax due than to make an official assessment for the full tax that the administration believes was omitted. Official assessments generally give rise to appeals, so it is preferable to reach a settlement to avoid judicial proceedings.

## Audit Methodology

The precise nature of the checks made during audit will vary, depending on the nature of the VAT law. However, the basic procedures will be almost the same and a typical audit is likely to involve the following:

(1) A check of all third-party data held in the office under the taxpayer's name against his accounting records. This could include information culled from other audits, income tax, import data, or information collected from customers or associates. The data may also include copies of VAT invoices obtained from audits of other taxpayers. In our country perspective taxpayers naturally try to subside invoices, records and related party information to avoid tax and thereby creates negative chain effects.

(2) A review of the accounting records for the selected return period and/or other aspects of the business to ensure that they are adequate and to identify possible weaknesses for further examination. Internal control procedures require particular attention. That means taxpayers records keeping procedure –authorization and validation may substantiate the accuracy and neutrality of the outcome. More internal control ensure better compliance.

(3) Confirmation of the arithmetical accuracy of input and output tax calculations, tracing from the return back to work sheets and the accounting records. A sample check of source documents supporting both input and output tax calculations (bank statements, invoices, deposit slips, till tapes, etc.).

(4) A comparison of external data held (such as payment schedules from customers) with books of account and returns.

(5) A check on exceptional items such as the preparation of self-supply invoices and second-hand goods credits.

(6) Audit of turnover – random checks of invoices and receipts; correct application of the different tax rates; and comparison between VAT returns and accounts;

(7) Audit of input tax deductions – for example, are the input tax deductions calculated by the taxable individual correct? Is

the corresponding evidence available (formal and substantive proof)? Have any necessary corrections to the input tax or to events related to own use information been deducted and reported correctly?

(8) Audit of specific elements and tax-generating events such as exchanges of services with related persons, services that have not been formally justified, change of use, mixed use, advance payments, contracts, nature of service, payment details etc.

(9) A check of invoices for input credits claimed on private purchases.

(10) Verification that exempt and zero-rated goods have been correctly accounted for.

(11) Checks should be made on deviations from the standard business operating ratios (e.g., input: output, exempt: taxable sales) and to establish any reasons for significant departures from industry standards.

(12) Sample checks can be made from purchase invoices to inventories, and the reasonableness of the latest inventory can be assessed in the light of recent purchase and sales data.

(13) Production records should be reviewed as an aid to assessing the validity of raw material input credits and output tax liability.

(14) Quantify any discrepancies, ensure that any evidence held and any explanations are recorded, assess whether there are any indications of fraud, and prepare report for supervisor.

## Selection Criteria

The following taxpayers, meanwhile, are selected as priority cases for a VAT audit:

1. Taxpayers whose VAT compliance is below the established industry benchmarks;
2. Taxpayers with zero-rated and/or exempt sales due to availment of tax incentives or exemptions;
3. Taxpayers engaged in business where 80%, more or less, of their transactions are on a cash basis and whose purchases of goods and services do not generate a substantial amount of input tax, such as restaurants, remittance/ payment centers, etc.;
4. Taxpayers with VATable transactions which were subjected to expanded withholding tax but with no VAT remittance;
5. Taxpayers who failed to remit/declare VAT due from purchase of services from non-resident aliens;
6. Taxpayers who fail to declare gross sales/receipts subjected to VAT withholding on purchases of goods/services with waiver of privilege to claim input tax credit;
7. Taxpayers whose gross sales/receipts per income tax returns are greater than gross sales/receipts declared per VAT returns;
8. Taxpayers filing percentage tax returns whose gross sales/receipts exceed the VAT threshold;
9. Taxpayers whose raw materials id fully import based.
10. Taxpayers who supply on the basis of work order or bid; arrangement.
11. The turnover of taxpayer diminishing every months.;
12. Commercial importer who does not maintain proper books and records.;
13. The organization, claims more refund all time.;
14. The organization which issues more Debit note and Credit notes.;
15. The Registered person who collects raw materials from open market.

## Recommendations: some observations

Last one decade, a challenging tax target create a big concern to the tax administration towards greater importance in Compliance. Audit and other preventive tools, also investigation in this regard works tremendous to reach targets of NBR revenue. Growing digital platform in VAT and other tax systems may incorporate Audit Module software in the central system server. To maximize the effect of audits, a case selection system should be developed make the audit easy taking into account the following:

### *Streamline Audit Workflows*

Integrated document control manages all audit-related records and documents to simplify record keeping, task workflow and approvals while comprehensive audit logs ensure your organization is always audit-ready.

### *Audit Management Software*

Audit Management software simplifies compliance and ensures organization is always ready for an internal or external audit.

- Simplify compliance for all operating jurisdictions
- Centralize record keeping and be "always-audit-ready"
- Standard forms, checklists and documents streamline.
- Stay in standard compliance.

### *Key benefits of Audit Management Software*

Audit Software provides tools to ensure that all auditing activities are documented in one place. It also allows the user to set up and schedule audit activities, upload audit agendas, audit schedules, and relevant documented information needed for the audit to be completed, all within the software. Notices of audit dates are sent to the proper parties via the in-software email system.

### *Why does Audit Management Software matter?*

*Audit Software allows the user to manage all audit functions within one single platform. It saves time and makes the process more efficient and effective by having all audit-related documents and schedules controlled in the Software. The audit software is the ideal tool for managing audits for an organization, from audit scheduling, auditor selection to loading agendas and checklists.*

### *Audit Support Systems*

Systems should be developed to support tax auditors in conducting field audits. For example, when a tax auditor visits a taxpayer he should have with him a computer printout containing data from the returns filed by the taxpayer.

### *VAT Summary Records*

VAT summary records should be computer printed and contain the data furnished by the taxpayer on his return. Tax auditors should conduct the audit using the information on these records. To guide the auditors' work, the computer should indicate on the summary records the existence of any errors, such as arithmetical errors.

### *Audit Staff*

VAT auditors do not need to be qualified accountants. However, they do need to have a basic knowledge of accounting, be fully trained in the interpretation of the VAT law, Income Tax law and be able to deal tactfully with taxpayers.

### *Evaluation of Audit*

The effectiveness of audit should not be measured in terms of its direct revenue yield—that is, the amount of additional tax assessed—but the extent to which audit contributes to better tax compliance. Judging the effectiveness of audit by the amount of additional tax assessments is similar to evaluating traffic authorities by the fines collected from drivers. The basic objective of tax administration is to maximize voluntary compliance, that is, to minimize noncompliance. In this regard, a highly visible revenue agent may be the most effective way of ensuring compliance with the law, even if it does not directly yield additional revenue. Because good compliance attitude helps building sound tax management environment in the long run.

---

*The writer works as Additional Commissioner, Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (West) & Council Member of ICMAB.*

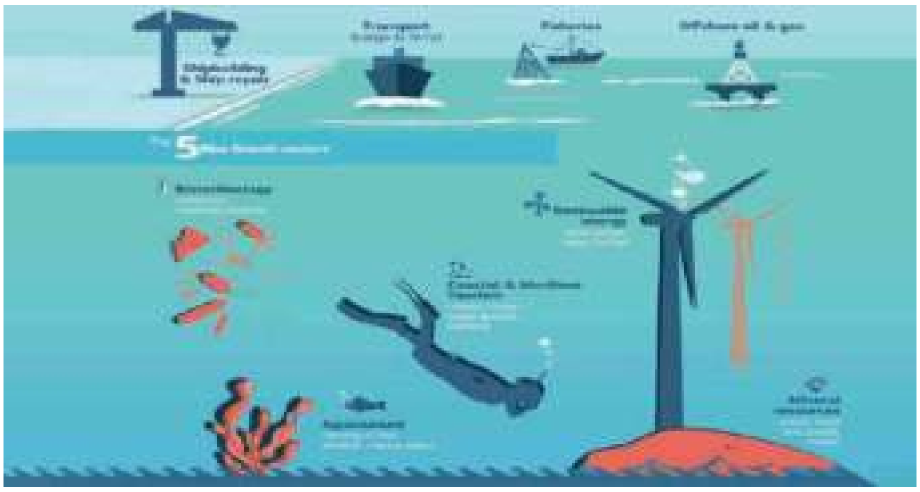

# Revenue Opportunities and Challenges of Blue Economy in Bangladesh

## Monalisa Shahreen Sushmita

The **"blue economy"** is an idea that encourages environmental sustainability through greater prosperity, greater social inclusion and the preservation or enhancement of existing lifestyles and livelihoods. Professor Gunter Pauli initially presented the idea of a "Blue Economy" in 1994. Media attention was brought to the Rio+20 Conference for the first time in 2012. Unfortunately, the phrase "Blue Economy" is often used without context in Bangladesh, leading many to believe that all of Bangladesh's economic activity takes place in or around the ocean. While the phrase "Blue Economy" is sometimes used to refer to many forms of marine economic activity, it does not include all oceanic economic pursuits. The concept of "blue economy" is one that is focused on the ocean. There are 26 different economic activities that contribute to the Blue Economy. The fishing, shipping, energy, tourist, coast guard, and surveillance businesses are all dependent on the sea. Many individuals do not have the financial means to fully engage in the widespread trend of "green living," which includes practices like purchasing organic food and using different forms of renewable energy. This is where the concept of the "Blue Economy" comes in.

Oceans cover 72% of Earth's surface and are home to more than 95% of its life. The seas, the first place where life appeared on Earth, are essential to the survival of all other forms of life by producing oxygen, absorbing carbon dioxide, recycling nutrients, and regulating global temperatures. Because they facilitate the movement of 80 percent of all worldwide trade and provide food and money for billions of people, the seas are essential to their existence. Marine and coastal ecosystems are also valuable resources for the rapidly growing industry of ecotourism, which has a significant impact on the global economy. The ocean bottom is the source of 32% of the world's hydrocarbons, yet exploration has only just begun. New opportunities for marine resource development are opening up in many different fields as a result of technological advancements. Many forms of renewable "blue energy," such as wind, wave, tidal, thermal, and biomass, may be extracted from the ocean.

The Blue Economy considers the world's oceans and seas to be "Development Spaces" that can be used for a wide range of activities, such as conservation, sustainable use of living resources, extraction of oil and mineral wealth, bio-prospecting, generation of sustainable energy, maritime transportation, and more. Fishing, aquaculture, habitat preservation, and pollution prevention goals throughout the globe need to be shown to be making actual, verifiable progress. To strike this delicate balance, it will be necessary to bring together the public and commercial sectors, secure funding, and instigate strong ocean governance.

There is a lack of awareness about the blue economy in Bangladesh before the revolutionary decision established through the maritime border issue between Myanmar and India. Based on the majority ruling, Bangladesh may now claim sovereignty over all assets, both living and nonliving, within 200 nautical miles of the Bay of Bengal's shore. Just like the agreement reached with India on July 7th, 2014. Bangladesh is the world's 44th biggest economy and depends heavily on maritime trade to expand. Its GDP is $ 130 billion. On September 1st, 2014, at a global workshop on the blue economy in Dhaka, Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina emphasized the importance of blue economy by saying that it could open up a new path for the progress of a coastal nation like Bangladesh by easing the way for marine-based economic activities and the management of the ocean and its assets. Ninety percent of the country's trade now takes place on the high seas.

As a result of the marine agreement, Bangladesh has gained land and an expanded economic zone. The suit's resolution has unlocked tremendous opportunities for our nation, and many ongoing talks center on honing the processes by which to make the most of our burgeoning ocean economy. The region under dispute spans about 1,188,13 square kilometers of sea, including 200 nautical miles across the large range. The Bay of Bengal has enormous potential as the Blue Economy develops. Bangladesh has the opportunity to develop a number of ocean-based sectors, including oil and gas exploration, fishing, shipbuilding, shipbreaking, salt gathering, tourism, and more. The world has been impacted severely by food, fuel, natural, economic, and currency crises. Blue economies may carefully develop agreements to address these issues. It offers a fresh perspective on what may be achieved in the real world economy. Given the importance of the blue economy to the United States economy, we can't afford to disregard it. This is due to the fact that the ocean accounts for more than 70% of Earth's surface and is responsible for 90% of international commerce. Our nation's achievement in protecting a sizable maritime border. It has allowed for significant advances in the search for minerals under the ocean's surface. Both living and nonliving organisms may be found in abundance in the ocean's water column and on the bottom. However, there is a shortage of skilled laborers who can evaluate the assets' availability and do the required analysis. It is possible to rapidly increase the number of qualified oceanographers in Bangladesh by introducing training programs from other countries.

From the very beginning of the UNCED process, it has been acknowledged that Agenda 21 and the Johannesburg Plan are crucial to achieving sustainable development, and this recognition has been reaffirmed and highlighted during the Rio+20 Conference. Present efforts to guarantee sustainable developments are inadequate as shown by the destruction of marine and coastal ecosystems as a consequence of current exploitation patterns. But in 2012 with Myanmar and in 2014 with India, maritime boundary conflicts were settled, clearly outlining the area within Bangladeshi jurisdiction. Given that it is now almost as large as the country itself, the government has made it a top priority to put that land to good use in growing the economy. The government has adopted the growing notion of a blue economy to direct the expansion of ocean space, which seeks to strike a balance between the success of ocean-related companies and the welfare of marine ecosystems.

The planning documents such as the 8th Five-Year Plan  Plan The recently concluded Seventh Five-Year Plan places a premium--- on this idea (2021-201515-2020). See the 8th Five Year Plan...These ocean goals were established with an awareness of environmental deterioration brought on by land-based economic expansion. The economic toll of air pollution caused by rapid urbanization in Bangladesh is estimated to be about one percent of GDP.

The "blue economy" is an idea that encourages environmental sustainability via more prosperity, greater social inclusion, and the preservation or enhancement of current ways of life and means of subsistence. The land area of Bangladesh is 148,460 km2, whereas the water area is merely 18,290 km2. Bangladesh's maritime boundaries include a 12-mile territorial sea, an 18-mile adjacent sea, and a 200-mile EEZ. Even though the Bay of Bengal has served Bangladesh's domestic and international trade and shipping for centuries, there is still a great deal to learn about and exploit in this sea region.

The prospects for the Blue Economy have increased in light of this circumstance and the opportunities presented by contemporary technology. Because of the population and economic importance of the ocean to Bangladesh, the Blue Economy is well suited to the nation. If we are serious about achieving sustainable development in our nation, we will need to plan carefully and implement suitable policies in order to reap the benefits of the blue economy.

The phrase "blue economy" is used to describe the strategy of making use of marine resources to improve both environmental security and economic growth. Including all economic exercises at sea, in port, and along the shore. It is 's the lifeblood of international trade and business, as well as oceanographic exploration and other related fields of study. Utilizing the ocean's resources is beneficial on both a global and national basis. An abundance of scarcity is intended as a result of this economic system. Two-thirds of the planet is water, including the riverine nation of Bangladesh. Therefore, the blue economy may play a major role in boosting GDP and quality of life. The notion of a "Blue Economy" was debated during the RIO + 20 United Nations (UN) Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil in June 2012. When compared to other environments, the ocean's efficiency is unrivaled. Several nations are now making efforts to guarantee the most efficient use of marine resources for future prosperity.

The Bay of Bengal's fisheries and other mineral endowments have significant potential for boosting Bangladesh's economy which will increase the potential revenue sources. Marine seafood is one of Bangladesh's most valuable exports. Due to the blue economy, using water resources and overseeing the oceans is now considered normal practices. Private sector investment and entrepreneurial activity, from huge, vertically integrated firms to small, family-run fisheries, are the true drivers of economic growth. Governments may set up legal, regulatory, and administrative frameworks and incentives. The current framework within which the private sector operates, irrespective of its size, has to be reevaluated to ensure that all communities reap the benefits of sustainable development. A commitment to "urge the private sector to contribute to decent employment for everyone and job creation for both women and men, and notably for the young" was made by the international community in the Rio+20 result papers, The Future We Want. Achieving this objective is impossible without laws that require more environmentally friendly manufacturing and consumption habits. In order to aid legislators in formalizing these objectives for private sector growth and equal incentives, several well-established methods have been developed.

To emphasize the sector's ability to reduce poverty, boost food and nutrition security, fight climate change, and build thriving communities, the approach concentrated on Blue Economy principles, values, and norms. To achieve its goals of sustaining a stable, thriving maritime economy and healthy marine ecosystems, a Blue Economy must protect, develop, and employ marine and coastal ecosystems, as well as all oceanic resources and services, in harmony. If ocean-centric enterprises are to thrive over the long term, particularly if their aim is to enhance people's quality of life, governments and stakeholders must work together on the Blue Economy on the basis of mutual trust and respect, fair reciprocal benefit, and benefit sharing. Bangladesh in particular, would need to make adjustments to its legal, regulatory, administrative, and governance framework(s) in order to make a smooth transition to a Blue Economy.

In light of the recent maritime dispute agreement with India and Myanmar, Bangladesh now controls a substantial area of the Bay of Bengal. These days, Bangladesh has all the ingredients and scope to explore new avenue of revenue sources and increase national earnings. It’s a opportunity for Bangladesh to become a successful blue economy nation.

---

*The Writer is Joint Commissioner of Taxes*

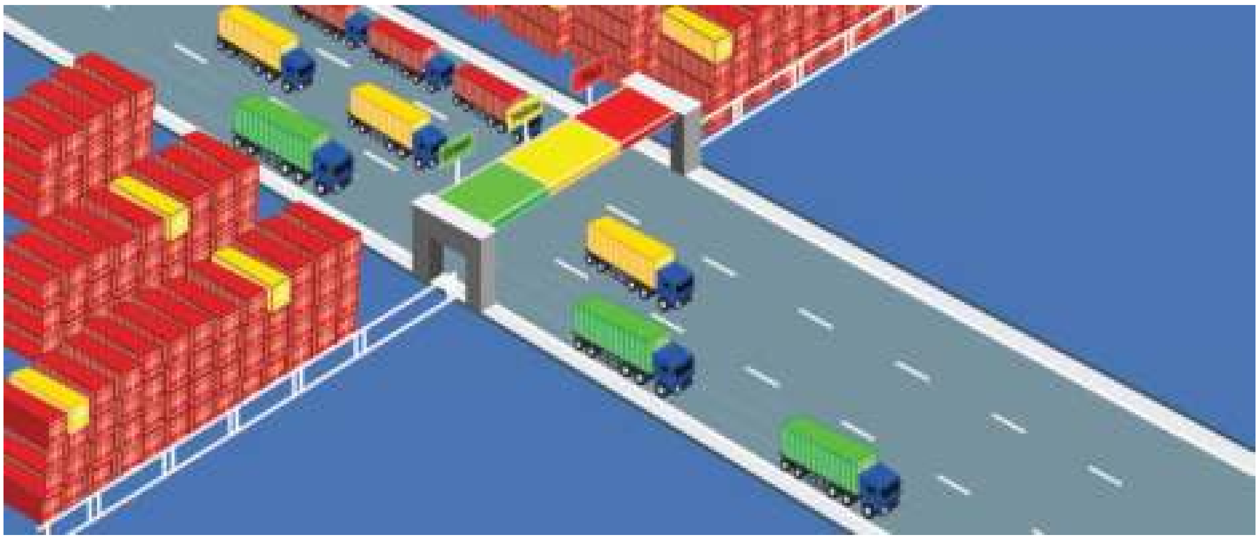

# আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় ভ্রান্তি

**আ আ ম আমীমুল ইহসান খান**

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতিপয় স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যার মোট পদক্ষেপ বা measure সংখ্যা ৩৭ টি। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে TFA অনুসমর্থন (ratification) করেছে। আর এই TFA'র একটি অনন্য measure হলো Risk Management বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Article 7.4)।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি-নিরূপণ ভিত্তিক পণ্যচালান (consignment) খালাস ব্যবস্থা যা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণপূর্বক উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন পণ্যচালান শনাক্ত করে কায়িক পরীক্ষণে (physical examination) প্রেরণ এবং নিম্ন-ঝুঁকি সম্পন্ন চালান কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই কিংবা ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত খালাস নিশ্চিত করে। World Customs Organization (WCO) এর মতে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম। এটি প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগ যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ঝুঁকিসম্পন্ন চালান চিহ্নিত ও প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করে। যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ব্যবস্থা, তাই সার্বিক আঙ্গিকে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ (control) এবং সহজীকরণের (facilitation) মাঝে এটি সর্বোত্তম সমন্বয় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

WTO TFA এর Article 7.4.3 অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র কাস্টমস নিয়ন্ত্রণে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণে, উচ্চ-ঝুঁকির পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করবে এবং নিম্ন-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস ত্বরান্বিত করবে। এর অর্থ হচ্ছে, ঝুঁকি নিরূপণ ছাড়া নির্বিচারে কোনো ব্যবস্থা নয় এবং উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন ও নিম্ন-ঝুঁকি সম্পন্ন উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা (same treatment) নয়, বরং যারা অধিক নিয়ম মান্যকারী (more compliant) তারা দ্রুতগতিতে পণ্যচালান খালাস প্রাপ্তির মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা (more benefit) পাবে।

তবে, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্টজনের মধ্যে বিদ্যমান কতিপয় ভ্রান্তি এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করছে যা নিরসন করতে না পারলে অনন্য এই সহজীকরণ পদক্ষেপটি প্রত্যাশিত ফল নাও বয়ে আনতে পারে যা প্রকারান্তরে সরকারের বাণিজ্য সহজীকরণের সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে নিচে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় ভ্রান্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

## ১। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মানেই ঝুঁকির সাথে আপস করা:

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই ঝুঁকির সাথে আপস করা নয়। এটি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি

অনুসরণ করে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিরূপণ ও নিরসন ব্যবস্থা যা WCO ও WTO কর্তৃক স্বীকৃত এবং পৃথিবীর বহু দেশ কর্তৃক গৃহীত এবং সফলভাবে চর্চিত। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও বহু পূর্ব থেকেই আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করছে। অব্যাহত বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিকে সীমিত মানব সম্পদ ও লজিস্টিক সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করতে এটিই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের জানা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এর মাধ্যমে রাজস্ব, কমপ্লায়েন্স ও নিরাপত্তা ঝুঁকি আমলে নিয়ে তা নিরসনের বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করা হয়। দেশ বা বিদেশের এয়ারপোর্টে আপনার লাগেজ যে স্ক্যানিং অথবা খুলে পরীক্ষা করা হয় না বললেই চলে, তাতে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার লাগেজটির ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়নি অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকির সাথে আপস করছেন তবে তা হবে একটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি আপনার লাগেজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় যা আপনি হয়তোবা নিজ চোখে দেখতে পান না। ঠিক এমনিভাবে পণ্যচালান বা কার্গোর ক্ষেত্রেও তা বন্দরে আগমনের পূর্বেই অথবা আগমনের পর বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিরূপণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঝুঁকি-সম্পন্ন পণ্যচালান নির্বাচন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসন পন্থা অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোখের আড়ালেও ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিরূপণ করে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার ঝুঁকির সাথে আপস না করেই পণ্যচালান ত্বরিত খালাস করা হয়।

### ২। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেবলই কাস্টমসের কাজ, অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব বা ভূমিকা নেই:

আসলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কখনই কেবলই একটি কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয় নয়। সকল আন্তঃসীমান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থারই স্ব-স্ব পরিধি অনুযায়ী এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। WTO TFA এর Article 7.4.3 এও কাস্টমস এর পাশাপাশি অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রায় ৭০ টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছোট বা বড় ভূমিকা রয়েছে যারা কোনো না কোনোভাবে পণ্যচালানের ধরন বিবেচনায় লাইসেন্স বা সনদ বা ছাড়পত্র বা অনুমতিপত্র, প্রভৃতি প্রদান করে থাকে। একটি উদাহরণ দেই, ধরুন একটি উদ্ভিদজাত পণ্যের চালান কাস্টমসের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিরিখে ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং কাস্টমস এটি সরেজমিনে (কায়িক) পরীক্ষা করবে না। কিন্তু তারা কি এই চালানটি ছেড়ে দিতে পারবে? কখনই না। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ (PQW) ছাড়পত্র প্রদান করে। এক্ষেত্রে PQW যদি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ না করে অর্থাৎ ঝুঁকি নিরূপণ ব্যতিরেকে নির্বিচারে একটি চালানের পরিদর্শন বা কায়িক পরীক্ষা করে, তবে পরিদর্শন বা পরীক্ষণপূর্বক ছাড়পত্র প্রদানের কারণে উদ্ভিদজাত পণ্যের ওই চালানটি খালাসে দেরি হবে। অর্থাৎ কেবল কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলেই তা ত্বরিত পণ্য খালাসের জন্য যথেষ্ট নয় বরং সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ হলেই পণ্য দ্রুতগতিতে খালাস সম্ভব।

### ৩। একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন শুরু করলে বিশেষ প্রয়োজন হলেও অনিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, বরং তা মেনে নিতে হবে:

সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঝুঁকির ক্ষেত্র (risk area), মানদণ্ড (risk criteria) ও নির্দেশকসমূহ (risk indicator) বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও স্ট্যান্ডার্ড, উত্তম চর্চা, দেশীয় আইন ও বিধি, সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যপরিধির আলোকে পণ্যচালান

**ইলেকট্রনিক পেমেন্ট (ই-পেমেন্ট):**

বাংলাদেশ কাস্টমস পহেলা জানুয়ারি ২০২২ থেকে সকল আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের শুল্ক-করাদি, চার্জ, ফি, প্রভৃতি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-পেমেন্ট) পরিশোধ বাধ্যতামূলক করেছে। যার ফলে রাজস্ব পরিশোধ সংক্রান্ত জালিয়াতির আশঙ্কা দূর হয়েছে এবং মেনুয়াল ব্যবস্থার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। একইসাথে চালান খালাসে সময় ও ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। ফলে TFA'র আর্টিকেল ৭.২ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে।

**টাইম রিলিজ স্টাডি:**

টাইম রিলিজ স্টাডির (TRS) মাধ্যমে পণ্যচালানের গড় খালাস সময় হিসাব ও তা প্রকাশ করা হয় এবং স্টাডির ফলাফল বিশ্লেষণ করে খালাস সময় হ্রাসের পরিকল্পনা করা যায়। ২০২২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি টাইম রিলিজ স্টাডি পরিচালনা করেছে। এছাড়া, একই বছরে US Department of Agriculture (USDA) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (BTF) একটি Agro-focused TRS (HS Chapter 1-24) পরিচালনা করে।

সংশ্লিষ্ট অতীত নন-কমপ্লায়েন্স তথ্য-উপাত্ত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি সংক্রান্ত নানা তথ্য চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। ফলে ঝুঁকি নিরসনকল্পে যখন যে ধরনের পদ্ধতি বা ব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন কিংবা জরুরি মনে হবে তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই পদক্ষেপসমূহই বাস্তবায়ন করবে। ফলে এটি কোনোভাবেই এমন নয় যে একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করলে কোনো আমদানিকারক বা কোনো বিশেষ ধরনের পণ্যগুচ্ছের বিষয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল পরিবর্তন করা যাবে না বরং সময়ের সাথে সাথে হালনাগাদকৃত ঝুঁকি মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নতুন প্রোফাইলিং এর ভিত্তিতে যে ধরনের নিরসন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করবে তাই তারা প্রয়োগ করতে পারবে। এটি একটি চলমান ও জীবন্ত প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়ার এবং পরিবর্তিত পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ অবারিত রাখে। অনিয়মকে মেনে নেওয়ার ভাবনাটিই বরং এখানে অবান্তর। এমনটি হলে সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শুরু করার পর অবস্থা বেগতিক দেখলে তা বন্ধ করে দিতে হতো। কিন্তু আমরা বরং দেখতে পাই বিভিন্ন দেশ অত্যন্ত সফলভাবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকি মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে প্রণীত ঝুঁকি প্রোফাইলসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনপূর্বক হালনাগাদ করার দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত ও এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার একান্তই নিজস্ব। এক্ষেত্রে, উক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থাই নির্ধারণ করবে কত সময় অন্তর অন্তর তারা কোনো প্রক্রিয়ায় কোনো মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল হালনাগাদ করে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে।

### ৪। উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী এবং এতদসংশ্লিষ্ট পণ্য বা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই; এসব ক্ষেত্রে ছাড় (waiver) দেয়া আছে:

উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী এবং এতদসংশ্লিষ্ট পণ্য বা খাদ্যদ্রব্যের পণ্যচালানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছাড় (waiver) দেয়ার ধারণাটি সঠিক নয়। TFA তে এ ধরনের কোনো ছাড়ের উল্লেখ নেই। অধিকন্তু, WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement এ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যেন তাদের স্যানিটারি (Animal and Human Health) বা ফাইটোস্যানিটারি (Plant Health) ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হয় তার উপর জোর দেয়া হয়েছে (Article 5)। উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের ক্ষেত্রে International Plant Protection Convention (IPPC) কর্তৃক প্রণীত এ যাবৎ প্রকাশিত ৪৭ টি International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) এর মধ্যে ISPM-32 সহ বেশ কয়টিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, World Organisation for Animal Health (WOAH) কর্তৃক প্রণীত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে Terrestrial Code ও Terrestrial Manual, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ক্ষেত্রে Aquatic Code ও Aquatic Manual এও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ আছে। প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ (USDA) উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী ও খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট ছয়টি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাকে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের (BTF) মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

### ৫। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব হবে:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব হওয়ার পরিবর্তে বরং তা বৃদ্ধি পাবে। কেননা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ তাদের দ্বারা তৈরি ঝুঁকি প্রোফাইলের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকিপূর্ণ চালান চিহ্নিত করে পরিদর্শন কিংবা কায়িক পরীক্ষা করবে, প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টের জন্য নমুনা উত্তোলন ও নমুনা ল্যাবে প্রেরণ করবে এবং উক্ত টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যচালান ছাড় করবে। অন্যদিকে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিদর্শন কিংবা কায়িক পরীক্ষণ কিংবা ল্যাব টেস্ট ব্যতীত ছাড়কৃত

**খালাসোত্তর নিরীক্ষা:**

খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post-Clearance Audit-PCA) এমন একটি বাণিজ্য সহজীকরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাড়কৃত পণ্যচালানসমূহ খালাসের পরও আমদানিকারকের গুদাম বা ব্যবসায় স্থলে গিয়ে রেকর্ডপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রভৃতি পরীক্ষা করা যায় এবং তথায় রক্ষিত পণ্যচালানের নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাবে প্রেরণ করা যায়। TFA'র আর্টিকেল 7.5 অনুযায়ী খালাসোত্তর নিরীক্ষার এই ফলাফল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজেও লাগানো যায়। এটি কমপ্লায়েন্ট ব্যবসায়ীদের পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাড়কৃত পণ্যচালানসমূহ একটি বাছাই মানদণ্ডের মাধ্যমে PCA করে থাকে। তবে অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থার আইনে এই বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন।

পণ্যচালানসমূহের ক্ষেত্রে খালাসোত্তর নিরীক্ষার সুযোগ থাকবে, যার ফলে পণ্যচালান খালাসের পর রক্ষিত গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ, নমুনা পরীক্ষা, বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ, ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রভৃতি পরীক্ষা, আটক ও জব্দ করা যাবে। ফলে, সামগ্রিক বিচারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কর্তৃক তাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অধিকতর পেশাদারিত্বের সাথে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব না হয়ে বরং তা সুসংহত হবে এবং তারা ঝুঁকিসম্পন্ন চালানের ক্ষেত্রে অধিকতর মানব সম্পদ ও লজিস্টিক সুবিধা বিনিয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করতে পারবে। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার আইনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও খালাসোত্তর নিরীক্ষার বিধান সংযোজন করতে হবে। আর WTO TFA অনুসমর্থনের অর্থই হলো বাংলাদেশ TFA তে উল্লিখিত সহজীকরণের বিধানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে অনুকূল বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশ্বদরবারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

### ৬। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অজুহাতে আমদানি-রপ্তানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের উপর চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাই নির্ধারণ করবে তারা কোনো প্রক্রিয়ায় কোনো মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল প্রণয়ন করে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে। এটি একান্তই নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও এখতিয়ার। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটে পদস্থ কর্মকর্তাগণ সংস্থা প্রধান এবং ইউনিট প্রধানের জবাবদিহিতার আওতায় থাকবেন। তাদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট থাকবে। তারা ঝুঁকির যে যে ক্ষেত্র, মানদণ্ড, নির্দেশক ও প্রোফাইল প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত প্রোফাইলের ভিত্তিতে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো গোপনীয় হিসাবে বিবেচিত হবে। আর ক্ষেত্র, মানদণ্ড, নির্দেশক ও প্রোফাইলসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে (ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত) হালনাগাদ হওয়ায় এ বিষয়ে আমদানি-রপ্তানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের অবহিত হওয়া কিংবা ধারণা লাভের সুযোগ থাকবে না। ফলে, স্টেকহোল্ডারগণ চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে না। আর কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পণ্যচালান পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় চাপ প্রয়োগের আশঙ্কাটিও আসলে অমূলক। পুরো প্রক্রিয়াটি যখন স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) হবে তখন আরও স্বচ্ছতা আসবে। বিদ্যমান শতভাগ কায়িক পরীক্ষার পরিবর্তে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন যেহেতু স্টেকহোল্ডারগণকে অনেক স্বস্তি ও সুবিধা দিবে, সেহেতু স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে চাপ বরং আরও কমবে।

### ৭। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের হাতে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময় আছে, তাই এটি নিয়ে এখনই এতো তাড়াহুড়া করার কিছু নেই:

আসলে ২০২৬ সালের জুন মাস যে এখনো অনেক দূরে এ বিষয়ে হয়তো কারোর তেমন একটা দ্বিমত নেই, কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে যে ধারাবাহিক ও সমন্বিত কার্যক্রম তা যদি এখনই শুরু করা না হয় তবে পরবর্তীকালে এত বেশি তাড়াহুড়া করতে হবে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে। আর ২০২৬ সালের জুনের এই সময়সীমা বাংলাদেশই WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে। এ সময়ের মধ্যে করতে হবে অনেকগুলো কাজ, যেমন নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইন ও বিধিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এর ধারাবাহিকতায় খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) বিধান সংযুক্ত করা। বর্তমানে একমাত্র কাস্টমস আইনেই এই বিধান দুইটি রয়েছে। এভাবে অসংখ্য আইন ও বিধি সংশোধন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং দুরূহ একটি বিষয়। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের জন্য আলাদা আলাদা আইন সংশোধন না করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বাণিজ্য সহজীকরণের অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করে Trade Facilitation বিষয়ে একটি বিশেষ আমব্রেলা আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে বলে জানা যায়। আরও প্রয়োজন সংস্থাসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট) সৃজনপূর্বক কার্যক্রম চালু করা, জনবলের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অটোমেটেড সিস্টেম বা সফটওয়্যার প্রবর্তন, সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণ, প্রভৃতি। ফলে, বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে সাড়ে তিন বছরের মতো সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। কেননা, উক্ত সময়ের পরও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত না হলে WTO এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাবে।

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল ভ্রান্তি দূর হয়ে ত্বরিত গতিতে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

---

*লেখক: প্রথম সচিব (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (বর্তমানে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে ইউএসডিএ-বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (বিটিএফ) এ লিয়েনে কর্মরত)।*

## Major Land Customs Stations of India & Bangladesh

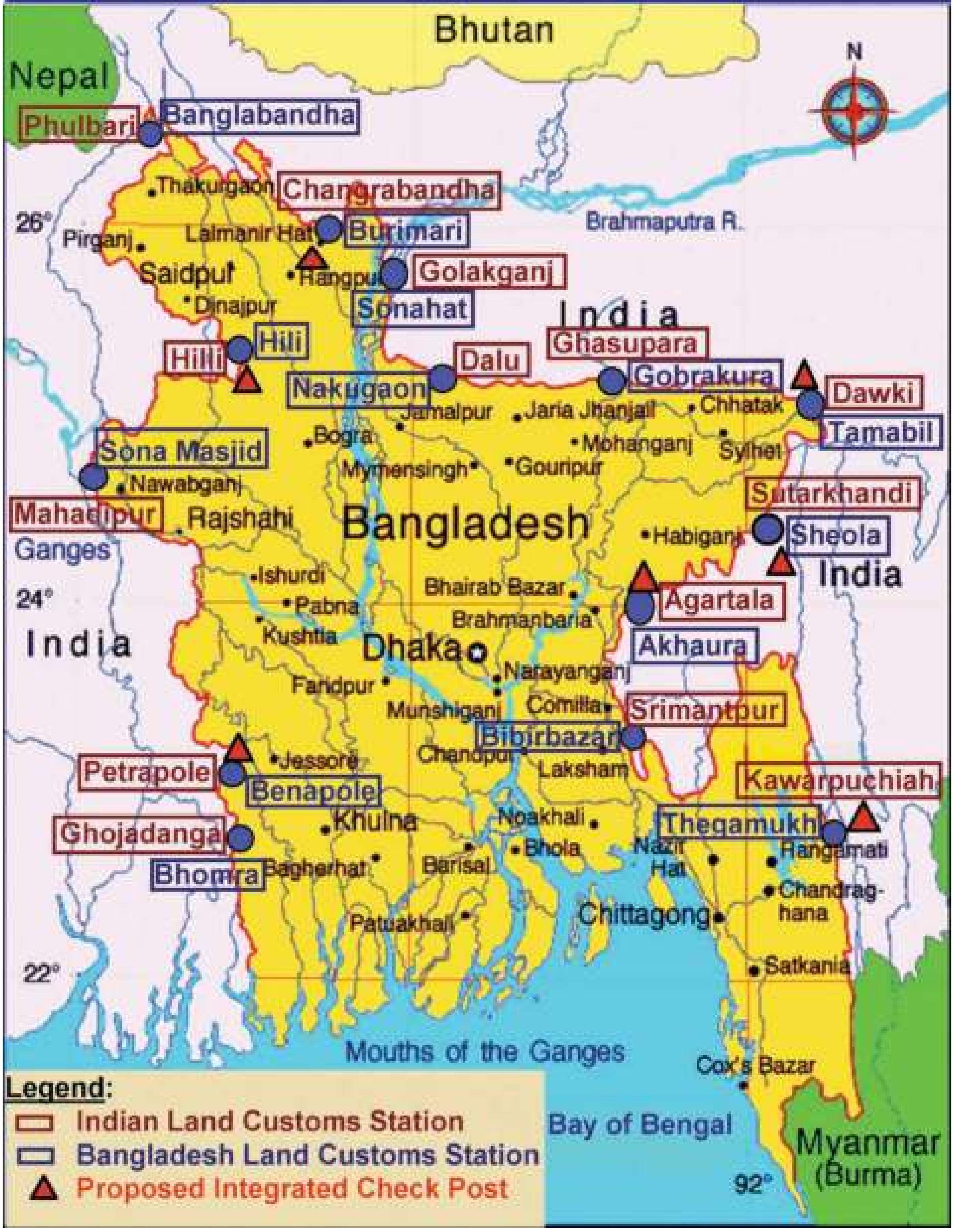
Bhutan
Nepal
N
Phulbari
Banglabandha
Thakurgaon
Changrabandha
26°
Pirganj
Lalmanir Hat
Burimari
Brahmaputra R.
Saidpur
Rangpur
Golakganj
Dinajpur
Sonahat
India
Hilli
Hili
Dalu
Ghasupara
Nakugaon
Gobrakura
Dawki
Jamalpur
Jaria Jhanjail
Chhatak
Tamabil
Bogra
Mohanganj
Sylhet
Sona Masjid
Mymensingh
Gouripur
Nawabganj
Sutarkhandi
Mahadipur
Rajshahi
Bangladesh
Habiganj
Sheola
Ganges
India
Ishurdi
Bhairab Bazar
24°
Pabna
Agartala
Brahmanbaria
India
Kushtia
Dhaka
Akhaura
Narayanganj
Faridpur
Comilla
Srimantpur
Munshiganj
Bibirbazar
Chandpur
Laksham
Petrapole
Jessore
Kawarpuchiah
Benapole
Khulna
Noakhali
Thegamukh
Ghojadanga
Nazir Hat
Rangamati
Bhola
Bhomra
Bagherhat
Barisal
Chandraghona
Patuakhali
Chittagong
22°
Satkania
Mouths of the Ganges
Cox's Bazar
Legend:
▭ Indian Land Customs Station
▭ Bangladesh Land Customs Station
▲ Proposed Integrated Check Post
Bay of Bengal
92°
Myanmar (Burma)

# Tax Risk Management System: A Human Cognitive Perception (HCP) Approach

**মোঃ মনিরুজ্জামান**
**এ. এস. এম আশরাফ**

## ১.০ ভূমিকা:

১.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আইএমএফ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৩৫তম অর্থনৈতিক শক্তি। জিডিপির মানদন্ডে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ত্রিশটি বৃহত্তম শক্তির একটিতে উপনীত হবে। ফলে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাপনাকেও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এখন সময়ের দাবী।

১.২ বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত বর্তমানে ৭.৯৩% যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী, ২০৩১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৬.০১% ও ১৯.৮৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি তথা কর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কর-নেটের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা প্রয়োজন। একইসাথে কর ফাঁকি রোধপূর্বক করদাতাদের নিকট হতে সঠিক হারে কর আদায় করা প্রয়োজন। এজন্য দেশের কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে কর বিভাগকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

১.৩ আয়কর বিভাগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল নতুন করদাতা সনাক্তকরণ যা আয়কর জরিপ নামে পরিচিত। আয়কর জরিপ সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়:

১. **বহিরাঙ্গন জরিপ:** এটি সনাতন জরিপ পদ্ধতি যাতে বিভিন্ন লোকালয়, গ্রোথ সেন্টার, বাজার তথা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে করদাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতিতে করদাতা সনাক্তকরণের জন্য সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২. **অভ্যন্তরীণ জরিপ:** সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ডাটাবেজ যেমন: ইউটিলিটি সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, সঞ্চয় অধিদপ্তর, বিআরটিএ, ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে করদাতা সনাক্ত করা যায়। তবে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ যথেষ্ট সময়সাধ্য কাজ।

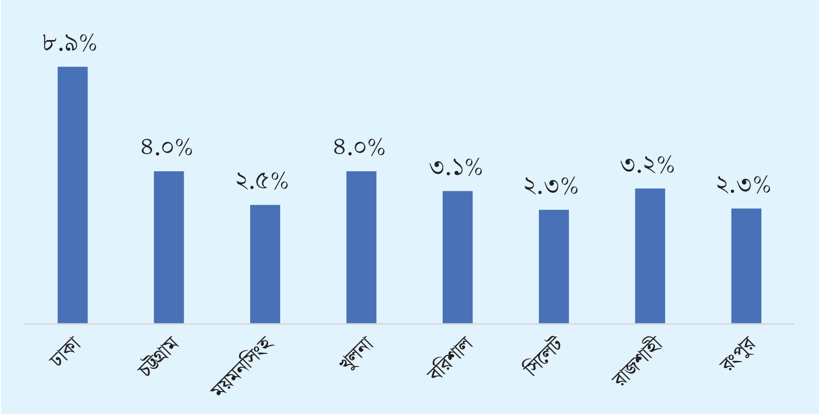

সারণী-১: করদাতা ও জনসংখ্যার বিভাগওয়ারী অনুপাত

সর্বশেষ জনশুমারী, ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬.৫১ কোটি যার মধ্যে জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা ৮৫.৪০ লক্ষ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫.২০% নিবন্ধিত করদাতা। করদাতা ও জনসংখ্যার

বিভাগওয়ারী অনুপাত সারণী-১ এ দ্রষ্টব্য।

**সারণী-১:** জমার ভিত্তিতে ব্যাংক হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

| জমার ভিত্তিতে ব্যাংক হিসাবের শ্রেণী | ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা |
|---|---|
| **১ কোটি ও তদুর্ধ্ব** | ১,০৬,৫২০ |
| **৫ লক্ষ হতে ১ কোটি পর্যন্ত** | ৪১,৫৮,৭৭২ |
| **২ লক্ষ হতে ৫ লক্ষ পর্যন্ত** | ৪৮,৪৬,৫৭৭ |
| **২ লক্ষের নিম্নে** | ১২,৪৩,২৪,২১৯ |

**সূত্র:** [Scheduled Bank Statistics, Bangladesh Bank July-September 2022

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে করদাতা ও জনসংখ্যার ন্যূনতম অনুপাত ১০% হওয়া সমীচীন। সে বিবেচনায় আগামী ২০৩১ সালে মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটি প্রাক্কলন করা হলে নিবন্ধিত করদাতার প্রাক্কলিত সংখ্যা দাঁড়ায় ১.৮০ কোটি। এই সংখ্যক করদাতা সনাক্তকরণ ও তাঁদের সঠিকভাবে কর নিরুপণ করা সনাতন ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব।

আয়কর জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাইলেশনের মাধ্যমে করনেট সম্প্রসারণ ও একইসাথে সঠিকভাবে কর নিরুপণ অনেক সহজসাধ্য হবে বলে আশা করা যায়।

১.৪ কর ফাঁকি রোধ আয়কর বিভাগের আরেকটি অন্যতম প্রধান কাজ। আয়কর নিরীক্ষা, কর মামলা পুনঃউন্মোচনের মাধ্যমে আয়কর বিভাগ সাধারণত এই কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। করদাতাগণের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সময়মত না পাওয়ার কারণে অনেক কর ফাঁকি অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। এতে করে রাষ্ট্র প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়।

করদাতাগণের আয়-ব্যয়ের তথ্য সঠিকভাবে পাওয়ার জন্য সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ডাটাবেজের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্টিগ্রেশন (Integration) প্রয়োজন।

১.৫ বাংলাদেশে ডিজিটাল অর্থনীতি ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। ই-কমার্স, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল হিসেবে দেশের নাগরিকগন প্রতিদিন প্রায় ২১.৫ পেটাবাইট তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে আদান প্রদান করে চলেছে। গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন, উবার ইত্যাদি জায়ান্ট টেক কোম্পানীসমূহ এদেশে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়াচ্ছে। কিন্তু সক্ষমতার অভাবে ডিজিটাল অর্থনীতি থেকে যথাযথভাবে কর আদায় করা যাচ্ছেনা।

১.৬ বাংলাদেশে তফশিলী ব্যাংকের সংখ্যা ৬১ টি। উক্ত ব্যাংকসমূহে বর্তমানে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত মোট আমানত হিসাবের সংখ্যা ১৩,৩৪,৩৬,০৮৮ যার শ্রেণীবিভাজন টেবিল-১ এ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ ২ লক্ষ টাকার অধিক জমা রয়েছে এমন হিসাব সংখ্যা প্রায় ৯১ লক্ষ যা হতে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করদাতা সনাক্ত করা সম্ভব।

১.৭ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) তে নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ৪৭ লক্ষ। এর মধ্যে প্রাইভেট কার, জিপ, মাইক্রোবাস ইত্যাদি গাড়ির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ। এসকল গাড়ির মালিকের তথ্যাদি বিশ্লেষনপূর্বক করফাঁকি উদঘাটন এবং সঠিকভাবে কর নিরুপণ সম্ভব।

১.৮ সম্প্রতি রাজউক কর্তৃক দাখিলকৃত Detailed Area Plan (DAP) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ড্যাপ সংলগ্ন এরিয়ায় মোট ৩৬ লক্ষ ফ্ল্যাট রয়েছে অথচ উক্ত এরিয়ার মোট করদাতা ২৯.৭৯ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ ফ্ল্যাটমালিক করনেটের বাহিরে রয়েছে। এক্ষেত্রেও করনেট বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

১.৯ তথ্য প্রবাহের এ যুগে তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে তথ্য প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে সেখান থেকে কর আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি Risk Management System Develop করা অত্যন্ত জরুরী যার মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে কর ফাঁকি উদঘাটনপূর্বক তা কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

## ২.০ আয়কর বিভাগের ডিজিটালাইজেশন:

২.১ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর বিভাগকে আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আয়কর বিভাগের প্রধান কার্যক্রমসমূহকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা হয়েছে: (টেবিল-২ এ দ্রষ্টব্য)

২.২ করদাতাগণের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন সংস্থার ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করেছে:

- নির্বাচন কমিশন
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

**টেবিল-২:** আয়কর বিভাগের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

| সিস্টেমের নাম | কার্যক্রম |
|---|---|
| NBR e-TIN | • eTIN System ২০১৩ সালে চালু হয়।<br>• এই সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের সাহায্যে করদাতা হিসেবে নিবন্ধিত হওয়া যায়।<br>• বর্তমানে এই সিস্টেমে নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা ৮৫.৪০ লক্ষ। |
| | |
| eReturn | • eReturn System ২০২১ সালে চালু হয়।<br>• এই সিস্টেমের মাধ্যমে করদাতা সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে পারে।<br>• ২০২২-২৩ করবর্ষে এই সিস্টেমে দাখিলকৃত রিটার্ণ সংখ্যা ২.০৭ লক্ষ। |
| | |
| eTDS Environment | • eTDS System ২০২১ সালে চালু হয়।<br>• এই সিস্টেমের মাধ্যমে আয়কর বিভাগ উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনিটরিং করতে পারে।<br>• এই সিস্টেমে নিবন্ধিত কোম্পানীর সংখ্যা ৫,৫৩৫।<br>• ২০২২-২৩ করবর্ষে এই সিস্টেমের মাধ্যমে আদায়কৃত উৎসে কর্তনের পরিমাণ ৪৮৭ কোটি টাকা। |
| | |
| Tax Office Management System | • Tax Office Management System ২০২২ সালে চালু হয়।<br>• এই সিস্টেমের মাধ্যমে আয়কর বিভাগের দাপ্তরিক কাজসমূহকে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।<br>• এছাড়াও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত Proof of Submission of Return (PSR) যাচাই করতে পারেন।<br>• ইতোমধ্যে এই সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ PSR যাচাই করা হয়েছে। |

- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার
- রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ
- এটুআই
- আইবাস++
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

উক্ত সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণের সাথে সাথে নিবন্ধিত করদাতাগণের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা সঠিকভাবে প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ করফাঁকি উদঘাটন করা সম্ভব।

২.৩ সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ডাটাবেজ ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, ডিপিডিসির মোট গ্রাহক সংখ্যা ১০.২১ লক্ষ। যার মধ্যে টিআইএনধারী গ্রাহক ৩.৬৫ লক্ষ এবং টিআইএনবিহীন গ্রাহক ৬.৫৬ লক্ষ।

অর্থাৎ মাত্র একটি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার সাথে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ৬.৫৬ লক্ষ সম্ভাব্য নতুন করদাতা সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমানে অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা যথা: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো), নর্দার্ন ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (নেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো) সহ গ্যাস বিতরণ কোম্পানী, ওয়াসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টিগ্রেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে ইন্টিগ্রেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হলে বিপুল

সংখ্যক করদাতাগণকে করনেটের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

## ২.৪ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

উপরোক্ত কার্যক্রমসহ আয়কর বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম যথা: কর জরিপ (Survey), নিরীক্ষা (Audit), কর নির্ধারণ (Assessment), বকেয়া কর ব্যবস্থাপনা (Arrear Tax Management), আয়কর বিরোধ ব্যবস্থাপনা (Litigation Management), আয়কর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) প্রভৃতি ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করছে।

## ৩.০ ট্যাক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:

৩.১ আয়কর বিভাগের তথ্য ব্যবস্থাপনা Paperless এবং তাতে যথাযথ স্বচ্ছতা আনতে Big Data Framework সংযোজন করা অতীব জরুরী একটি বিষয় । তদুপরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য মাইনিং, ট্রেন্ডিং, এনোমেলি ডিটেকশনের জন্য Robotic Process Automation (RPA) একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। Artificial Intelligence ও Machine Learning প্রযুক্তি ব্যবহার করে আয়কর বিভাগের দৈনন্দিন বিজনেস প্রসেসগুলোর Automation এর মাধ্যমে Smart Bangladesh বিনির্মানের সারথী হয়ে Smart Tax Risk Management System (TRiMS) এর প্রবর্তন এর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব হবে:

১. ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্ভাব্য নতুন করদাতা সনাক্তকরন;

২. নিবন্ধিত করদাতাদের কর প্রদান সহজীকরন ও তথ্য ভিত্তিক কলেবর বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সিস্টেম যেমন: eReturn, eTDS, eTIN ইত্যাদির সংযোজন;

৩. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে Risk-based Audit কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর ফাঁকি উদ্ঘাটন;

৫. সারা বাংলাদেশের আয়কর বিভাগের অফিস সমূহকে Securely Connected করার মাধ্যমে আয়কর বিভাগের সমস্ত কার্যক্রম জনগণের দোরগোড়ায় আনয়ন;

৬. Digital Economy স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আয়করের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সংযুক্তকরনের মাধ্যমে Paperless আয়কর বিভাগ বিনির্মান।

৩.২ ট্যাক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কার্যপ্রক্রিয়া:

বর্তমান ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন জরিপের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্ত করা হয় যাতে সম্ভাব্য করদাতা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না ফলে করফাঁকি রোধ করা সম্ভব হয়না। এছাড়াও এ পদ্ধতির আরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ট্যাক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ম্যানুয়েল পদ্ধতির এসকল সীমাবদ্ধতা পরিহার করার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে বিভিন্ন Social Hypothesis এর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে যা Human Cognitive Perception (HCP) Approach হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। বর্তমানে টেলিকম, রিটেইল মার্কেটিং, হেলথসহ বিভিন্ন সেক্টরের পণ্য ও সার্ভিস বিপণনের ক্ষেত্রে এই HCP Approach সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ট্যাক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে নিম্নবর্ণিত Social Hypothesis প্রয়োগ করা হচ্ছে:

### 1) Truth Set to Predictive Set (TSPS) Hypothesis:

সম্ভাব্য নতুন করদাতা সনাক্তকরনের জন্য সরকারি, বেসরকারি এজেন্সির সাথে শুধু Integration নয় বরং বর্তমান করদাতাদের প্রফাইলিং বিশ্লেষণের মাধ্যমে Pattern খুঁজে বের করা আবশ্যকীয়। এই লক্ষ্যে বর্তমান করদাতাদের Pattern Analysis করে নতুন করদাতা সনাক্তকরন একটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। সে লক্ষ্যে Statistically Significant সংখ্যক করদাতার তথ্য নিয়ে একটি পাইলট করা হয়। এই মাইক্রো স্কেল প্রকল্পে করদাতাদের কর সংক্রান্ত তথ্যের সাথে সাথে তাদের অবস্থানগত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়।

যেহেতু করদাতাদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা তার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয় বিধায় সেখানে Geo-Socio Economic Cluster information সন্নিবেশিত করা হয়। এর ফলে বর্তমান করদাতাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার একটি Infer Database তৈরি হয়। অতঃপর উক্ত Meta Data এর উপর Machine Learning এর বিবিধ Algorithm প্রয়োগ করে একটি সুনির্দিষ্ট Fitting Curve নির্ণয় করা হয় । একই সাথে T-test এবং P-test দ্বারা প্রাপ্ত Attributes গুলোর ৯৫% Confidence Factor বিবেচনায় রেখে Statistically Significance যাচাই করা হয় । প্রাথমিকভাবে সন্নিবেশিত প্রায় ৩৪ টি Attributes এর মধ্যে প্রতিটির যথাযথ Co-efficient নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি Impactful Model-2 তৈরি করা হয়।

অন্যদিকে বিভিন্ন Sources থেকে প্রাপ্ত Structured এবং Non-Structured তথ্যের একটি সমাহার গঠন করা হয়। এর একটি অংশ Truth Table হিসেবে এবং অপর অংশ Model Application

এর জন্য মার্ক করা হয়। প্রাথমিক Hypothesis অনুযায়ী বর্তমান করদাতার Truth Set তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত Machine Learning Model সার্বজনীন তথ্য ভান্ডারে Apply করে যাতে একটি Predictive set পাওয়া যেতে পারে এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তাই এই পদ্ধতিকে Truth Set to Predictive Set (TSPS) বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

উক্ত Impactful Model-2 টি এই Universal Metadata এর উপর ব্যবহার করে  এই পদ্ধতিটির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। যদিও Model টির R2_score এর মান সন্তোষজনক ছিল কিন্তু Universal Metadata থেকে সঠিক করদাতা নির্ণয়ে তা ৩২% এর বেশি সফলতা আনতে পারেনি। এর কারন হিসেবে সুস্পষ্ট সামাজিক এবং হিউম্যান ফ্যাক্টর খুঁজে পাওয়া যায়। অতঃপর সামাজিক ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনায় রেখে Big Data driven প্রসেসটি আবার Re-engineering করা হয় যা পরবর্তীতে নতুন করদাতা সনাক্তকরনের সফলতার হার অনেকাংশে বৃদ্ধি করে।

## 2) Deep Belief Network (DBN) Hypothesis:

যেহেতু TSPS পদ্ধতিতে সফলতার হার কম সুতরাং আয়কর বিভাগ TSPS পদ্ধতিতেই থেমে না থেকে সম্পূর্ন নতুন এক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য নতুন করদাতা সনাক্তকরনের বিষয়টির পরিকল্পনা করেছে। এক্ষেত্রে আয়কর বিভাগ একটি Social Hypothesis প্রয়োগ করতে পারে। যেমন ধরে নেয়া যাক একজন ব্যক্তি নিজ খরচে প্রায়শই বিমানে ভ্রমন করে যা তার স্বচ্ছলতা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে কিন্তু তিনি করদাতা হিসেবে নিবন্ধিত নন। ঘটনাটি সম্ভাব্য নতুন করদাতার অনুসন্ধানের দাবি রাখে । আবার ধারনাকৃত সমস্ত Social Hypothesis যে নতুন করদাতার সন্ধান সঠিকভাবে দিতে পারবে তা নাও হতে পারে। এজন্য যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে Social Hypothesis সমূহ যাচাই বাছাই করা প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য Professional Anthropologist এর সাহায্য প্রয়োজন। করদাতার সনাক্তকরণের বিষয়টি মাথায় রেখে সামাজিক প্রেক্ষাপটে Valid Hypothesis সর্টিং করা হয় Qualitative Research Methodology অনুসরণ করে। অতঃপর প্রতিটি Hypothesis অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক Data Set Build করা হয় BBS, DPDC, BRTA ইত্যাদি এজেন্সী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি Panel Data এবং Series Data, তাই এক্ষেত্রে Unsupervised Machine Learning এর একটি পদ্ধতি Recurrent Neural Network (RNN) ব্যবহার করে করদাতা সনাক্তকরনের প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেয়া হয়। এখান থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য করদাতার A/B testing এ করদাতা সনাক্তকরনে সফলতা প্রায় ৭১% পাওয়া যায় পাইলট এনালিসিসে। এই প্রক্রিয়াটিকে Deep Believe Network (DBN) নামে অভিহিত করা হয় যেহেতু এখানে Social Listening একটি অন্যতম সূত্র।

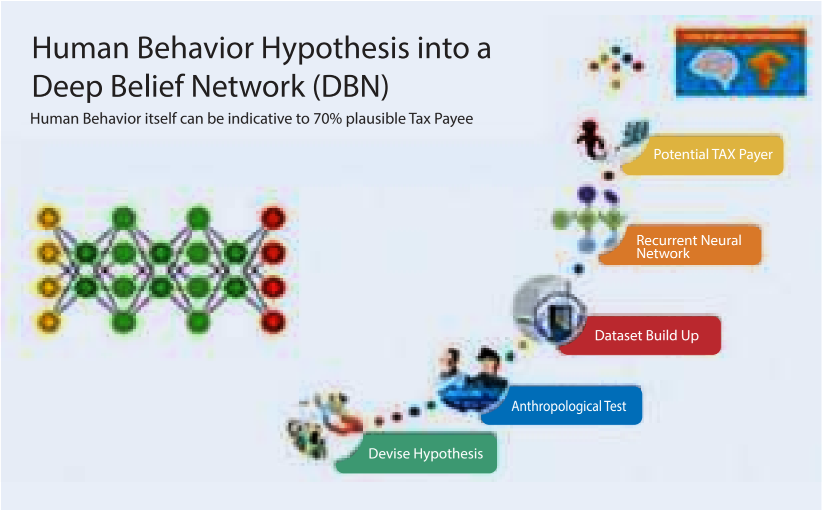
Human Behavior Hypothesis into a Deep Belief Network (DBN)

Human Behavior itself can be indicative to 70% plausible Tax Payee

## 3) Sector Clustering (SC) Hypothesis:

উপরোক্ত দুইটি Big Data বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরনের সফলতা প্রায় ৭১% হলেও Iteration পদ্ধতিতে তথ্য পরিবর্তন করে এর সফলতার মান পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই এটিকে আরো Tuning করা প্রয়োজন বলে আয়কর বিভাগ অনুধাবন করে।

Diagnosis এ প্রতীয়মান হয় যে সমাজে সকল ব্যক্তিবর্গের আয়, ব্যয় এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিত্র এক রকম নয় বিধায় এখানে সেক্টরগত ভাবে আলাদা আলাদা Model Develop করাই যুক্তিযুক্ত। একটি Universal Model আর্থ সামাজিক ও Ethnographic সমস্ত দিকগুলি বিশ্লেষন Normalized হয়ে যায় গাণিতিকভাবে। আবার কম Impactful কিন্তু high resolution হবার ফলে তা সামনে চলে আসে। সুতরাং Social Cluster এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

প্রাথমিকভাবে Profession-কে Social Cluster একটি প্রধানতম নির্নায়ক ধরে k-means Clustering, Unsupervised Machine Learning একটি পদ্ধতির সাহায্যে করদাতাদের ক্লাস্টার সনাক্ত করার মাধ্যমে ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদেরকে তাদের নির্ধারিত ক্লাস্টারের মধ্যেই বিবেচনা করা হয়। যেমন: একজন শিক্ষক, একজন আইনজীবী এবং একজন ব্যবসায়ীর

## Sector Clustering (SC)

Birds of the same feather flocks Together (Principle Component Analysis)

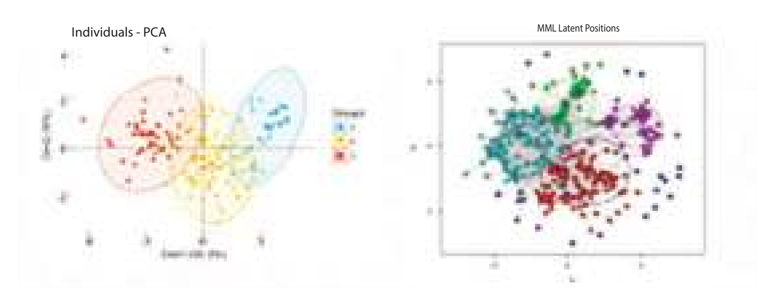

আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক যোগাযোগের ধরণ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে করদাতাদের ক্লাস্টারভিত্তিক সনাক্ত করাই যুক্তিযুক্ত এবং করদাতাদের পক্ষেও তা সহনীয় হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে Sector Clustering নামে অভিহিত করা হয়।

### 4) Geo-Political Diversity (GPD) Hypothesis:

কিন্তু পরবর্তীতে Machine Learning এর Diagnostic Features প্রয়োগ করে (confusion_matrix, mean_squared_error, r2_score) প্রতীয়মান হয় যে, একই শ্রেনী পেশার মানুষের আয়, ব্যয় এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিত্র এলাকাভেদে এক এক রকম বিধায় শুধুমাত্র পেশা ভিত্তিক ক্লাস্টারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। যেমন চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ীর সাথে পুরান ঢাকার একজন ব্যবসায়ীর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনগত মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঠিক একইভাবে Cashless Society এর বিস্তার অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং এ বড় Diversity করদাতার প্রফাইলিং এর একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ামক বলে সন্নিবেশিত করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে Geo Political Diversity (GPD) নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটির efficiency ক্ষেত্র বিশেষে ৪২% পর্যন্ত ভেরিয়েশন পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এটি একটি Vibrant Deterministic.

### 5) Federated Learning Framework:

যেহেতু এই চার ধরনের Pattern একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে সুতরাং এদের মধ্যে আন্তসংযোগ স্থাপন করে Federated Learning কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে Magma Platform সংযোজন করা হয়েছে। এটি এমনভাবে Design করা হয়েছে যেন কোন একটি প্রক্রিয়ায় একটি Pattern পরিলক্ষিত হলে তা Magma Platform দ্বারা নিবন্ধিত হবে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষে এই knowledge graph অন্যান্য প্রক্রিয়ার Confusion Matrix গঠনের সময় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে। এটি Federated Learning এর একটি প্রকৃষ্ট প্রায়োগিক দিক বটে। Magma Platform টি বাংলাদেশের বিভিন্ন এজেন্সির প্রদেয় তথ্য সংযুক্ত করে Big Data এবং Data Science প্রযুক্তির মাধ্যমে আয়কর বিভাগের Central Intelligence Platform হিসেবে কাজ করবে। যেহেতু এই Magma Platform সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য নিয়ে এনালাইসিস, মডেলিং, ডিসকভারি, এনমেলি ডিটেকশন, সর্বোপরি সমস্ত করদাতাদের প্রফাইলিং ইত্যাদি করার মাধ্যমে ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদের কর ফাঁকির মাত্রা নিরূপন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত করবে তাই Functional aspect এ এটিকে Tax Risk Management System (TRiMS) বলে প্রস্তাব করা হয়েছে ।

বর্তমানে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ১-২% রিটার্ণ অডিটের জন্য বিবেচিত হয়। তবে Tax Risk Management System (TRiMS) স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর ফাঁকির একাধিক গুরুত্বপূর্ন নিয়ামকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত ১০০% আয়কর রিটার্ণসমূহের রিস্ক কার্ড বা ঝুঁকির মাত্রা গণনা করবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়কর রিটার্ণ অডিটের জন্য নির্বাচন করবে। এতে করে অডিট মামলা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

TRiMS শুধুমাত্র ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা নিয়েই কাজ করবে না বরং এটি একটি পলিসি সিমুলেশন ইঞ্জিন হিসেবে Data

## Geo Political Diversity (GPD)

Regional variation Adjustment can brush up de-scoping efficiency upto 40%

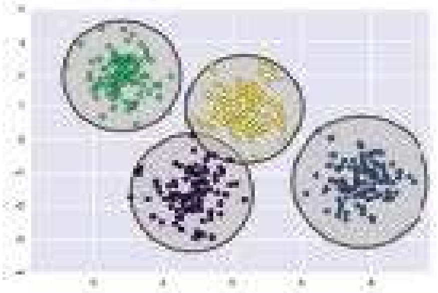

- Same Group of People having similarity in Social Status behaves differently due to Geo Political and Economic Contexts
- Applying Unique Modeling for them will decrease efficacy
- Regional Factorization is a Must

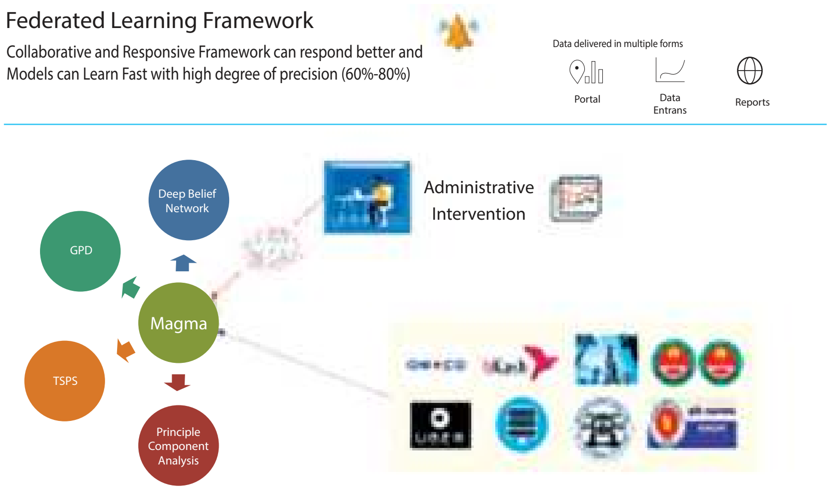
Federated Learning Framework
Collaborative and Responsive Framework can respond better and Models can Learn Fast with high degree of precision (60%-80%)
Data delivered in multiple forms
Portal
Data Entrans
Reports
Deep Belief Network
GPD
Magma
TSPS
Principle Component Analysis
Administrative Intervention
UBER

Driven Decision making এ অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। যেমন Macro Scale এ Economic Trend, Asset Management Portfolio, Opportunity Cost, Identification of Possible Tax Evasion ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রায়োগিক দিকগুলো ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে যা আয়কর বিভাগের সক্ষমতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করবে।

TRiMS আয়কর বিভাগের কার্যপরিধিকে Significantly বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। বর্তমান সময়ে Cashless Society, Digital Economy এর উত্থান, মোবাইল ফাইন্যান্স, রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আয়কর বিভাগের আওতায় আনতে গেলে বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রসেস এবং ইন্টেলিজেন্স Apply এর যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা TRiMS বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আয়কর বিভাগের ডিজিটালাইজেশন তথা Paperless NBR গঠনের জন্য Large Scale এ TRiMS ডেভেলপমেন্ট এবং ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে Good Governance প্রতিষ্ঠিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

---

*লেখক: ১. উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১১৭ (কোম্পানীজ), কর অঞ্চল-৬, ঢাকা। ২. আইসিটি বিশেষজ্ঞ*

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগ

## ইতিহাস, ঐতিহ্য নিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের স্থিরচিত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ।

গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে কর্মরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ।

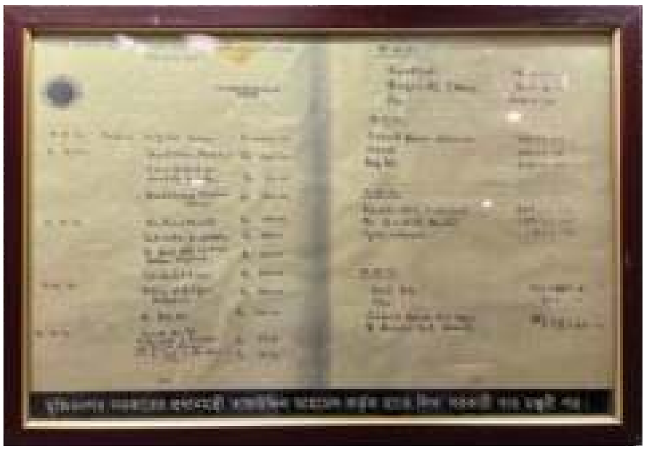

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক হাতে লেখা সরকারী ব্যয় মঞ্জুরীপত্র।
বিবেচনা করা হয় এটিই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ পরবর্তী সময়ে প্রথম বাজেট পেশ (১৯৪৮)

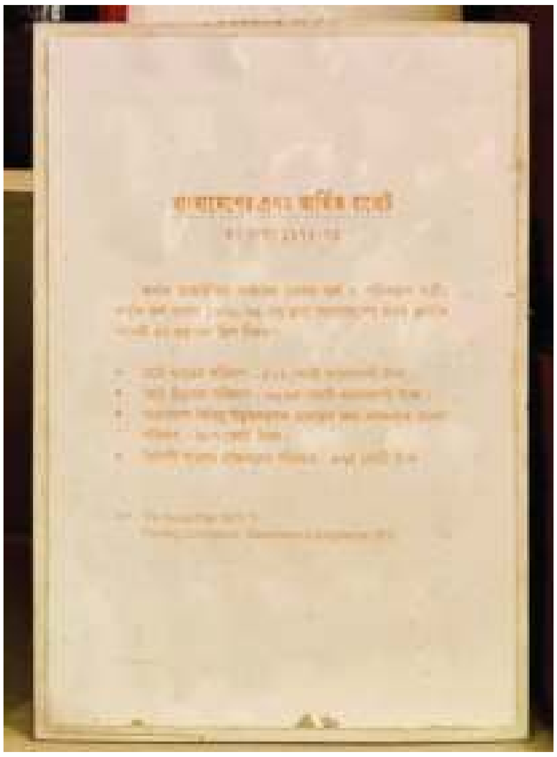

বাংলাদেশের প্রথম আর্থিক বাজেট
অর্থ বৎসর ১৯৭২-৭৩

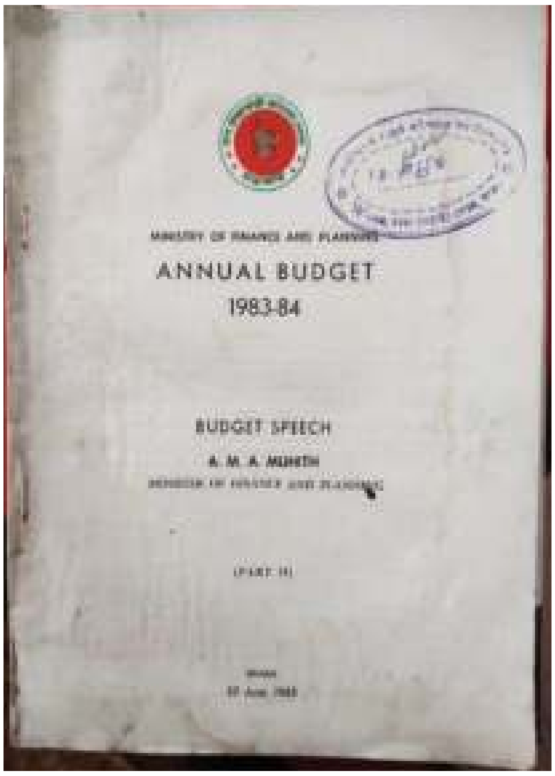

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
ANNUAL BUDGET
1983-84

BUDGET SPEECH
A. M. A. MUHITH
MINISTER OF FINANCE AND PLANNING

(PART II)

# | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড |

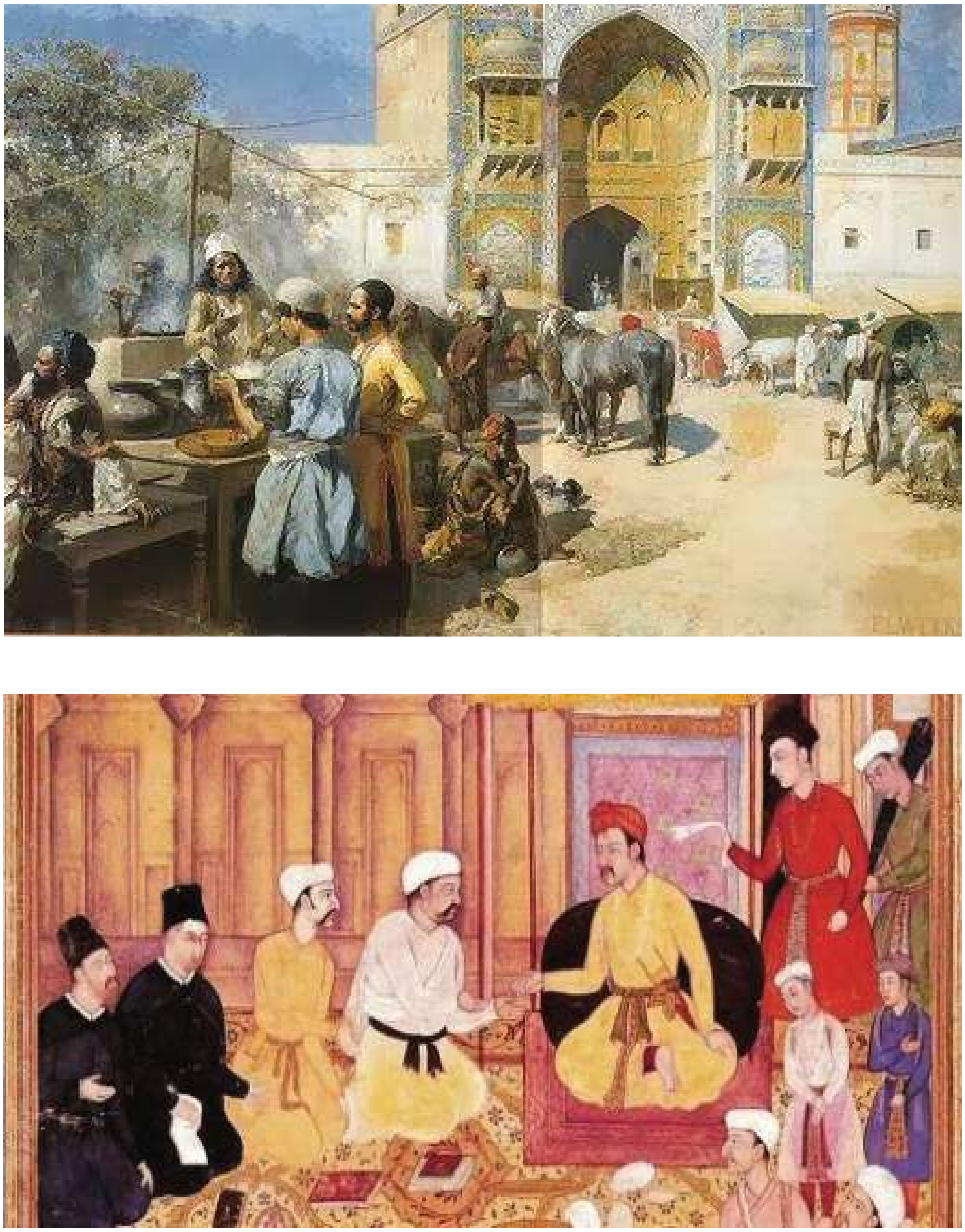

মুঘল আমলে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমের দুটি স্থিরচিত্র।

# কাস্টমস বিভাগ

## কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম, উপমহাদেশে তথা অবিভক্ত বাংলায় শুল্ক বিভাগের গোড়াপত্তন

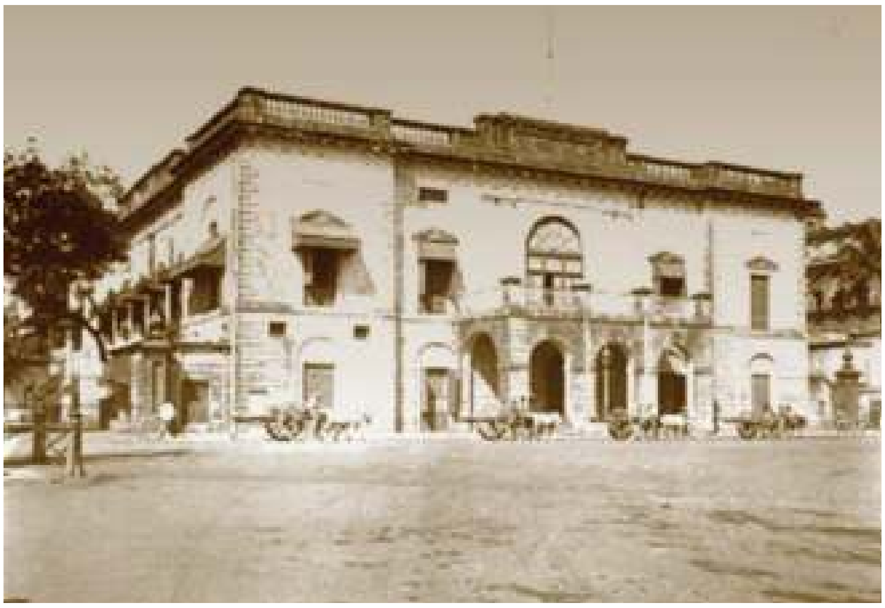

হলওয়েল সাহেবের বাড়ি, কলকাতা কাস্টমসের আদি কার্যালয়
ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, কলকাতা, ১৭৫৮ সাল।

বর্তমান কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

আনুমানিক ১৪৪০ সালে পর্তুগীজদের সময়ে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ বাংলার শাসক হিসেবে চট্টগ্রাম কাস্টমস এর গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশে দুটি কাস্টম হাউস বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হয়। অবিভক্ত ভারতে তৎকালীন কলকাতা কাস্টমসের কালেক্টরের অধীনে একজন ডেপুটি কালেক্টর চট্টগ্রাম কাস্টমের দায়িত্বে ছিলেন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে প্রথম চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে একজন কালেক্টর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস পূর্ণাঙ্গ কাস্টমস হাউসের মর্যাদা পায়।

# । কাস্টমস বিভাগ ।

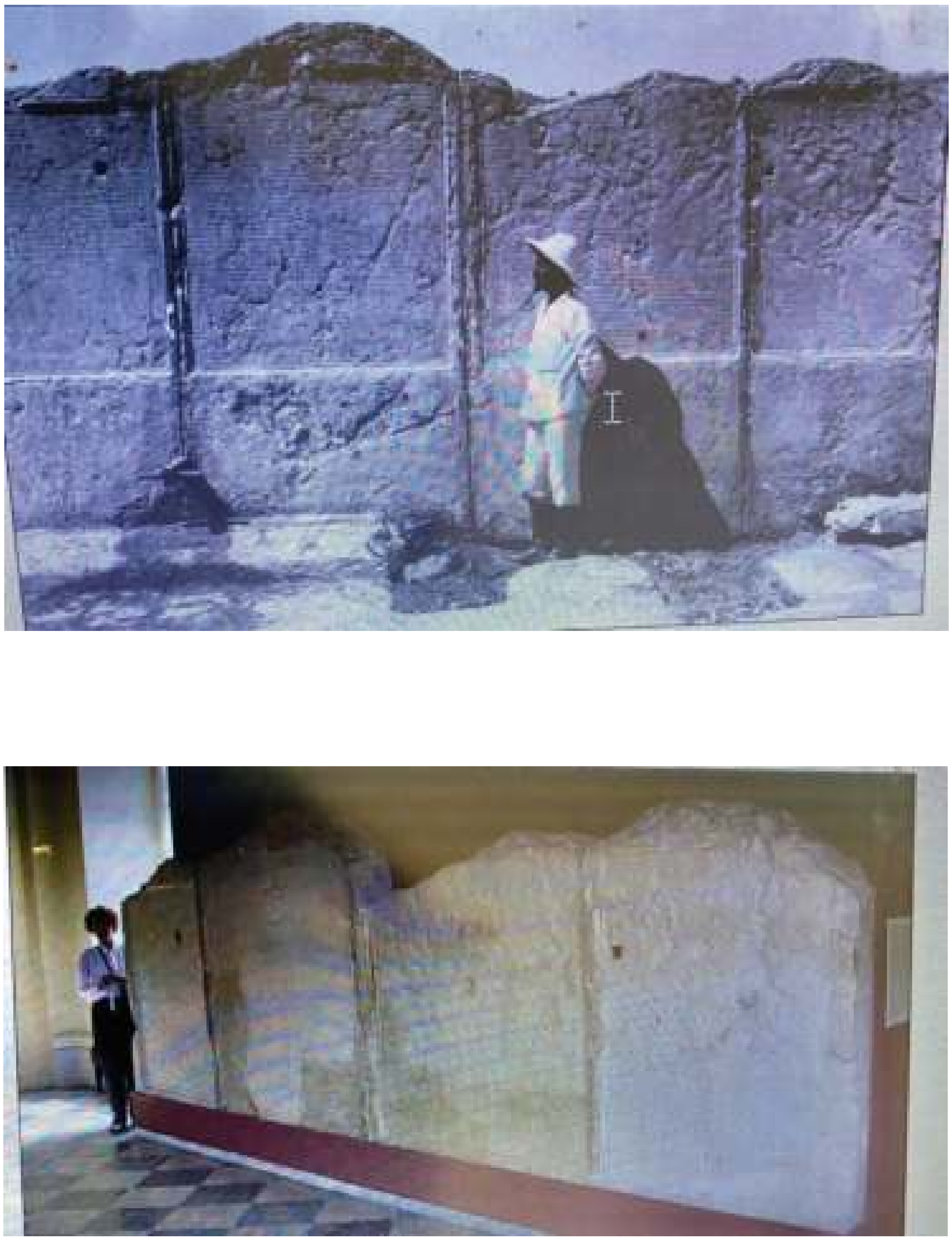

সিরিয়ার পালমেইর নামক স্থানে পৃথিবীর প্রথম খোদাইকৃত কাস্টমস ট্যারিফের লিখিতরূপ পাওয়া যায় (আনুমানিক ১৩৭ খ্রী.)। সেন্ট পিটার্সবার্গ যাদুঘরেও তা পরবর্তীতে স্থান পায় (দ্বিতীয় চিত্র)।

# । কাস্টমস বিভাগ ।

বিদেশ হতে প্রত্যাগত হলেই **Customs Declaration** এর প্রশ্ন চলে আসে।
১৯৬৯ সালের ২৪ জুলাই তারিখে নীল আর্মস্ট্রং এর নেতৃত্বে চাঁদ হতে তিন জন নভোচারী হাওয়াই হনুলুলু বন্দরে পদার্পন করেন।
তাঁদের সঙ্গে আনিত চাঁদের কিছু পাথর এবং মাটির **Customs Menifest Declaration** সংক্রান্ত স্থির চিত্র।

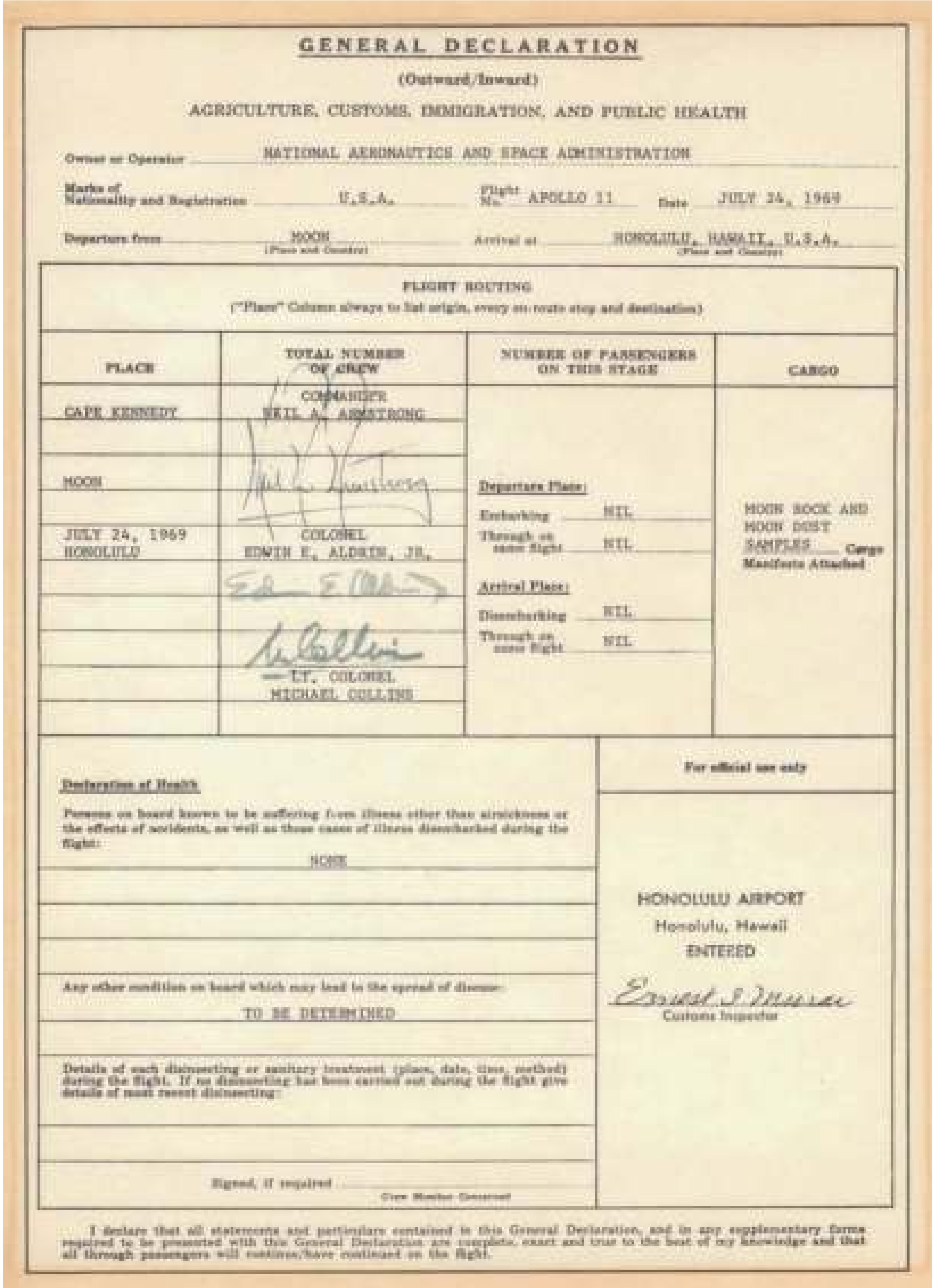

GENERAL DECLARATION

(Outward/Inward)

AGRICULTURE, CUSTOMS, IMMIGRATION, AND PUBLIC HEALTH

Owner or Operator: NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

Marks of Nationality and Registration: U.S.A. Flight No. APOLLO 11 Date: JULY 24, 1969

Departure from: MOON (Place and Country) Arrival at: HONOLULU, HAWAII, U.S.A. (Place and Country)

FLIGHT ROUTING

("Place" Column always to list origin, every en-route stop and destination)

| PLACE | TOTAL NUMBER OF CREW | NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE | CARGO |
|---|---|---|---|
| CAPE KENNEDY | COMMANDER<br>NEIL A. ARMSTRONG | | |
| MOON | | Departure Place:<br>Embarking NIL<br>Through on same flight NIL | MOON ROCK AND MOON DUST SAMPLES Cargo Manifests Attached |
| JULY 24, 1969<br>HONOLULU | COLONEL<br>EDWIN E. ALDRIN, JR. | Arrival Place:<br>Disembarking NIL<br>Through on same flight NIL | |
| | LT. COLONEL<br>MICHAEL COLLINS | | |

**Declaration of Health**

Persons on board known to be suffering from illness other than airsickness or the effects of accidents, as well as those cases of illness disembarked during the flight:

NONE

Any other condition on board which may lead to the spread of disease:

TO BE DETERMINED

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight give details of most recent disinsecting:

Signed, if required ____________
Crew Member Concerned

For official use only

HONOLULU AIRPORT
Honolulu, Hawaii
ENTERED

Customs Inspector

I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight.

# । কাস্টমস বিভাগ ।

## প্রাচীনকালে ব্যবহৃত কিছু বিল অব এন্ট্রি ও বাণিজ্যিক দলিলাদির নমুনা

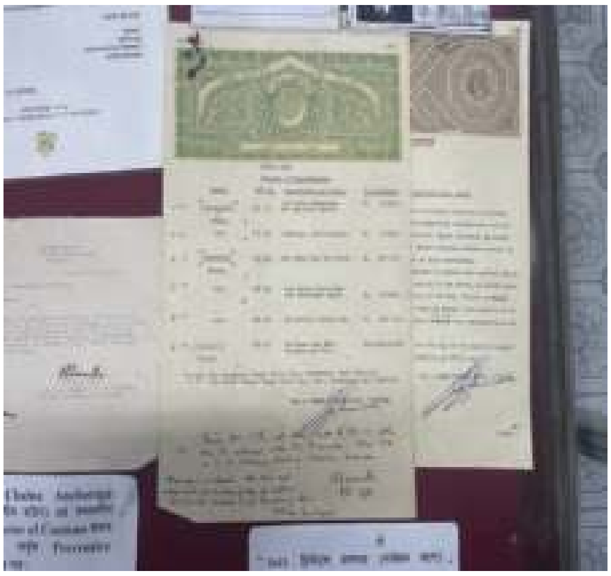

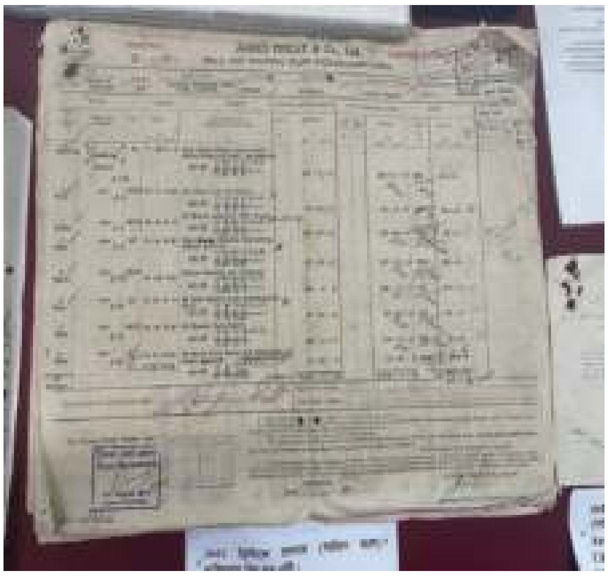

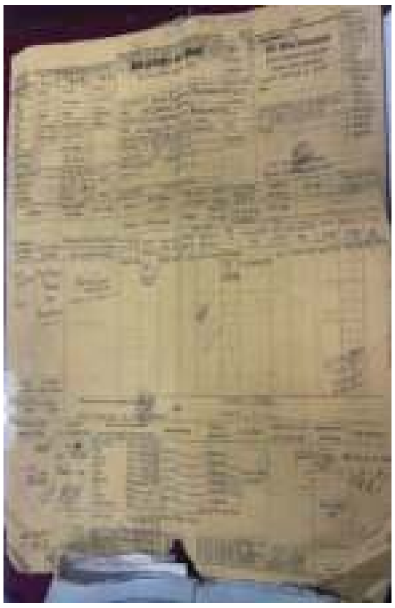

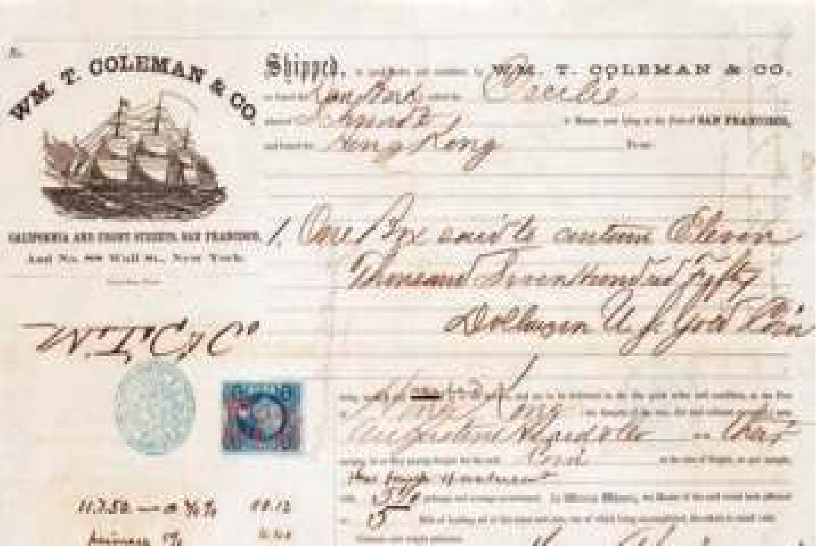

WM. T. COLEMAN & CO.

CALIFORNIA AND FRONT STREETS, SAN FRANCISCO,
And No. ... Wall St., New York.

Shipped, ... by WM. T. COLEMAN & CO.

... SAN FRANCISCO,

Hong Kong

1 One Box said to contain Eleven Thousand Seven hundred and fifty Dollars in U.S. Gold Coin

W.T.C.&Co.

১৯৫০ সালের হাতে লেখা একটি বিল অব লেডিং (জাহাজি দলিল) এর চিত্র।

৫
বাংলাদেশ ব্যাংক
5
পাঁচ টাকা
686593
FIVE TAKA

বাংলাদেশ ব্যাংক
BANGLADESH BANK
৫
5
পাঁচ টাকা
FIVE TAKA

# । কাস্টমস বিভাগ ।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত অত্যন্ত মূল্যবান পাথরের এবং
বিভিন্ন ধাতু দ্বারা তৈরী মূর্তি, প্রাচীন ধাতব ও কাগজী মুদ্রা, অস্ত্র ও দামী পাথর।
ইতিহাসের ঐতিহ্য এবং নিদর্শন বহনকারী দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমূহের চোরাচালান নিরোধে শুল্ক বিভাগ সদা তৎপর।
উল্লেখ্য, ধৃত এসব দামী বস্তু নিদর্শনসমূহ শুল্ক বিভাগের মূল্যবান মালামালের গুদামে সংরক্ষিত রয়েছে।

STATE BANK OF PAKISTAN
TEN RUPEES
10

# | কাস্টমস বিভাগ |

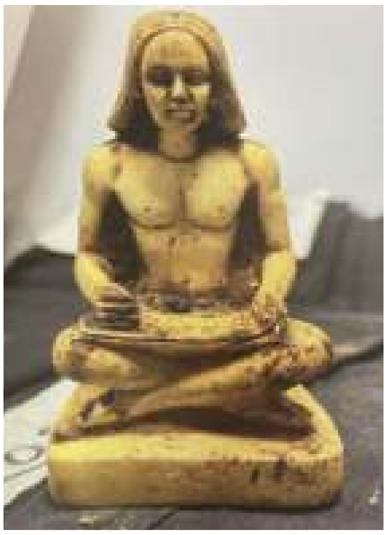

# । কাস্টমস বিভাগ ।

কাস্টমস কর্তৃক ধৃত কঠিন শিলা

# । কাস্টমস বিভাগ ।

**রাজস্ব আহরণ শুল্ক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও দেশের পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন, মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি বন্ধ, চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধসহ নকল ও ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তে কাস্টমসের তৎপরতা।**

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত নিষিদ্ধ কোকেন।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণের বার।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত ২৬ কোটি টাকা মূল্যের রোলস রয়েস গাড়ী।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত ৪২ টন পোস্তদানা।

মৈত্রি এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ৪.৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার আটক।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত দুই কন্টেইনার সিগারেট।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত ১০০ কোটি টাকা মূল্যের নকল ব্যান্ডরোল।

সিলেট কমিশনারেট কর্তৃক আটককৃত অবৈধ সিগারেট।

# । কাস্টমস বিভাগ ।

চট্টগ্রাম বন্দরে মিথ্যা ঘোষণায় আমদানিকৃত সিগারেট।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত ভারতীয় মুদ্রা গণনা চলছে।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণের বার।

কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত বিদেশী মদ।

তামাবিল এলসি স্টেশনে কাস্টমস গোয়েন্দা
কর্মকর্তাদের নিবারক তৎপরতা-
একটি ভারতীয় আমদানি চালানের
আইজিএম পরীক্ষন।

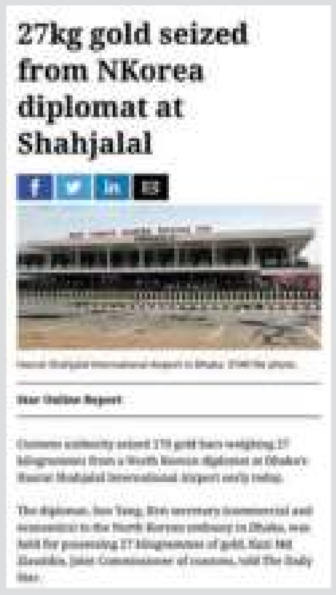

27kg gold seized from NKorea diplomat at Shahjalal

উত্তর কোরিয়ার কুটনৈতিকের
কাছ থেকে ২৭ কেজি
স্বর্ণ আটকের খবর।

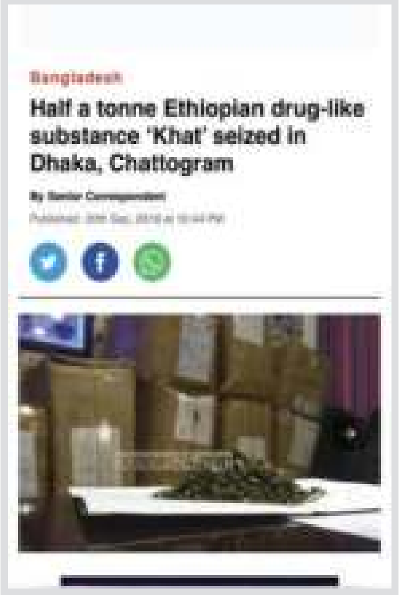

Bangladesh

Half a tonne Ethiopian drug-like substance 'Khat' seized in Dhaka, Chattogram

By Senior Correspondent

২৩ আগস্ট, ২০১৮ গ্রীণ টি ঘোষণায়
নতুনধরণের মাদক 'ইথিওপিয়ান খাত'
চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃক আটকের খবর।

# । কাস্টমস বিভাগ ।

Customs Hall
CUSTOM HOUSE, DHAKA
National Board of Revenue

সম্প্রতি ঢাকা কাস্টম হাউস কর্তৃক
ত্রিশটি স্বর্ণবার আটকের চিত্র।

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণের বার।

চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃক ধ্বংসযোগ্য মালামাল বিনষ্টকরণ প্রস্তুতি।

বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃক ধৃত অবৈধ ও
আমদানি নিষিদ্ধ বিদেশী মালামাল।

নিবারক তৎপরতার মাধ্যমে কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক আটককৃত
এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা, ০৬ আগস্ট, ২০২২

ঢাকা এয়ারপোর্টে কাতার এয়ারওয়েজ এর স্টাফের
নিকট থেকে ৬.৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার আটক।

বিদেশী নাগরীক হতে ধৃত দুর্লভ প্রজাতির
৩০০ ভারতীয় কচ্ছপ।

# । কাস্টমস বিভাগ ।

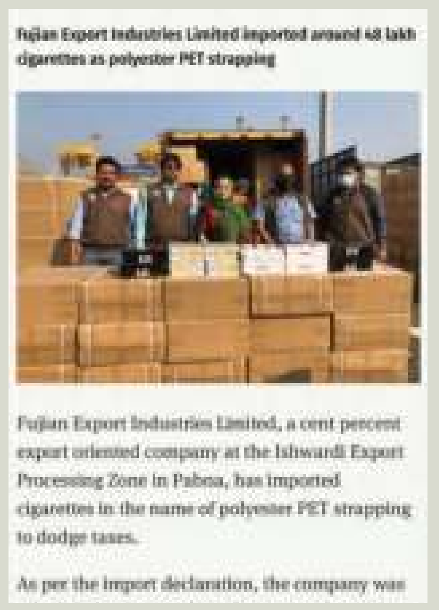

Fujian Export Industries Limited imported around 48 lakh cigarettes as polyester PET strapping

Fujian Export Industries Limited, a cent percent export oriented company at the Ishwardi Export Processing Zone in Pabna, has imported cigarettes in the name of polyester PET strapping to dodge taxes.

As per the import declaration, the company was

পলেস্টার পেট ঘোষণার আড়ালে
অবৈধ সিগারেট আমদানি।

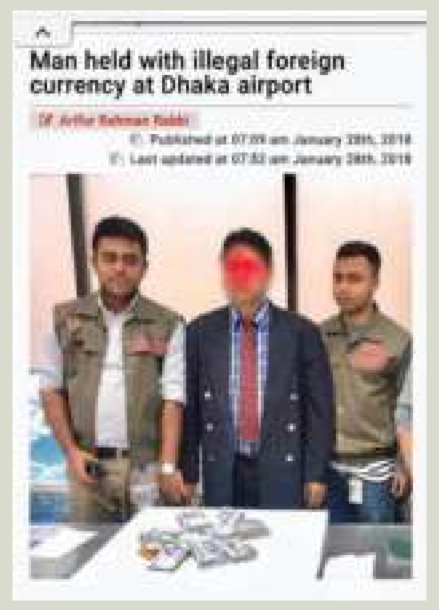

Man held with illegal foreign currency at Dhaka airport

Arifur Rahman Rabbi

Published at 07:09 am January 28th, 2018

Last updated at 07:53 am January 28th, 2018

শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক
বিমান বন্দরে ৩,২৭,০০০ সৌদি রিয়াল আটক।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস
গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণসহ চাইনিজ নাগরিক। জুলাই ০৭, ২০১৯

ঢাকা বিমানবন্দরে ৪৫ কেজি স্বর্ণসহ তিনজন
মালয়েশিয়ান নাগরিক আটক। ১১ অক্টোবর, ২০১৫

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস কর্তৃক
আটককৃত আমদানি নিষিদ্ধ বিদেশী ঔষধ, সেপ্টেম্বর ০৪, ২০১৮

কাতার এয়ারওয়েজের
সিটের নীচ হতে স্বর্ণ উদ্ধার।

# আয়কর বিভাগ

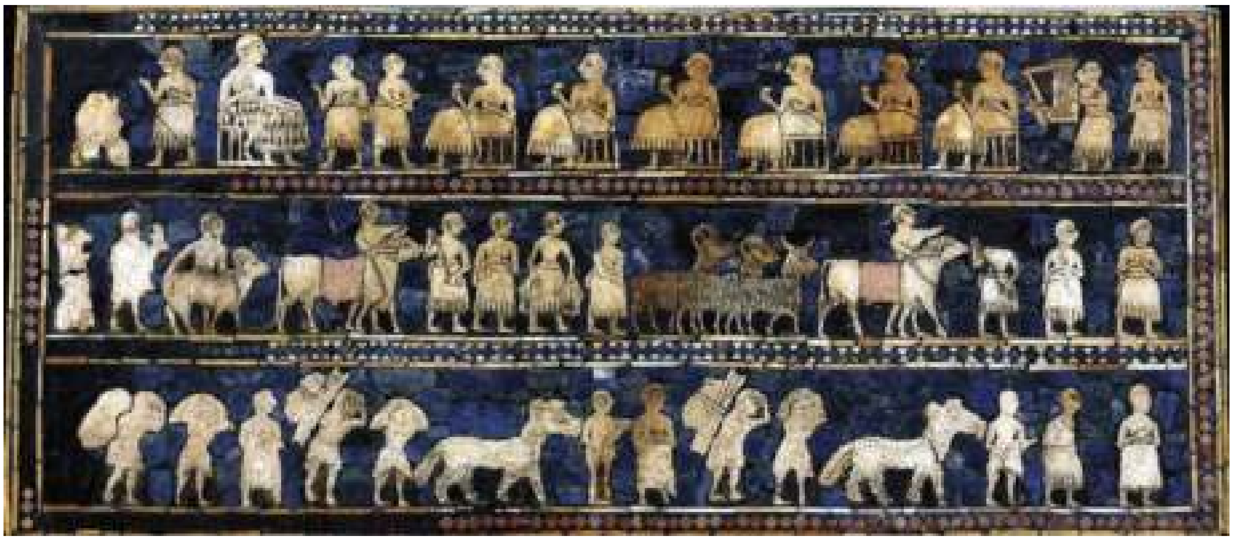

আদিম যুগে আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে পশু ব্যবহার করা হতো।

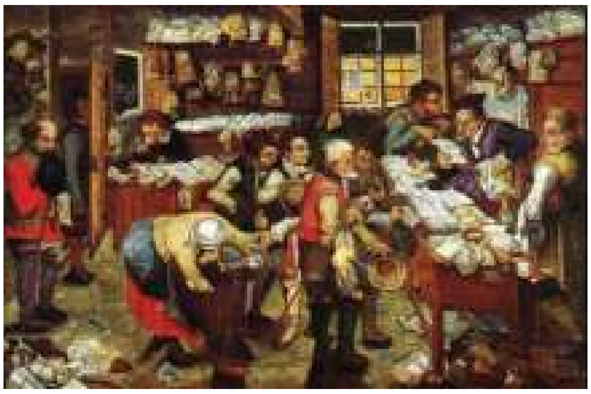

ওয়ারেন হ্যাস্টিংস এর সময়কার একটি আয়কর অফিস)

উনিশ শতকের প্রথম দিকে লন্ডনে ইনকাম ট্যাক্স অফিস

উনিশ শতকের প্রথম দিকে লন্ডনে ইনকাম ট্যাক্স অফিস

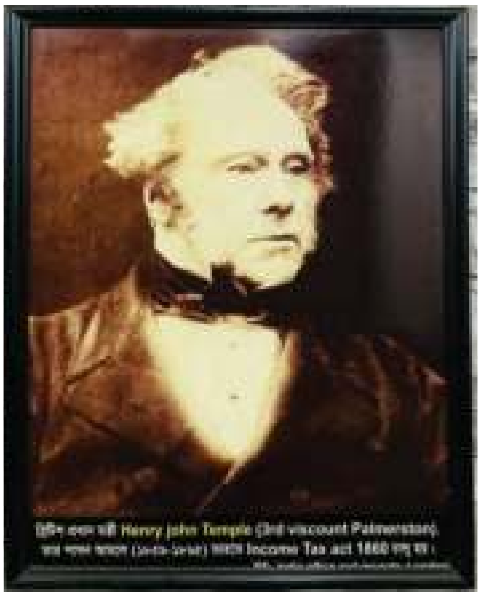
Henry John Temple (3rd viscount Palmerston),
Income Tax act 1860

Income Tax Act, 1922

# । আয়কর বিভাগ ।

রানী ভিক্টোরিয়া- যার শাসন আমলে ভারতে (১৮৬০)
প্রথম আয়কর আইন চালু হয়।

ইনল্যান্ড রেভেনিউ অফিস লন্ডনে ব্যবহৃত লোগো (১৮৬৬)

২৩ জানুয়ারী, ১৬০১ সালে রানী এলিজাবেথ ১ কর্তৃক ইষ্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য যাত্রা করার
অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ফরমান।

স্যার জন মেকফারসন। ১৭৮৫-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের
অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তখন ১৭৮৬ সালের
১২ জুন ভারতের বোর্ড অব রেভিনিউ গঠিত হয়।

# | আয়কর বিভাগ |

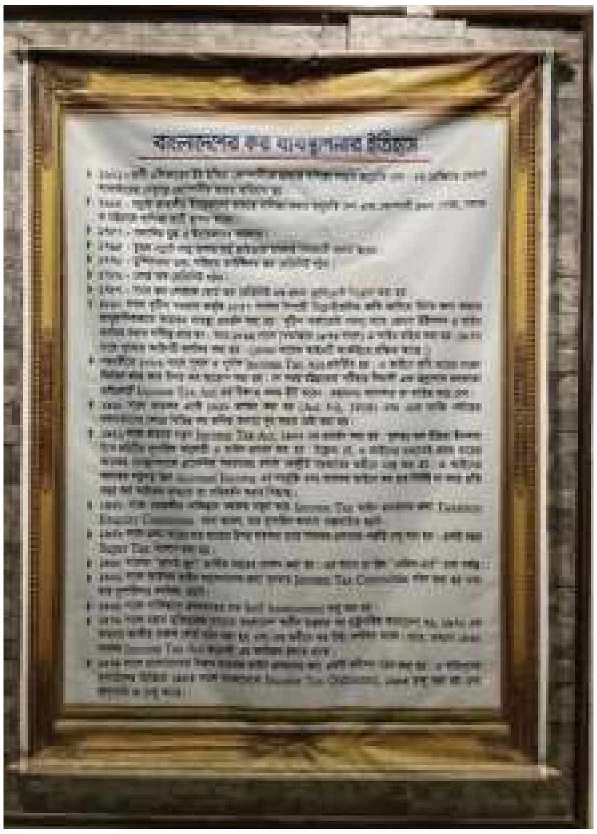

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাপনার ইতিহাস

১৯২০ সালে করদাতারা একটি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে রিটার্ন জমা দিচ্ছেন

Inland Revenue Office 1886-London

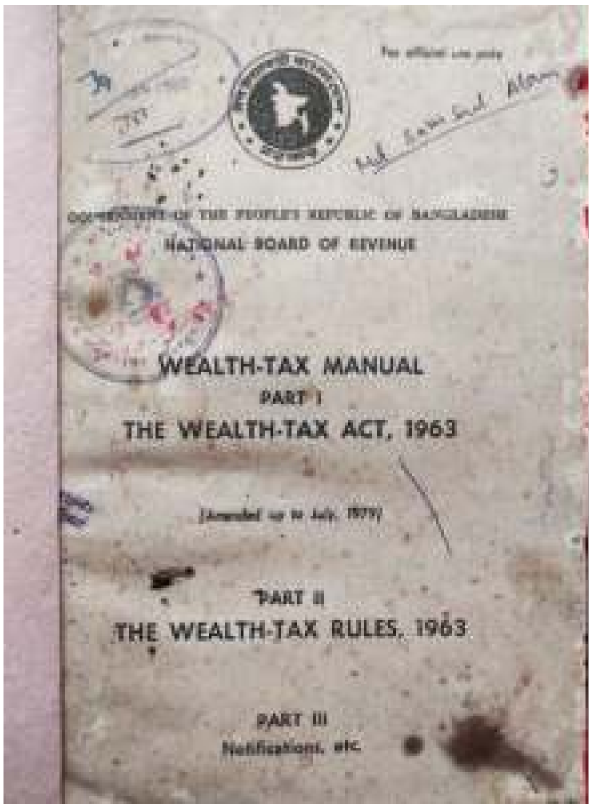

For official use only

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
NATIONAL BOARD OF REVENUE

WEALTH-TAX MANUAL
PART I
THE WEALTH-TAX ACT, 1963

(Amended up to July, 1979)

PART II
THE WEALTH-TAX RULES, 1963

PART III
Notifications, etc.

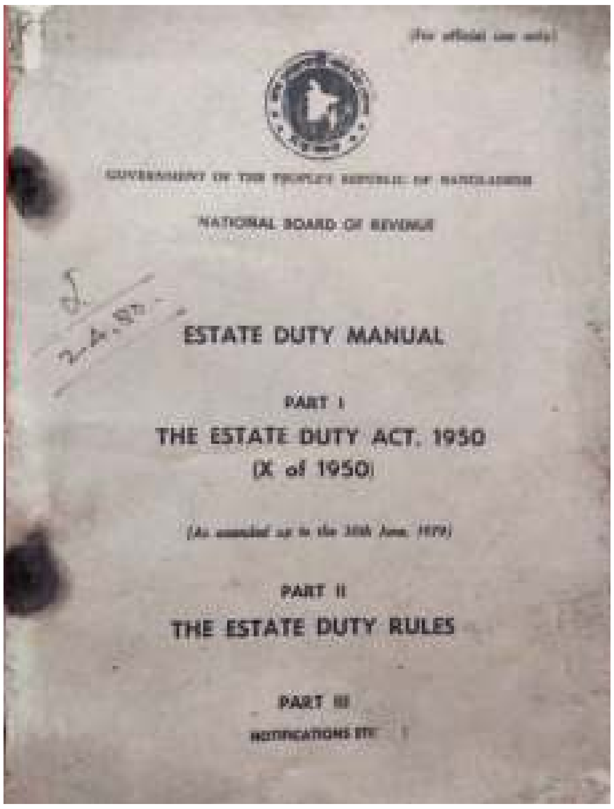

(For official use only)

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
NATIONAL BOARD OF REVENUE

ESTATE DUTY MANUAL

PART I
THE ESTATE DUTY ACT, 1950
(X of 1950)

(As amended up to the 30th June, 1979)

PART II
THE ESTATE DUTY RULES

PART III
NOTIFICATIONS ETC

## রাজস্ব বিভাগে নারী কর্মকর্তাগণ সাহসিকতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, এর ধারাবাহিকতায়–

**ফেরদৌস আরা বেগম**

বাংলাদেশের প্রথম নারী কর কমিশনার,
১৯৭৭ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে আয়কর বিভাগে যোগদান করেন,
১১ আগস্ট, ২০০৫ তারিখে তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

**হাসিনা খাতুন**

বাংলাদেশের প্রথম নারী কাস্টমস ও ভ্যাট কমিশনার,
১৯৭৯ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগে যোগদান করেন,
১১ মার্চ, ২০০৪ তারিখে তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

# মূল্য সংযোজন কর বিভাগ

**Maurice Lauré was a French economist who is best known for inventing and introducing value added tax in France,**

**Dr. Georg Wilhelm von Zemens the German industrialist, landowner and royal Prussian privy councillor from the Siemens family in 1918 proposed the general idea of tax on valueaddition.**

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ ।

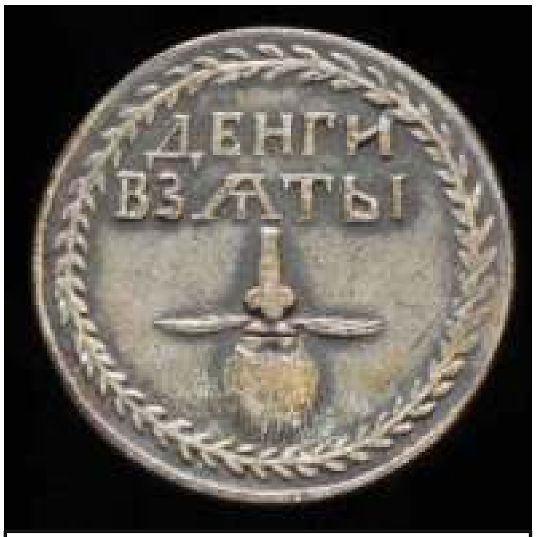

**Beard Token**

Beard Tax is a governmental policy that requires men to pay for the privilege of wearing a beard. Those who paid the tax were required to carry a "Beard Token"

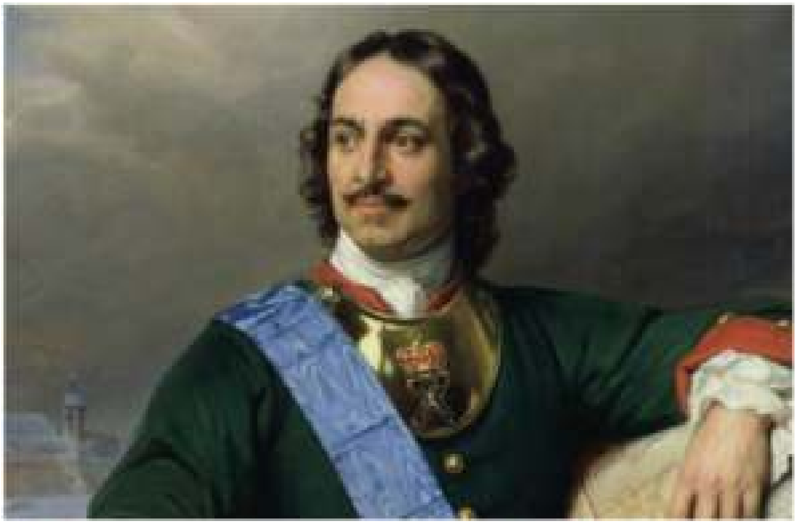

In 1698, Tsar Peter (I) known as Peter the Great established a Beard Tax in Russia.

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ।

Britain's Salt Act of 1882 prohibited Indians from collecting or selling salt, a staple in their diet. Indian citizens were forced to buy the vital mineral from their British rulers, who, in addition to exercising a monopoly over the manufacture and sale of salt, also charged a heavy salt tax.

ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কালেক্টরেট-এ যাঁরা কালেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন
তাঁদের নামের তালিকা (সম্মাননা বোর্ড) ১৯৪৭ সাল হতে।

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ ।

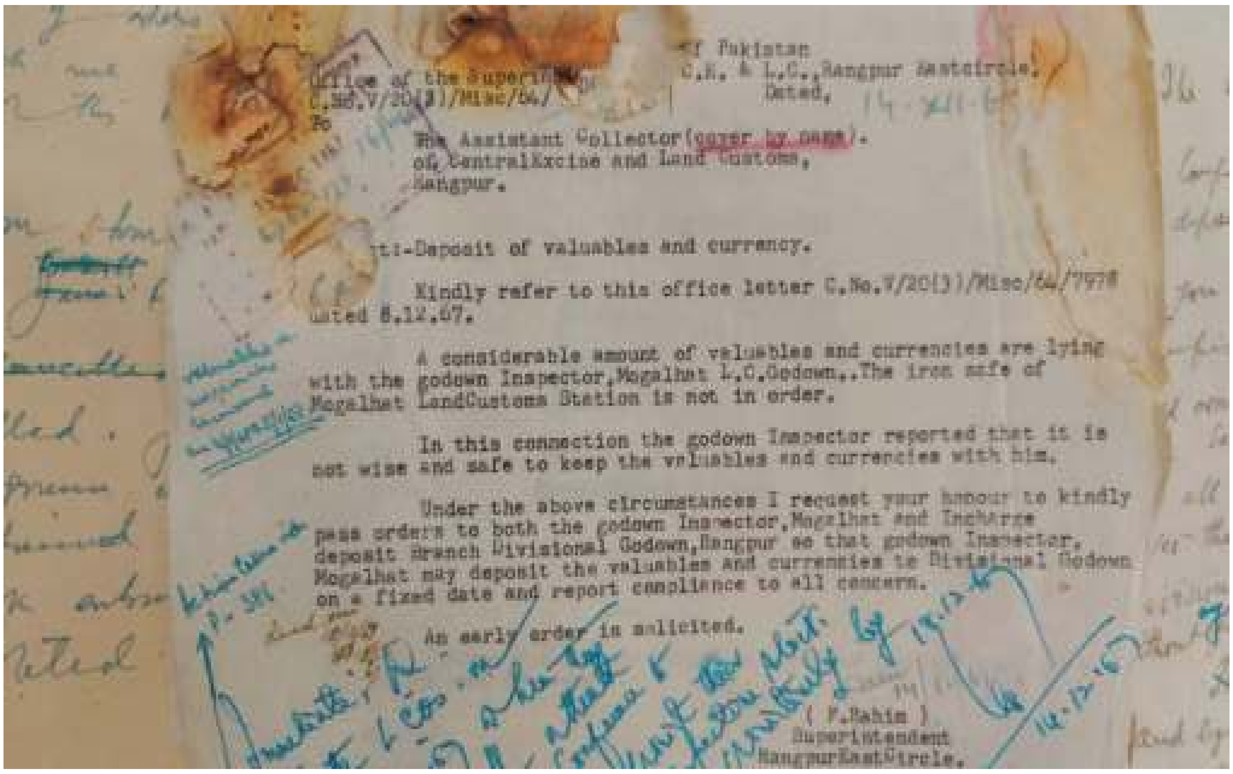

f Pakistan
Office of the Superi
C.No.V/20(3)/Misc/64/
C.E. & L.C., Rangpur Eastcircle,
Dated, 14-12-67

To
The Assistant Collector (cover by name).
of Central Excise and Land Customs,
Rangpur.

Sub:-Deposit of valuables and currency.

Kindly refer to this office letter C.No.V/20(3)/Misc/64/7978 dated 8.12.67.

A considerable amount of valuables and currencies are lying with the godown Inspector, Mogalhat L.C. Godown.. The iron safe of Mogalhat Land Customs Station is not in order.

In this connection the godown Inspector reported that it is not wise and safe to keep the valuables and currencies with him.

Under the above circumstances I request your honour to kindly pass orders to both the godown Inspector, Mogalhat and Incharge deposit Branch Divisional Godown, Rangpur so that godown Inspector, Mogalhat may deposit the valuables and currencies to Divisional Godown on a fixed date and report compliance to all concern.

An early order is solicited.

( F. Rahim )
Superintendent
Rangpur East Circle.

১৯৬৭ সালে তৎকালীন রংপুর ডিভিশনের আওতাধীন লালমনিরহাট জেলায়
মোগালহাট এলসি স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক ভ্যালুয়েবল গোডাউন সংক্রান্ত লিখিত পত্র।

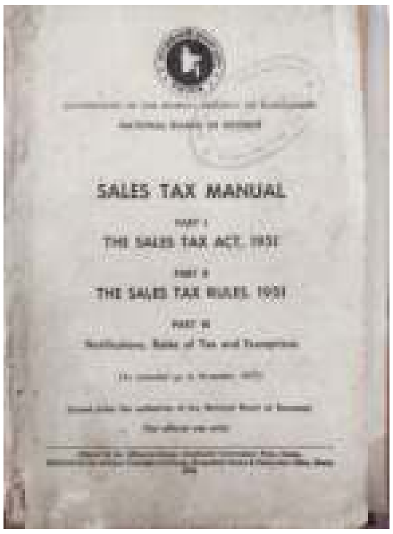

SALES TAX MANUAL
PART I
THE SALES TAX ACT, 1951
PART II
THE SALES TAX RULES, 1951
PART III
Notifications, Rates of Tax and Exemption

১৯৫১ সালের বিক্রয় আইন

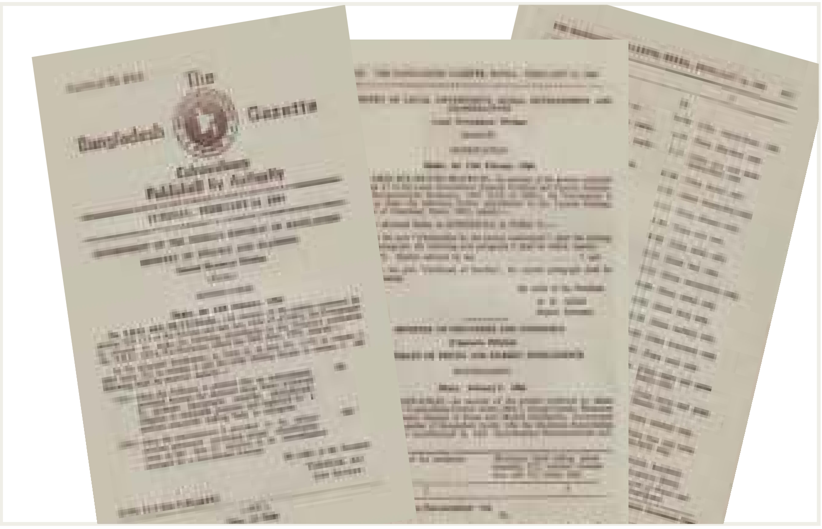

The Bangladesh Gazette
Extraordinary
Published by Authority

১৯৮৪ সালের এক্সাইজ এস আর ও

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ ।

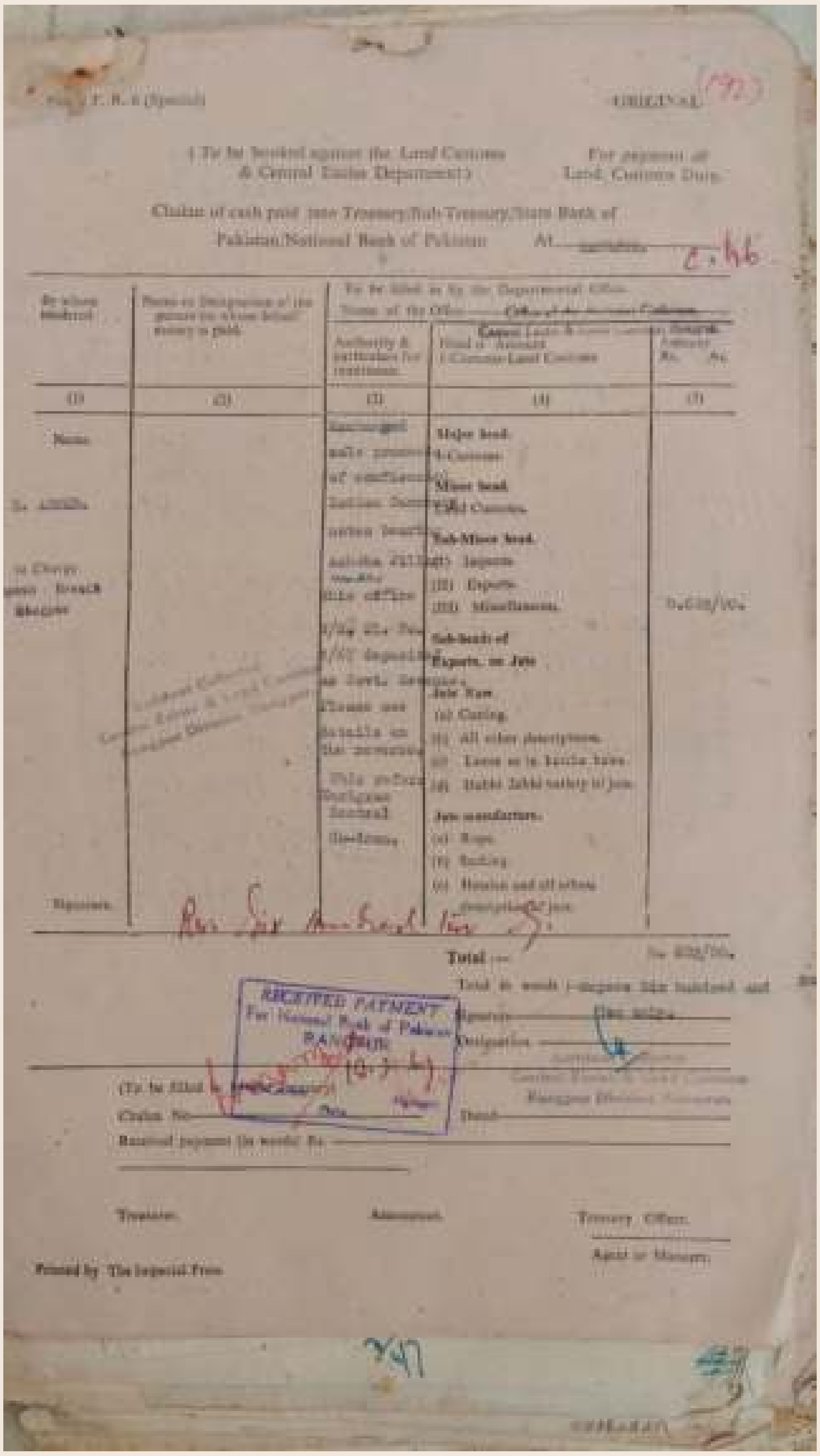

ORIGINAL

(To be booked against the Land Customs & Central Excise Department) For payment of Land Customs Duty

Chalan of cash paid into Treasury/Sub-Treasury/State Bank of Pakistan/National Bank of Pakistan At

| By whom tendered | Name or Designation of the person on whose behalf money is paid | Authority & particulars for remittance | Head of Account | Amount Rs. As. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Name | | | Major head Customs<br>Minor head Land Customs<br>Sub-Minor head<br>(i) Imports<br>(ii) Exports<br>(iii) Miscellaneous<br>Jute manufactures<br>(a) Rope | |
| Signature | | | | |

Total —

ACCEPTED PAYMENT
For National Bank of Pakistan
RANGPUR

Signature

Designation

Challan No.

Received payment (in words) Rs.

Treasurer. Accountant. Treasury Officer.

Agent or Manager.

Printed by The Imperial Press

১৯৬১ সালে রংপুর ডিভিশনের আওতাধীন ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের আমদানীর বিপরীতে ব্যাংকে জমাকৃত ট্রেজারী চালান।

# | মূল্য সংযোজন কর বিভাগ |

১৯৬৬ সালে নির্মিত যতিন্দ্রমোহন লাহিড়ীর
জমিদার ভবনে তৎকালিন রংপুর ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর।

প্রাচিন স্থাপনায় যশোর কালেক্টরেট ভবন।

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ ।

EFDMS এর প্রথম লটারি ড্র অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি : আবু হেনা রহমাতুল মুনিম

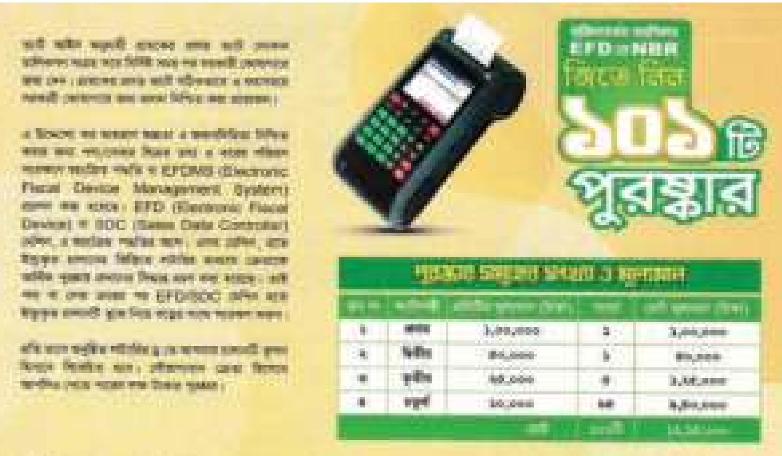
EFD তে NBR
জিতে নিন
১০১ টি
পুরস্কার

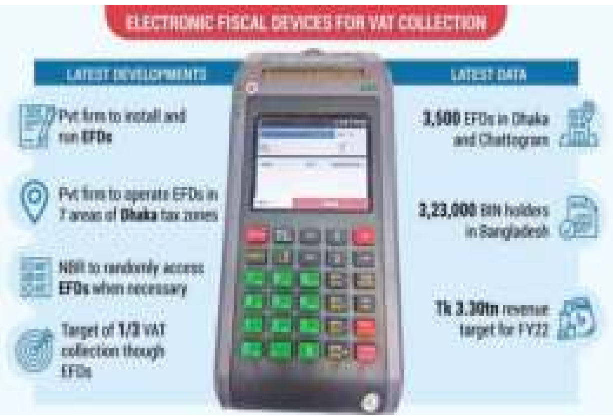
ELECTRONIC FISCAL DEVICES FOR VAT COLLECTION
LATEST DEVELOPMENTS
Pvt firms to install and run EFDs
Pvt firms to operate EFDs in 7 areas of Dhaka tax zones
NBR to randomly access EFDs when necessary
Target of 1/3 VAT collection though EFDs
LATEST DATA
3,500 EFDs in Dhaka and Chattogram
3,23,000 BIN holders in Bangladesh
Tk 3.30tn revenue target for FY22

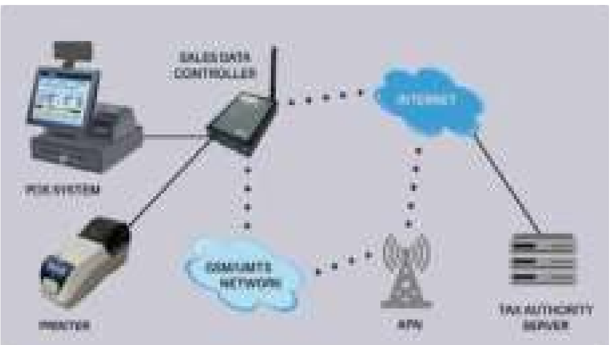
SALES DATA CONTROLLER
INTERNET
POS SYSTEM
GSM/UMTS NETWORK
PRINTER
APN
TAX AUTHORITY SERVER

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় **EFD, SDC** এনবিআর সার্ভারের সাথে যুক্ত হয়ে দক্ষ কর আহরণে ভূমিকা রাখছে।

শপিংমল, বিপণীবিতান এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে রাজস্ব আদায়ে **EFD** ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।
**NBR** সার্ভারের সাথে **EFD Data** যুক্ত হওয়ায় কাজের তদারকিও সহজ হয়েছে।

# । মূল্য সংযোজন কর বিভাগ ।

সেবাখাতে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে
উল্লেখযোগ্য মূসক অর্জিত হয়।

**EFD** এবং **POS Software** চালান গ্রহণে
ক্রেতারা এখন অধিক সচেতন,
ব্যবসায়ীদের মধ্যেও **EFD** জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

নকল ব্যান্ডরোল/পণ্য ইত্যাদি জব্দকরণ ও নিবারক কার্যক্রম।

কারখানা হতে মূসক দলিলাদি জব্দকরণ।

রেস্টুরেন্টে **EFD** মেশিন কার্যক্রম পর্যবেক্ষন
করছেন ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তারা।

# Enhancing tax Morale of the Citizens

**Md. Saifur Rahman**

## Introduction:

Modern tax system is a self-assessment system which means that the tax payers themselves calculate their income and amount of tax payable. The success of a self-assessment tax system relies heavily on the voluntary tax compliance of the tax payers. One of the driving factors of voluntary tax compliance is tax morale of the citizens. High tax morale is closely associated with tax compliance and tax compliance is connected with the government's ability to collect more revenue to fund public expenditure.

Countries with high Tax GDP ratio generally have high tax morale (OECD , 2019). Bangladesh is a country where Tax GDP ratio is very low which is leading to widening overall budget deficit every year, the result of which is huge borrowing from domestic and external sources. In order to reduce the gap between expenditure and revenue, Bangladesh must increase the Tax GDP ratio. Enhancing the tax morale of the citizens can be an effective measure to increase voluntary tax compliance and Tax GDP ratio.

## Problem Statement:

Tax is the main source of government revenue. Tax GDP ratio is one of the widely used indicators for measuring the capacity of the tax department to mobilize enough revenue to meet up government expenditures. In Bangladesh, the Tax GDP ratio is lower than most of the countries. According a publication of Asian Development Bank, in 2019, the Tax GDP ratio was only 8.9 ( A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia and the Pacific Fifth Edition), Asian Development Bank)

Low Tax GDP ratio indicates low tax morale of the citizens. According to the NBR data, the number of people with Tax Payer Identification Number (TIN) in the country is about 8.4 million. Number of taxpayers who have submitted their tax returns in FY22 was only 2.3 million. Compared to total population, which is 16.51 Crore (Population and Housing Census, 2022, BBS), the TIN holders are only 5.08 per cent of the total population and number of tax return submitting tax payers is only 1.39 per cent. In contrast, in USA, about 45 per cent of the population pays taxes. Even in India number of tax payers is 6.25 per cent of the total population (Anon., 2022). Bangladesh aspires to be an upper middle-income country by 2031 and a high-income country by 2041 (Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041). To attain the development target, Bangladesh has no alternative but to increase Tax GDP ratio and collect more resources from domestic sources. The present study is an attempt to explore the underlying causes of low tax morale and suggest some effective measures to enhance tax morale of the citizens of Bangladesh.

## What is Tax Morale:

Tax Morale can be defined as the intrinsic motivation to pay taxes (OECD, 2019). It is a driving force that encourages the tax payers to pay the right amount of tax payable as per the existing law. Tax morale measures tax payers' perception and attitude of paying and evading taxes. High tax morale implies tax payers‘ high ethical standard in paying taxes, whereas low tax morale means tax payers’ reluctance to pay taxes. Tax compliance begaviour of the tax payers is shaped by tax morale which is significantly correlated with strategies of tax effort across countries (Sebele-Mpofu, 2020).

## Literature Review:

Cologne school of tax psychology was the first to come up with the concept of tax morale in the 1960s (Schmölders, 1970). At the beginning, it was not well received as a factor influencing tax compliance (Torgler, 2004). As a theoretical concept, tax morale has attracted the attention of the researchers from 1990s and has become a central issue in empirical research on tax compliance (Torgler, 2011).

Tax morale represents a significant factor that affects tax compliance and plays a sizeable role in explaining tax compliance decisions (Singhal, 2014). Although a high level of tax morality does not automatically result in a high level of tax compliance, it becomes quickly apparent by analyzing the results of previous empirical studies that tax morale has a strong effect on various forms of tax non-compliant behaviours. Lower levels of tax morale are associated with higher levels of tax evasion/lower levels of tax compliance (Porcano, 2016). There are various factors that affect tax morale. These factors are grouped into three main categories: formal institutions which include factors related to governance and countries’ structural conditions; informal institutions which include the social influences; and socio-demographic characteristics and personal values (Horodnic, 2018).

## Analysis:

Although very few studies have been done in Bangladesh on the causes of low tax morale of the its citizens, a good number of studies are available internationally on the citizens of other countries. The findings of those studies can be a guide to studying the causes of low tax morale in Bangladesh.

In the yellow Marking table below is a list of research findings on factors affecting tax morale which is compiled by Favourate Y. Sebele-Mpofu in the article Governance Quality and Tax Morale and Compliance in Zimbabwe’s Informal Sector (Sebele-Mpofu, 2020).

Ioana Alexandra Horodnic (2018) in the article ‘Tax Morale and Institutional Theory: A Systematic Review’ identified a number of reasons affecting the tax morale. 1. an asymmetry between the laws and regulations and the socially shared unwritten norms 2. Low trust in public authorities 3. perceived fairness and effectiveness of the government spending 4. perceived level of corruption 5. Perceived procedural justice (citizens are treated in a respectful, impartial and responsible manner by the tax authority) 6. Perceived procedural fairness (citizens perceive that the share they pay is fair in comparison with the share paid by others) 7. Perceived redistributive justice (citizens believe that they receive the goods and services they deserve according to the paid taxes) 8. lack of trust in other taxpayers and the perception that tax evasion is widespread in a society 9. Deterrence measures (High risk of detection/expected sanctions associated with higher

| Variable Investigated | Outcome/Findings | Research Studies |
|---|---|---|
| Trust in public authorities | A tax morale is driven by the level of trust in public authorities. The lower the level of trust in public authorities the lower tax morale and the opposite is true. | Daude et al. (2013), Chan et al. (2017), Filippin et al. (2013), Vythelingum et al. (2017) |
| Governance quality/delivery of public goods and services | The higher the quality of public governance and that of goods and services delivered by government, the higher the levels of tax morale and tax compliance. | Alasfour, Samy and Bampton (2016), Frey and Torgler (2007), Vythelingum et al. (2017) |
| Government fairness perceptions | The lower the perceived fairness, the lower the tax morale. | Alasfour et al. (2016), Çevik (2016), Cyan et al. (2016) |
| Government spending | Tax morale is positively influenced if revenues are convincingly spent on infrastructure, education, health and other services. | Daude et al. (2013), C. C. Williams and Krasniqi (2017), Dickerson (2014) |
| Corruption | Widespread corruption negatively impacts on tax morale and tax compliance. | Jahnke (2015), Jahnke (2017), C. C. Williams and Krasniqi (2017) |
| Regulation and institutional effectiveness | Effective regulatory environment where democracy is upheld escalates tax morale. | Topal and Sahin (2017), C. C. Williams and Krasniqi (2017), Torgler (2003a), Leonardo and Martinez-Vazquez (2016) |
| Voice (democracy) and accountability | Voice (democracy) and accountability are positively related to tax morale. | Filippin et al. (2013), Koumpias and Martinez-Vazquez (2019), Cyan et al. (2016) |

tax morale) 10. Government Expenditure (i.e. social protection, education, health) 11. Tax rate. According to this study, a high tax morale is associated with a high level of trust in government, trust in parliament, trust in the court and legal system and rule of law, trust in tax authority and tax officials and trust in public officials (Horodnic, 2018).

Erstu Tarko Kassa (2021) in the study 'Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers' found that moral obligation, tax fairness and tax knowledge significantly influence tax payers in engaging in tax evasion and hence have evidential impact on the tax morale (Kassa, 2021)

The low tax morale of the citizens of Bangladesh can be explained by the findings of the above-mentioned studies.

Trust in public authorities have significant impact on tax morale. In Bangladesh, trust in public institutions is not satisfactory. People have low trust on government and other public authority including judiciary (Akanda, 2016). The citizens have general perception that most of the public institutions are not working for the best interest of the citizens. Huge gap between the people's expectation and perceived performance of the public authorities and public institutions demotivates the citizens to pay taxes.

Quality of overall governance and delivery of services by the public offices form an opinion and trust of common people about the public offices. In Bangladesh, people are not happy with the with the public offices on the way the public services are delivered. Failure to get proper services from public offices is another demotivating factor for the citizens to pay taxes to the public exchequer.

Though tax is unrequited payment, citizens expect benefits in the form of planned infrastructure, quality education, better health services, safety and security. Though Bangladesh has made tremendous development with respect to infrastructure, there is serious issue with quality education, better health services, safety and security, which is a significant cause of low tax morale.

People's perception about how the money collected by the government through taxes is being utilized has an effect on people's tendency of paying taxes. If people perceive that there is lack of transparency in public sector and public money is not being used properly for the benefits of the citizens, tax morale will be lower. Corruption is very rampant in Bangladesh. Lack of transparency and accountability in public spending causes the tax morale to drop, even for an honest tax payer.

Tax morale will be higher where the citizens perceived the tax system to be fair. Existence of widespread tax evasion in Bangladesh destroys this principle. Tax payers who are paying taxes regularly may think that if their neighbors can go without paying taxes, why will they pay taxes? Absence of deterrence measures is another factor that contributes to low tax morale. In Bangladesh, enforcement of tax laws is not very strong. Tax department lacks capacity to detect tax evaders. If the habitual tax evaders can go without paying year after year without the fear of being caught, there is no reasons for them to comply the tax laws.

Knowledge gap can be a barrier to tax compliance and it can lead to low tax morale. In Bangladesh, tax education has not been incorporated in the national curricula. Most of the tax payers are not aware of the tax laws and other compliance issues. As a result, they may become non-compliant even without knowing the fact that they have become tax non-compliant.

## Recommendations and Conclusion:

Low tax morale of the citizens of Bangladesh is a consequence of multiple factors. Some decisive and visible actions are to be taken in order to create an intrinsic urge in the citizens to pay the right amount of tax. Improving the quality-of-service delivery can be the first step so that citizens can get those services with ease. The trust of the citizens on the public institutions should be brought back through continuous improvement of the public institutions. Curbing corruption in the public sector is crucial. Steps should be taken to ensure proper utilization of public moneys and stop wasteful expenditures. The institutional capacity of the revenue department has to be strengthened through automation and logistic support. Strong enforcement has to be ensured so that tax evaders cannot go unpunished. Tax education should be incorporated in the national curricula.

Enhancing the tax morale of the citizens is not a matter of one day. A proper strategy with both short-term and long-term objectives and actions should be taken to build the trust of the citizens on public sector.

## References

Akanda, M. M. M., 2016. *Citizens' Trust in Public Institutions: Exploring Trust in Public Officials of Bangladesh.* s.l.:s.n.

Anon., 2022. *Why Should I pay tax.* [Online]
Available at: https://incometaxindia.gov.in/Charts%20%20Tables/Why%20should%20I%20pay%20tax.htm

Horodnic, I. A., 2018. Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy,* Volume 38.

Kassa, E. T., 2021. Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Journal of Innovation and Entrepreneurship.*

OECD , 2019. *www.oecd.org.* [Online]
Available at: https://www.oecd.org/ctp/tax-morale-f3d8ea10-en.htm

Porcano, W. B. a. T., 2016. The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Morale and Tax Evasion: a Country-level Analysis Using SEM. *Advances in Taxation,* Volume 23.

Schmölders, G., 1970. Survey Research in Public Finance: a Behavioural Approach to Fiscal Theory. *Public Finance,* 25(2).

Sebele-Mpofu, F. Y., 2020. *www.tandfonline.com.* [Online]
Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2020.1794662

Singhal, E. L. a. M., 2014. Tax morale. *Journal of Economic Perspectives,* 28(4).

Torgler, B., 2011. *Tax Morale and Compliance Review of Evidence and Case Studies for Europe.* s.l.:The World Bank.

Torgler, J. A. a. B., 2004. *Estimating the Determinants of Tax Morale.* s.l., s.n.

### সারচার্জ কি?

করদাতার সম্পত্তির পরিমান নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে মোট প্রদেয় করের উপর নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত যে অর্থ পরিশোধ করতে হয় তাকে সারচার্জ বলে। সারচার্জ হার নিম্নরূপ:

| **সম্পদ** | **সারচার্জের হার** |
|---|---|
| ক. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পর্যন্ত- | শূণ্য |
| খ. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্ত দশ কোটি টাকার অধিক নহে;<br>বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি<br>বা, কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি | ১০% |
| গ. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে- | ২০% |
| ঘ. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে- | ৩০% |
| ঙ. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে | ৩৫% |

---

*The Writer is Deputy Commissioner of Taxes, Taxes Zone-8, Dhaka.*

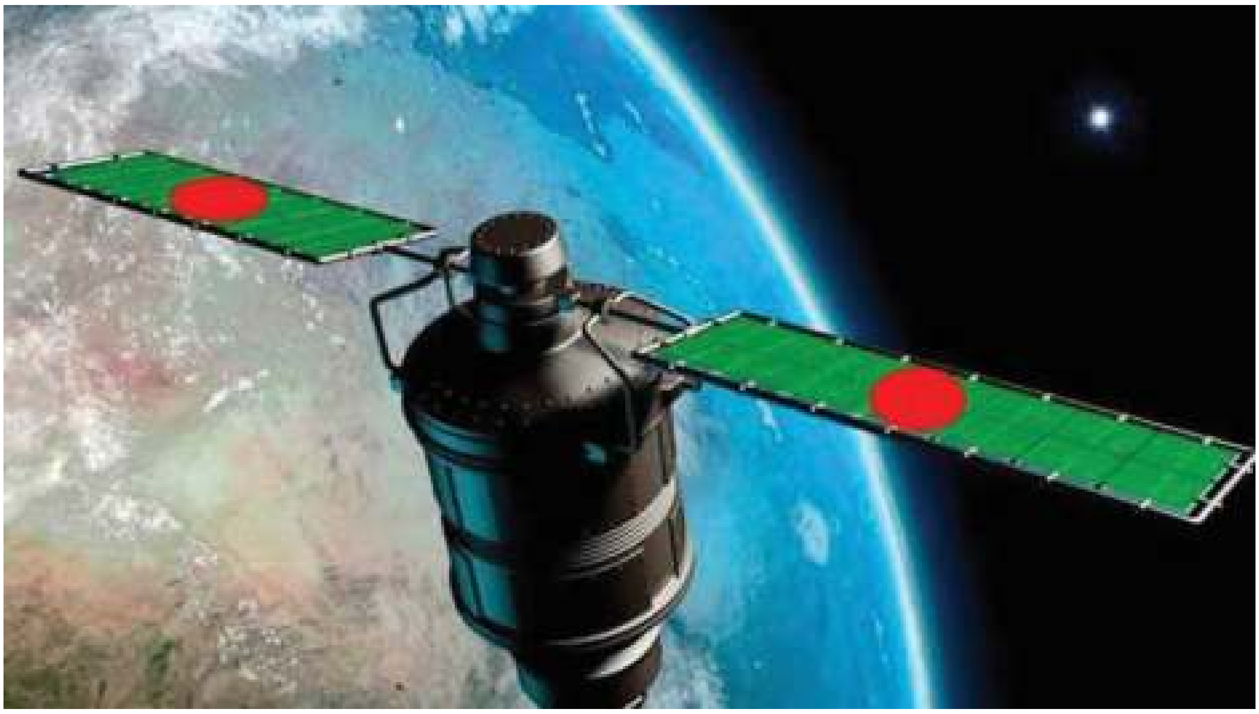

# স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আয়কর বিভাগের ভূমিকা

**মোঃ আল আমিন**

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আর শুধুই স্বপ্ন নয়। দিন বদলের স্লোগান নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের হাল ধরেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কেননা উন্নত দেশগুলো তো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সময় এখন বাংলাদেশের, সময় এখন শুধুই এগিয়ে যাওয়ার। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মত স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, “আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ”। অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক হবে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের পুরো জনগোষ্ঠীই হবে প্রযুক্তি জ্ঞানে স্মার্ট। বিশ্ব থেকে কোন কিছুতেই তারা পিছিয়ে থাকবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি হিসেবে চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। ভিত্তি চারটি হচ্ছে- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে প্রযুক্তি নির্ভর, সেখানে নাগরিকেরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমেই পরিচালিত হবে দেশের সমগ্র অর্থনীতি যা বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম হবে। সরকার এবং সমাজকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের শেষধাপে রয়েছে বেশকিছু মেগা প্রকল্প যা বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এমন এক বাংলাদেশ যেখানে মানুষ যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন, সে সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে পেতে পারবে। শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে জীবনযাপন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। যেমন- আয়কর রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা এমন হবে যে, মানুষ তার এলাকায় বসে নিজেই নিজের রিটার্ন জমা দেবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়িত হয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমেই অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ করদাতার কাছে পৌঁছে যাবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ যে উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, সে উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারের প্রতিনিয়ত যে অর্থের চাহিদা রয়েছে তার যোগান নিশ্চিতকল্পে আয়কর বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহে প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বিশ্বে কর ব্যবস্থার প্রচলন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হলেও আয়করের জন্ম মাত্র দুইশো বছর আগে। যুদ্ধকালীন কর হিসেবে আয়করের আবির্ভাব ঘটলেও কালের বিবর্তনে আয়কর হয়ে উঠেছে সামাজিক কল্যাণ, বণ্টন ও সাম্যের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। আয়কর প্রোগ্রেসিভ কর বিধায় এর মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও ভর্তুকিসহ বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে বিত্তহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায়, যা সমাজের সম্পদ ও আয় বৈষম্য হ্রাস করে। বন্টনের অসমতা দূর করে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে ভূমিকা রাখে বিধায় সারা বিশ্বে আয়কর এখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থ যোগানের প্রধান উৎস। এ কারণেই উন্নত দেশগুলো মোট রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে।

তবে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ঐতিহাসিকভাবেই কম। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি অনুযায়ী, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। ইউরোপের দেশগুলোতে গড়ে এই হার ৪৭ শতাংশ। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি আয়কর বিভাগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বাংলাদেশে যে হারে জিডিপি বাড়ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে সমহারে কর বাড়ছে না। তাছাড়া জাতি হিসেবে আমরা দীর্ঘকাল ধরে পরাধীনতার যে গ্লানি ভোগ করেছি তা পেরিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার স্বাদ পেলেও দীর্ঘদিন সামরিক শাসকদের অধীনে শাসিত এ দেশের মানুষ জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততা পায়নি। বর্তমান সরকারের আমলেই আয়কর এর ব্যাপক প্রচারণা এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলেই আয়কর আজ আপামর জনতার কাছে গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সরকার আগামী বছরগুলোতে কর-জিডিপি অনুপাত ১৪ শতাংশে উন্নীত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়ে আয়করের অবদান ছিল মোট রাজস্বের ১০ শতাংশেরও কম (মোট আদায় ১৬৬ কোটি, আয়কর আদায় ১০.৭২ কোটি)। চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) আয়কর আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,২১,০২০ কোটি টাকা। আয়কর আদায়ের এ প্রবৃদ্ধি জাতীয় রাজস্ব আহরণে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধির প্রমাণক্। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর আদায়ে ১,০০,০০০ কোটি টাকার মাইল ফলক অর্জিত হয়েছে। গত পাঁচ দশকে মোট রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের হিস্যা ক্রমান্বয়ে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৪.০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ করে সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য প্রয়োজন একটি প্রযুক্তি নির্ভর, আধুনিক, সেবাধর্মী, পরিপালনমুখী কর ব্যবস্থা পরিচালনা করে স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেয়া হলো:

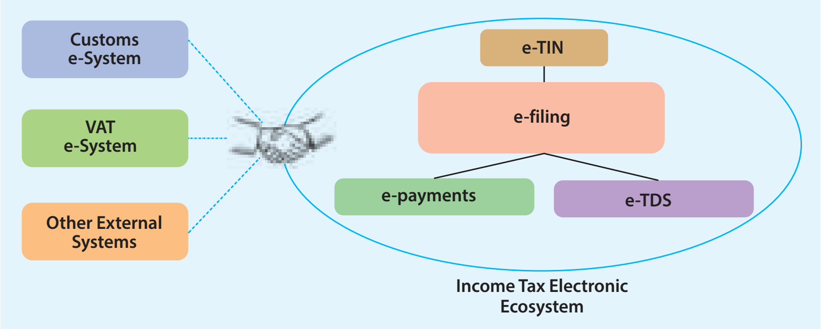

**অনলাইনে কর প্রদানের জন্য**

এ চালান

অনলাইনে সহজেই এ-চালানের মাধ্যমে রিটার্ন দিন।

Google Play App Store

eReturn

**সহজে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করুন:**

- https://etaxnbr.gov.bd ভিজিট করুন।
- e-Return এ ক্লিক করে Registration করুন।
- user & password দিয়ে login করুন।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ধাপে ধাপে আয়কর রিটার্ন পূরণ করুন।
- রিটার্ন পূরণে সহায়তার জন্য http://taxeszone14.dhaka.gov.bd ভিজিট করা যেতে পারে।
- রিটার্ন submit করুন।
- প্রাপ্তি স্বীকারপত্র save/print করুন।

করসেবা ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হচ্ছে অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা। অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় করদাতা ঘরে বসে বা কর্মক্ষেত্রে বসেই কর বিভাগের সাথে যোগাযোগ, কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, করদায় পরিশোধ ও অন্যান্য কর পরিপালন সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের মাধ্যমে কর প্রশাসন একটি ই-ট্যাক্স ব্যবস্থা চালুর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ই-টিআইএন ও ই-পেমেন্ট এর প্রবর্তন করা হয়েছে।

আয়কর নিবন্ধন সহজ, নির্ভুল, এবং ডিজিটাল ও প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৩ থেকে অনলাইন আয়কর নিবন্ধন বা ই-টিআইএন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টিআইএন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে করদাতাগণ ঘরে বসে অনলাইনে মাত্র কয়েক মিনিটে আয়কর নিবন্ধন করে কম্পিউটার জেনারেটেড টিআইএন এর সনদ নিতে পারছে। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশ যেখানে ই-টিআইএন নিবন্ধনে পাঁচ থেকে সাত দিন সময় নিচ্ছে সেখানে আমরা মাত্র পাঁচ থেকে সাত মিনিটেই করদাতাকে ই-টিআইএন সরবরাহ করতে পারছি।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আয়কর বিভাগ ইতিমধ্যেই স্মার্ট পদ্ধতির ই-রিটার্ন জমাদান পদ্ধতি চালু করেছে এবং করদাতাদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আয়কর ই-রিটার্নের সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে ২,০৫,৭৬৮ এবং ই-রিটার্নের সাথে পরিশোধিত করের পরিমাণ ১১.৪০ কোটি টাকা। এছাড়া ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে সকল অফলাইন রিটার্নকেও ই-রিটার্নে রূপান্তরের কর্মযজ্ঞ হাতে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে করদাতাগণ অফলাইনে যে রিটার্নগুলো দাখিল করছেন, সার্কেল কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উক্ত রিটার্নসমূহ তাৎক্ষণিক অনলাইনে এন্ট্রি করা হচ্ছে। ফলে office.taxofficemanagement.gov.bd সাইটে করদাতার আয়কর রিটার্ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ, যাচাই ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর হতে ভেরিফাই করা যাচ্ছে। যা আয়কর বিভাগের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উৎসে কর আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চালু করেছে ই-টিডিএস পদ্ধতি। যেকোনো উৎসে কর কর্তকারী কর্তৃপক্ষ etds.gov.bd সাইট থেকে খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করে তাদের কর্তনকৃত কর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে পারে। অদ্যাবধি ই-টিডিএস রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা ৫,৩৮৩ এবং এই ডিজিটাল প্লাটফরমটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত মোট করের পরিমাণ ৪১৫.৩০ কোটি টাকা।

কর ফাঁকি তদন্ত এবং কর গোয়েন্দা ও তদন্ত কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে (সিআইএস) একটি অত্যাধুনিক ডেটা ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিপিসি-তে বিআরটিএ, নির্বাচন কমিশন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগসহ বিভিন্ন দপ্তরের ডেটাবেইজ এর সাথে কানেক্টিভিটি এবং স্বয়ক্রিয় ডেটা ক্যাপচারিং, ডেটা প্রসেসিং ও ডেটা ম্যাচিং সুবিধা থাকবে। সকল কর অঞ্চল/সেল/ইউনিট সিপিসির সাথে যুক্ত থাকবে। ফলে কর ফাঁকি রোধ ও টিআইএন জালিয়াতিসহ অন্যান্য জালিয়াতি রোধ করা সহজ হবে।

এছাড়াও জনগণকে আয়কর পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু হলো আয়কর মেলার পরিবর্তে মাসব্যাপী কর সেবা মাস। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দেশের ৩১টি কর অঞ্চলের ৬৪৯টি সার্কেল অফিসে একযোগে এ সেবা মিলছে, কর অফিস প্রাঙ্গণেই আয়কর মেলার পরিবেশে রিটার্ন ফরম পূরণ, করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর বা টিআইএন সংগ্রহ, অনলাইনে রিটার্ন জমা দেয়া, ই-পেমেন্ট বা এ-চালান এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কর পরিশোধসহ যাবতীয় সেবা দেয়া হয়। এ জন্য প্রতিটি কর অফিসে করদাতাদের জন্য চালু করা হয়েছে সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র। প্রতিটি কর অঞ্চলের ওয়েবসাইটে আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম, পরিপত্র, রিটার্ন পূরণের নির্দেশিকা, ভিডিও টিউটোরিয়ালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এছাড়া কর অফিসে আগত করদাতাদের বিনামূল্যে আয়কর রিটার্ন ফরম, চালান ফরম, আয়কর নির্দেশিকা বিতরণ ও টিআইএন রেজিস্ট্রেশনসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়।

**এ-চালান এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুত আয়কর পরিশোধ করুন-**

- https://nbr.sblesheba.com/Income Tax/Payment ভিজিট করুন।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দিন।
- কর পরিশোধ করে A-challan সংগ্রহ করুন।

অব্যাহত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত তথা স্মার্ট দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে বদ্ধপরিকর জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আয়কর ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বাংলা ভাষায় নতুন

আয়কর আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। আয়করের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের কাজও চলমান রয়েছে। প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়কর যেহেতু রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি আয় ও সম্পদ বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখে তাই অনেক উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশও মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি আয়কর থেকে আহরণের পরিকল্পনা করছে। এলক্ষ্যে আয়কর বিভাগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলাকেন্দ্রিক কর সার্কেল প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগে চলছে মহাপরিকল্পনা।

এক্ষেত্রে সরকারকে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য একটি স্মার্ট আয়কর বিভাগ অপরিহার্য। আর সে জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে স্মার্ট আয়কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি সুদক্ষ টিম এবং ব্যাপক অবকাঠামোগত সক্ষমতা। এ লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক ডেটা সেন্টারে অবাধ বিচরণের সুযোগ থাকতে হবে। বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে কর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মত বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। কর সার্কেলগুলোর প্রযুক্তি ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একজন সহকারী প্রোগ্রামার এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের কথা ভাবা যেতে পারে। এছাড়া আয়কর বিভাগের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট এর এই বিশাল পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ এবং যথাযথ বাজেট বরাদ্দকরণ।

e-TIN
REGISTRATION

**ETIN রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতিঃ**

- https://secure.incometax-.gov.bd ভিজিট করুন।
- user & password **দিয়ে** login করুন।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দিন, E-TIN সনদ গ্রহণ করুন।

পরিশেষে বলা যায়, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং জনবান্ধব বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে আয়করই রাষ্ট্রের একমাত্র টেকসই উৎস। উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থানরত বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে এবং বিশ্বব্যাপী চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অংশীদার হতে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করে আয়কর বিভাগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের যোগান, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং সার্বিকভাবে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে আয়ের অসমতা হ্রাস এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আয়করের অন্যতম লক্ষ্য। স্মার্ট বাংলাদেশ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সামনে রেখে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের যাত্রা যতই এগিয়ে যাবে, ততই প্রয়োজন হবে জাতীয় রাজস্ব আহরণের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি বিশেষত আয়করের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

---

*লেখক: উপ-কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা।*

# রাজস্ব সম্মেলন
# ২০২৩

**ASYCUDA**
Automated System for Customs Data

E-PAYMENT
APPLICATION

এ-চালান

**e-TDS**

VAT
REGISTRATION
Online Application

VAT Return
ভ্যাট এখন অনলাইনে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়